ওহ সরওয়ারে কিশ্‌ওয়ারে রিসালাত
জু আরশ পর জলওয়া গর হুয়ে থে

ফয়যানে মেরাজ

Islamic Research Center

ওহ সরওয়ারে কিশওয়ারে রিসালাত,
জু আরশ পর জলওয়া গর হুয়ে থে।

উপস্থাপনায়ঃ
আল মদীনাতুল ইলমিয়া বিভাগ
দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবাতুল মদীনা
দা'ওয়াতে ইসলামী

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ یَا حَبِیْبَ اللہ

কিতাবের নাম : ফয়যানে মেরাজ

উপস্থাপনায় : আল মদীনাতুল ইলমিয়া বিভাগ

প্রকাশকাল : রজব ১৪৪২ হিজরি, ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং।

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা (দা'ওয়াতে ইসলামী)

সত্যায়ন পত্র

তারিখ- ০৭ রজব ১৪৩৫ হিজরি সূত্র:-১৯৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْن

সত্যায়ন করা যাচ্ছে যে,**"ফয়যানে মেরাজ"** (প্রকাশনা মাকতাবাতুল মদীনা) কিতাবটির উপর কিতাব ও রিসালা পরীক্ষণ বিভাগের পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বারের মতো পরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। মজলিশ এর আক্বীদা, কুফরী ইবারত, নৈতিকতা, ফিকহী মাসআলা এবং আরবী ইবারত ইত্যাদি সম্পর্কে যথাসাধ্য পর্যবেক্ষণ করেছে, তবে কম্পোজিং বা বাইন্ডিং এর ভূলের জন্য মজলিশ দায়ী নয়।

কিতাব ও পুস্তিকা নিরীক্ষণ বিভাগ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
(০৭-০৫-২০১৪)

Email:- bdtarajim@gmail.com

মাদানী অনুরোধঃ অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

www.dawateislami.net

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

বিবরন	পৃষ্ঠা নং

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
"ফয়যানে মেরাজ" কিতাবটি পাঠ করার ১০টি নিয়্যত	৭	পঞ্চম আসমান	৩১
		ষষ্ঠ আসমান	৩১
আল মদীনাতুল ইলমিয়া	৮	সপ্তম আসমান	৩২
ভূমিকা	১০	সিদরাতুল মুনতাহা	৩৩
এই কিতাবটি সম্পর্কে দু'টি কথা...	১১	মকামে মুস্তাওয়া	৩৪
দরূদ শরীফের ফযিলত	১২	আরশেরও উর্ধ্বে	৩৫
মেরাজের মুজিযা ও সমসাময়িক অবস্থা	১৩	দিদারে ইলাহী ও কথোপকথনের মর্যাদা	৩৫
		লা'মকানের ওহী	৩৬
মেরাজের ঘটনার বর্ণনা	১৫	পঞ্চাশ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায	৩৭
বক্ষ বিদীর্ণ	১৬	জান্নাতের পরিভ্রমণ	৩৯
বোরাকের বাহন	১৬	কাউসারে আগমন	৩৯
বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে যাত্রা	১৭	জাহান্নাম পরিদর্শন	৪০
তিন স্থানে নামায আদায়	১৮	প্রত্যাবর্তনের যাত্রা	৪০
বায়তুল মুকাদ্দাসের কিছু পর্যবেক্ষণ	১৯	মেরাজের ঘটনার ঘোষণা	৪১
হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام নামাযরত	২০	আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ কুদরত	৪১
বায়তুল মুকাদ্দাস আগমন	২১	বায়তুল মুকাদ্দাস সামনে উপস্থাপিত হওয়া	৪৪
আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام ইমামতি	২১		
দুধ ও শরাবের পাত্র	২৩	কাফেলার সংবাদ	৪৪
আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام খুতবা	২৩	সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সত্যায়ন	৪৫
আসমানে আরোহন	২৭		
প্রথম আসমান	২৭	মেরাজের ঘটনা থেকে গৃহীত কিছু অমূল্য মাদানী ফুল	৪৭
জান্নাতী ও জাহান্নামীদের রুহ	২৮		
দ্বিতীয় আসমান	২৮	কোরআনে মেরাজের বর্ণনা	৫৩
তৃতীয় আসমান	২৯	প্রথম স্থান	৫৩
চতুর্থ আসমান	৩০	মাদানী ফুল	৫৪

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আয়াতকে سُبْحٰنَ শব্দ দ্বারা শুরু করার রহস্য	৫৪	হাদীসের ব্যাখ্যা	৭৪
		পান্না ও চুনি পাথরের তাবু	৭৬
গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়	৫৫	নূরে লুকায়িত মানুষ	৭৬
আল্লাহ পাকের কুদরতের বর্ণনা	৫৫	আল্লাহর পথে জিহাদ	৭৭
স্বশরীরে মেরাজের প্রমাণ	৫৬	আল্লাহর আযাব সম্পর্কিত	৭৮
বিশেষ দ্রষ্টব্য	৫৭	গীবতের চারটি শাস্তি	৭৮
দ্বিতীয় স্থান	৫৭	আপন মাংস ভক্ষণকারী ব্যক্তি	৭৮
তৃতীয় স্থান	৫৮	মৃত ভক্ষণকারী জাহান্নামী	৭৮
মেরাজ সম্পর্কিত উপকারী তথ্য	৫৯	বুকের সাথে ঝুলন্ত মানুষ	৭৯
মেরাজ শরীফ অস্বীকার করা কেমন?	৫৯	তামার নখ	৭৯
মেরাজ শরীফের বিভিন্ন হিকমত	৬০	নারীরা অধিক গীবত করে	৮০
মেরাজ শরীফ কতবার হয়েছে?	৬২	সুদখোরের দু'টি আযাব	৮১
অন্যান্য নবীদেরও عَلَيْهِمُ السَّلَام কি মেরাজ হয়েছে?	৬৩	পাথর ভক্ষণকারী মানুষ	৮১
		পেটে সাপ	৮১
অন্যান্য আম্বিয়ারাও عَلَيْهِمُ السَّلَام কি বোরাকে আরোহন করেছেন?	৬৪	হাদীসের ব্যাখ্যা	৮২
		শিক্ষনীয় বিষয়	৮২
জমিন থেকে সিদরাতুল মুনতাহার দূরত্ব	৬৫	মাথা পৃষ্ট হওয়ার শাস্তি	৮৩
		আগুনের কাঁচি	৮৩
আল্লাহ পাকের দীদার	৬৫	আমলহীন বক্তার পরিণতি	৮৫
মেরাজ রজনীর পরিদর্শনাবলী	৬৭	কাদিয়ানী প্রফেসারের তাওবা	৮৬
আল্লাহ পাকের নেয়ামত সম্পর্কিত	৬৭	আগুনের ডালে ঝুলন্ত লোক	৮৭
জান্নাতের দরজায় কি লিখা ছিলো...?	৬৭	যেনাকারীর তিনটি আযাব	৮৯
মুক্তা দ্বারা নির্মিত গম্বুজ আকৃতির তাবু	৬৯	দূর্গন্ধময় মাংস ভক্ষণকারী লোক	৮৯
সুউচ্চ প্রাসাদ সমূহ	৭০	উল্টো হয়ে ঝুলন্ত লোক	৯০
রাগ একেবারেই না আসলে তবে?	৭১	মুখে আগুনের পাথর	৯০
সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর শান	৭২	কাটাযুক্ত ঘাস এবং যাক্কুম বৃক্ষ খাওয়ার আযাব	৯২
হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পদধ্বনি	৭৩		

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
যাকাত অনাদায়কারীর ভয়াবহ শাস্তি	৯৩	আরশে বরীঁ পর জলওয়া ফেগন	১০১
তাওবা করে নাও....!	৯৬	মে'রাজ কি ইয়ে রাত হে	১০২
মেরাজ শরীফ সম্পর্কিত কিছু কাব্যিক কালাম	৯৫	পরদা রুখে আনওয়ার সে জু উঠা শবে মেরাজ	১০৫
ওহ্ সরওয়ারে কিশওয়ারে রিসালাত	৯৫	এক ধুম হে আরশে আযম পর	১০৭
আরশ কে আকল ডঙ্গ হে	১০০	তথ্যসূত্র	১০৯

ইলমের একটি অধ্যায় শিখা হাজার রাকাত নফল থেকে উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে আবু যর! তুমি যদি সকালে **কিতাবুল্লাহ**র একটি আয়াত শিখে নাও, তবে তা তোমার জন্য একশত রাকাত নফল পড়া থেকে উত্তম। (সুনানে ইবনে মাজাহ, বাবু ফযলে মিন তালিমুল কোরআন ওয়া আল্লামাহু, ৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২১৯)

না জেনে ফতোয়া দেয়া কেমন...?

রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া দিলো তবে এর গুনাহ ফতোয়া প্রদানকারীর উপর।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল ইলম, বাবুত তাওকী ফিল ফাতইয়া, ৫৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৬৫৭)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

“ফয়যানে মেরাজ” কিতাবটি পাঠ করার ১০টি নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।

(মু'জামুল কবীর, ৩/৫২৫, হাদীস: ৫৮০৭)

❀ ভাল নিয়্যত যত বেশী, সাওয়াবও তত বেশী।

(১) প্রতিবার হামদ ও সালাত এবং (২) তাউজ ও তাসমিয়ার মাধ্যমে শুরু করবো। (এই পৃষ্ঠার উপরে প্রদত্ত আরবী ইবারত পড়ে নিলে উপরোক্ত চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (৩) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য কিতাবটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করবো। (৪) যথাসম্ভব তা অযু সহকারে এবং (৫) কিবলামুখী হয়ে অধ্যয়ন করবো। (৬) যেখানে যেখানে **আল্লাহর** পবিত্র নাম আসবে সেখানে **“পাক”** আর (৭) যেখানে যেখানে **“প্রিয় নবী”**র নাম মুবারাক আসবে সেখানে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়বো। (৮) অপরকে এই কিতাবটি পড়ার উৎসাহ প্রদান করবো। (৯) এ হাদীসে পাক تَهَادَوْا تَحَابُّوْا অর্থাৎ “একে অপরকে উপহার দাও, পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।” **(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৩১)** এর উপর আমলের নিয়্যতে (নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী) এই কিতাব কিনে অপরকে উপহার স্বরূপ প্রদান করবো। (১০) কিতাবে কোন শরয়ী ভূলত্রুটি পাওয়া গেলে তা মাকতাবাতুল মদীনাকে লিখিতভভাবে জানাবো। اِنْ شَآءَ الله

(লিখক ও প্রকাশক প্রমুখকে কিতাবের ভুলত্রুটি সম্পর্কে শুধুমাত্র মুখে বললে কোন উপকার হয়না)

www.dawateislami.net

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) এর পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুণর্জাগরন এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু বিভাগ গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বিভাগ হলো **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثَّرَهُمُ اللّٰه সমন্বয়ে গঠিত। এটি বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা, প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরু দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। আর এটির নিম্নে বর্ণিত ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দর্‌সি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. কিতাব অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. উৎস নিরুপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'র প্রধান কাজ হচ্ছে আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত,

www.dawateislami.net

পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফিজ, আল ক্বারী, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসাধ্য সহজ সাবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সর্বাত্মক সহায়তা করুন আর এই বিভাগের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো নিজেরাও পাঠ করুন আর অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীর 'আল মদীনাতুল ইলমিয়া' বিভাগ সহ সকল বিভাগকে উত্তরোত্তর সাফল্য ও উৎকর্ষতা দান করুক আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে একনিষ্ঠতার সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মুবারক ১৪২৫ হিজরী।

www.dawateislami.net

ভূমিকা

মুজিযা নবীগণের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ও আলোকিত অধ্যায়। এর সত্যতাকে অস্বীকার করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। **আল্লাহ পাকের** নীতি হলো, **তিনি** যখনই সৃষ্টির হেদায়াতের জন্য কোন নবী عَلَيْهِ السَّلَام কে প্রেরণ করেন, তখনই তাঁকে কোন না কোন মুজিযাও দান করেছেন, যা দেখে মানুষের বিবেক হতবাক হয়ে যেতো এবং অস্বীকারকারীরা আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও তার অনুরূপ উপস্থাপন করতে অক্ষম থাকে। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর লাঠি মুবারকের সাপ হয়ে যাওয়া এবং হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মৃত ব্যক্তি জীবিত করা ইত্যাদি। অতঃপর যখন আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রেরিত হয়েছেন তখন **তাঁকে** সবচেয়ে বেশি মুজিযা দান করেন বরং যে সকল মুজিযা অন্যান্য আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام কে পৃথক পৃথক ভাবে দেয়া হয়েছে, তা সবই এবং এর চেয়েও আরো অধিক **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান সত্তায় সমন্বিত করা হয়েছে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই অসংখ্য মুজিযার মধ্যে খুবই অনন্য ও উল্লেখযোগ্য মুজিযা হলো; **মেরাজ**। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাতের কিছু অংশে সাত আসমান, আরশ ও কুরসীরও উপরে তাশরীফ নিয়ে যান এবং মহা জগতের সীমা অতিক্রম করে লা'মকান পরিভ্রমন করে পূনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মহান মুজিযার ফয়যানকে প্রসার করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর আল মদীনাতুল ইলমিয়া বিভাগ** এ বিষয়ে কাজ করেছে আর খুবই কম সময়ে সমাপ্ত করতে পেরেছে।

www.dawateislami.net

এই কিতাবটি সম্পর্কে দু'টি কথা...

মেরাজ শরীফের ঘটনাটি খুবই ব্যাপক একটি বিষয় আর এ বিষয়ে অনেক তথ্যও পাওয়া যায়, কিন্তু সমস্যা হলো এসম্পর্কে বর্ণনাসমূহে মতানৈক্য অনেক বেশি, এ অবস্থায় আমাদের এই প্রচেষ্টা ছিলো যে, সকল বর্ণনা উল্লেখ করার পরিবর্তে শুধুমাত্র ঐসকল বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام প্রাধান্য দিয়েছেন আর যদি সাদৃশ্যপূর্ণ বর্ণনা করা হয়েছে তবে তাই আলোচনা করা হয়েছে। কিতাবের বিষয়বস্তুকে চারটি অংশে বর্ণনা করা হয়েছে: **প্রথম অংশটি** মেরাজের ঘটনা সম্বলিত। **দ্বিতীয় অংশে** মেরাজ শরীফ সম্পর্কিত কোরআনে করীমের আয়াত এবং তা থেকে গৃহিত কিছু মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে। **তৃতীয় অংশে** মেরাজ শরীফের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ভিন্ন ভিন্ন ও উপকারী তথ্য দেয়া হয়েছে এবং **চতুর্থ অংশে** ঐসকল পর্যবেক্ষনকৃত বিষয়াদীর বর্ণনা রয়েছে যা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের রাতে পর্যবেক্ষন করেছেন। এই কিতাবে যা যা ভাল দিক রয়েছে নিঃসন্দেহে তা **আল্লাহ পাকের** সাহায্য ও তৌফিক, **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর অনুগ্রহ এবং শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কৃপাদৃষ্টির ফল এবং যা ভূলত্রুটি রয়ে গেছে তাতে আমাদেরই অলসতা অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া যে, আল মদীনাতুল ইলমিয়া সহ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সকল বিভাগকে আরো বরকত দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আসুন! কিতাবটি নিজেও পড়ি আর অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করি।

আল মদীনাতুল ইলমিয়া বিভাগ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে মেরাজ

দরূদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জুমার দিন আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ প্রেরণ করো, কেননা তা উপস্থিতির দিন, এতে ফিরিশতারা উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তিই আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তার দরূদ আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়, যতক্ষণ সে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকে। হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আরয করলেন: ওফাত শরীফের পরও কি? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! ওফাতের পরও, নিশ্চয় **আল্লাহ পাক মাটির জন্য আম্বিয়ায়ে কিরামগণের** عَلَيْهِمُ السَّلَام **শরীরকে ভক্ষণ করা হারাম করে করে দিয়েছেন, সুতরাং আল্লাহ পাকের নবীগণ জীবিত, তাঁদের রিযিক দেওয়া হয়।**[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের আকীদা হলো, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আপন আপন কবরে তেমনিভাবে

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়েয, ২৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৩৭।

www.dawateislami.net

জীবিত, যেমনিভাবে দুনিয়াতে ছিলেন।[১] উপরোক্ত বর্ণনাতেও এটা প্রমাণিত হয়। سُبْحٰنَ الله! যখন সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর এরূপ শান, তবে সকল নবীর সরদার, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শান কেমন হবে....? নিশ্চয় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখনো জীবিত এবং **তাঁর** গোলামদের সাহায্য করেন ও বিপদ দূর করেন, কিন্তু আমাদের দূর্বল দৃষ্টিশক্তি **তাঁকে** দেখতে অক্ষম। সায়্যিদি আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই সুন্দর বলেছেন

তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ! তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ!
মেরে চশমে আলম সে চুপ জানে ওয়ালে
(হাদায়িখে বখশীশ, ১ম অংশ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

মেরাজের মুজিযা ও তখনকার অবস্থা

যখন থেকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন নবুয়ত ও রিসালাতের ঘোষণা দিয়ে ছিলেন এবং লোকদেরকে এক **আল্লাহ পাকের** ইবাদতের দিকে আহবান করা শুরু করেছেন তখন থেকে শিরক ও কুফরের আকাশে বিচরণকারী লোকেরা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রাণের শত্রু হয়ে গিয়েছিলো। অথচ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি পাতা তাদের সামনেই ছিলো, যা শিশিরের চেয়েও পবিত্র, ফুলের চেয়েও অধিক সতেজ, চন্দ্র ও সূর্যের চেয়েও অধিক আলোকিত ও উজ্জল এবং জাহেরী ও বাতেনী সকল প্রকারের দোষ ত্রুটি থেকে পবিত্র ছিলো। তা

১. বাহারে শরীয়ত, ১ম অধ্যায়, ১/৫৮।

www.dawateislami.net

সত্ত্বেও তারা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগলো, নবুয়তের উজ্জল নিদর্শন সমূহ দেখে যখন নিরুত্তোর হয়ে যেতো এবং কিছু করতে পারতো না তখন **তাঁকে** যাদুকর আখ্যায়িত করছিলো। অত্যাচারীরা **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিতো, শরীর মুবারকের উপর পাথর বর্ষন করেছিলো, কষ্ট ও বিপদের পাহাড় ভঙ্গ করে এবং অপবাদ ও অপমান করাতে মেতে ছিলো, এসব অত্যাচার তখন আরো বৃদ্ধি হয়েছিলো যখন নবুয়ত ঘোষণার দশম বছর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাজান আবু তালিব এবং এর কিছুদিন পর উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজাতুল কুবরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ইন্তেকাল করেন।

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতোসব বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ইসলামের দাওয়াতের মিশনকে বর্জন করেননি এবং লোকদের কূফর ও শিরক থেকে বিরত রাখতে থাকেন। এই স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে যারাই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যের আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে যেতো, তারা কাফেরদের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হতো। তবে ধীরে ধীরে দিন অতিবাহিত হতে লাগলো এবং সবসময়ের ন্যায় এ বছরও শেষ হয়ে গেলো, অতঃপর **১১**তম বছর শুরু হলো, এতেও অপমান ও অপবাদ এবং অত্যাচার ও নিপীড়নের তীব্রতা পূর্বের ন্যায়ই রইলো আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল প্রকার বাঁধা, পেরেশানি এবং বিপদাপদ সত্ত্বেও সত্যের বাণীকে সমুন্নত করার কাজে মশগুল রইলেন। দেখতে দেখতে রজবের মোবারক মাস চলে আসে আর যখন এই মাসের ২৭ তারিখ

www.dawateislami.net

রজনী এলো তখন সেই মুবারক রাতে **আল্লাহ পাক আপন প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঐ মর্যাদা দান করলেন, যা অন্য কারো অর্জিত হয়নি আর না কারো হবে। এটা সেই আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিলো, যা শুনে শ্রোতারা বিস্মিত হয়ে যায়, জ্ঞানকেই সবকিছু ভাবা ব্যক্তিদের কুফরী ও অস্বীকারের মাত্রা বেড়ে যায় আর পরিপূর্ণ ঈমানদার সৌভাগ্যবানদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়। **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই আশ্চর্যজনক ঘটনাকে মেরাজ বলা হয়। কোরআনুল করীমে **আল্লাহ পাক** এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝۱

(পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পবিত্রতা **তাঁরই** জন্য, **যিনি** আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম হ'তে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার আশেপাশে আমি বরকত রেখেছি, যাতে **আমি তাঁকে** মহান নিদর্শনসমূহ দেখাই; নিশ্চয় **তিনি** শুনেন, দেখেন।

আসুন! এবার এর বিস্তারিত বর্ণনা লক্ষ্য করি,

মেরাজের ঘটনার বর্ণনা

নবুয়ত প্রকাশের একাদশতম বৎসর, হিজরতের দুই বৎসর পূর্বে ২৭ রজবুল মুরাজ্জব, সোমবার মনোরম ও নুরানী রজনীতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইশার নামায আদায় করার পর **তাঁর** চাচাতো বোন হযরত উম্মে হানী رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ঘরে বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় সম্মানিত বাসস্থানের ছাদ খুলে গেলো, হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام নিচে

www.dawateislami.net

উপস্থিত হলেন এবং **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হযরত উম্মে হানী رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ঘর থেকে মসজিদুল হারামে নিয়ে হাতীমে কাবায় শুইয়ে দিলেন।(১)

বক্ষ বিদীর্ণ

তখনও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানেই (হাতীমে কাবায়) কাত হয়ে শুয়েছিলেন এবং **তাঁর** তন্দ্রাভাব তখনো অবশিষ্ট ছিলো, এমন সময় হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام পূনরায় উপস্থিত হলেন, এবার তিনি **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বক্ষ মুবারককে কণ্ঠনালীর নীচের হাড় থেকে পেটের নিচ পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন আর পবিত্র হৃদপিণ্ডকে বের করে নিলেন। অতঃপর ঈমান ও প্রজ্ঞা দ্বারা পূর্ণ স্বর্ণের পাত্র আনা হলো, হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হৃদপিণ্ডকে যমযমের পানি দ্বারা গোসল দিলেন অতঃপর ঈমান ও প্রজ্ঞা দ্বারা পূর্ণ করে পূনরায় সেটির স্থানে রেখে দিলেন।(২)

বোরাকের বাহন

অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত দরবারে বাহন হিসেবে গাধার চেয়ে বড় ও খচ্চরের চেয়ে ছোট একটি সাদা পশু উপস্থিত করা হলো, যেটাকে বোরাক বলা হয়। এতে জিন, লাগাম লাগানো ছিলো আর এর গতির অবস্থা এমন ছিলো, দৃষ্টিসীমায় নিজের কদম রাখতো, উচূতে উঠার সময় তার হাত ছোট এবং পা লম্বা হয়ে

১. মিরাতুল মানাজিহ, মেরাজের বর্ণনা, ৮/১৩৫। সীরাতে নববী লি ইবনে হিশাম, ২/৩৭। ফতহুল বারী, ৭/২৫৬, ৩৮৮৭ নং হাদীসের পাদটীকা।
২. সহীহ বুখারী, ৯৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৮৭।
ফতহুল বারী ২৫৬ পৃষ্ঠা, ৩৮৮৭ নং হাদীসের পাদটীকা।

www.dawateislami.net

যেতো আর নিচে নামার সময় হাত লম্বা ও পা ছোট হয়ে যেতো, যার কারণে উভয় ক্ষেত্রে তার পিঠ সমান থাকতো আর আরোহীর কোন ধরনের কষ্ট হতো না।[১]

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন তার উপর আরোহন করতে ইচ্ছা করলেন এবং তার নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফালাফি শুরু করে দিলো। এটা দেখে হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام নিজের হাত তার ঘাড়ের পশমের স্থানে রেখে বললেন: হে বোরাক! তোমার কি লজ্জা হয় না? **আল্লাহ পাকের** শপথ! **হুযুর মুহাম্মদে মুস্তফা, আহমদে মুজতবা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান কোন ব্যক্তিত্ব তোমার উপর আরোহন করেনি। এটা শুনে বোরাক লজ্জিত হয়ে গেলো আর লাফালাফি বন্ধ করে একেবারে শান্ত হয়ে গেলো।[২]

বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে যাত্রা

অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বোরাকে আরোহন করলেন এবং এমন শান ও শওকত সহকারে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে যাত্রা করলেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা বুসিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলছেন:

سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيْلًا اِلٰى حَرَمٍ
كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِيْ دَاجٍ مِّنَ الظُّلَمِ[৩]

১. সহীহ বুখারী, ৯৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৮৭। সুনানে তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীরিল কোরআন, ৭২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১৩১। আল মুজামুল আওসাত লিত তাবারানী, ৩/৬৫, হাদীস: ৩৮৭৯। শরহে মায়ানী আলাল মাওয়াহিব, ৮/৭৫।
২. সীরাতে নববীয়া লি ইবনে হিসাম, ২/৩৬। সুনানে তিরমিযী, ৭২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১৩১। ফতহুল বারী, ৭/২৬০, ৩৮৮৭ নং হাদীসের পাদটিকা।
৩. কসীদায়ে বুরদা, ২৩৭ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজ রজনীতে হেরমে কাবা থেকে হেরমে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এমন শান সহকারে সফর করেছেন, যেমনিভাবে চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদ রাতের গভীর অন্ধকারে নুর বিকিরণ করে চলে থাকে।

এই নুরানী সফরে ফিরিশতাদের সর্দার হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ছিলেন।[১]

তিন স্থানে নামায আদায়

সফরের মধ্যে একটি স্থানে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নামিয়ে নামায আদায় করতে বললেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায পড়লেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: আপনি কি জানেন, আপনি কোন জায়গায় নামায আদায় করেছেন? আপনি তৈয়্যবায় (অর্থাৎ মদীনা শরীফে) নামায পড়েছেন, এরই দিকে হিজরত হবে। অতঃপর অপর এক স্থনে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **তাঁকে** নেমে নামায পড়তে বললেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায পড়লেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: আপনি কি জানেন, আপনি কোন জায়গায় নামায পড়েছেন? আপনি **তূরে সীনায়**✪ নামায পড়েছেন, যেখানে **আল্লাহ পাক**

---

১. সহীহ বুখারী, ৯৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৮৭।

✪ তূর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ পর্বত, যা মিসর ও আ'ইলা এর মধ্যখানে অবস্থিত, যার উপর হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** সাথে কথা বলার মর্যাদা লাভ করেছেন। আর সীনার ব্যাপারে হযরত ইকরামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর অভিমত হলো; এটা ঐ জায়গার নাম, যেখানে তুর পর্বত অবস্থিত।

(তাফসীরে মাযহারী, সূরা: তীন, আয়াত: ৩, ১০২৭৩)

www.dawateislami.net

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য দান করেছেন। অতঃপর অপর স্থানে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **তাঁকে** নেমে নামায পড়তে বললেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায আদায় করলেন। এরপর হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়েছেন? আপনি **বায়তে লাহমে**✪ নামায পড়েছেন, যেখানে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام শুভাগমন করেছেন।[১]

বায়তুল মুকাদ্দাসের কিছু পর্যবেক্ষণ

কুদরতের আশ্চর্যজনক দৃশ্যাবলী অবলোকন করতে করতে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে যাত্রা করেছিলেন, রাস্তার এক পাশে একজন বৃদ্ধা মহিলা দাড়িয়ে থাকতে দেখলেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কে? আরয করলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অগ্রসর হোন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন, অতঃপর কেউ একজন **তাঁকে** ডাক দিয়ে বললো: هَلُمَّ يَا مُحَمَّد অর্থাৎ হে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এদিকে আসুন। কিন্তু হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام পূনরায় একই কথা আরয করলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সামনে অগ্রসর হোন! সুতরাং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم না দাঁড়িয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন, অতঃপর একটি দলের পাশ দিয়ে গমন করলেন। তারা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম জানিয়ে বললো: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَااَوَّلُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاآخِرُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَاشِرُ" অর্থাৎ **হে প্রথম**

✪ এই স্থানটি বায়তুল মুকাদ্দাসের দক্ষিণে ৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। (সূরাতুল আরদ, ১ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

১. সুনানে নাসায়ী, কিতাবুস সালাত..., ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪৮।

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, **হে শেষ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, **হে হাশির**! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার উপর নিরাপত্তা হোক।" হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের সালামের উত্তর প্রদান করুন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের সালামের উত্তর দিলেন। এরপর দ্বিতীয় একটি দলের পাশ দিয়ে গমন করলেন, সেখানেও অনুরূপ হলো, অতঃপর তৃতীয় একটি দলের পাশ দিয়ে গমন করলেন, সেখানেও অনুরুপ হলো।

পরবর্তীতে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আরয করলেন: ঐ বৃদ্ধা যাকে আপনি রাস্তার পাশে দাড়াঁনো দেখেছিলেন, তা ছিলো দুনিয়া, তার শুধুমাত্র এতটুকু বয়স অবশিষ্ট রয়েছে যা এই বৃদ্ধার রয়েছে, যে আপনাকে তার দিকে ধাবিত করতে চেয়েছিলো, সে ছিলো **আল্লাহ পাকের** শত্রু ইবলিশ (শয়তান), সে চেয়েছিলো যে, আপনি তার প্রতি আসক্ত হয়ে যান এবং যারা আপনাকে সালাম আরয করেছে, তাঁরা হলেন হযরত ইব্রাহিম, হযরত মূসা, এবং হযরত ঈসা عَلَيْهِمُ السَّلَام।[১]

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام নামাযরত

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে, যখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর কবর মুবারকের পাশ দিয়ে গমন করেছিলেন, যা বালির লাল টিলার পাশে অবস্থিত, তখন তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন।[২]

১. দালায়িলুল নবুয়ত লিল বায়হাকি, জামাআ আবওয়াবুল মাবউস, ২/৩৬২।
২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল, ৯২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৭৫।

www.dawateislami.net

বায়তুল মুকাদ্দাসে আগমন

অনুরূপভাবে কুদরতের এই আশ্চর্যজনক নিদর্শন সমূহ অবলোকন করে এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাৎ করে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ পবিত্র শহরে তাশরীফ নিয়ে আসেন, যেখানে মসজিদে আকসা অবস্থিত। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শহরের বাবে ইয়ামেনী দিয়ে প্রবেশ করেন অতঃপর মসজিদের দিকে গমন করেন এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বোরাককে মসজিদের দরজায় লাগানো সেই আংটার সাথে বাঁধলেন, যেখানে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام বেঁধেছিলেন। পরে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام তাকে মসজিদের আঙ্গিনায় নিয়ে আসেন এবং নিজের আঙ্গুল দ্বারা একটি পাথরে ছিদ্র করে তার সাথে বেঁধে দিলেন।[১]

আম্বিয়ায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام ইমামতি

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামগণকে عَلَيْهِمُ السَّلَام একত্রিত করা হয়েছিলো, যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে তাশরীফ আনলেন তখন তাঁরা সকলে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে স্বাগতম জানালেন এবং নামাযের সময় সকলে **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইমামতির জন্য এগিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام হস্ত মুবারক ধরে সামনে

১. সীরাতে হালবিয়া, বাবু যিকরিল আসরা ওয়াল মেরাজ, ১/৫২৩। শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৭/১০৩।

www.dawateislami.net

এগিয়ে নিলেন আর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়ায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام ইমামতি করলেন।[১]

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা বুসিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

وَقَدَّمَتْكَ جَمِيْعُ الْاَنْبِيَاءِ بِهَا

وَالرُّسُلِ تَقْدِيْمَ مَخْدُوْمٍ عَلٰى خَدَمِ[২]

অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসে সকল আম্বিয়া ও রাসুলগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অগ্রগামী করেছেন, যেমনিভাবে মাখদুম আপন খাদিমগণের আগে থাকে।

سُبْحٰنَ الله! কতইনা উত্তম নামায ছিলো তা, সকল আম্বিয়া ও রাসূলগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام মুক্তাদী, **ইমামুল আম্বিয়া** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন ইমাম আর প্রথম কিবলা হলো নামাযের স্থান। নিশ্চয় জগতে এরূপ নামায কখনো হয়নি, আসমানও এরূপ দৃশ্য কখনো দেখেনি। বস্তুত আজ মেরাজ রজনীর **দুলহা, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রথম ও শেষ হওয়ার জটিলতারও নিরসন হলো এবং রহস্যও উন্মোচিত হলো, অর্থাৎ প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেলো, কেননা আজ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিনি সর্বশেষ রাসূল, পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও রাসূলগণের ইমামতি করছেন। এই রহস্যকে বর্ণনা করে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

---

১. সুনানে নাসায়ী, কিতাবুস সালাত, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪৮। আল মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী, বাবুল আইন, ৩/১৬৫, হাদীস: ৩৮৭৯। সীরাত হালবীয়া, বাবু যিকরিল আসরা ওয়াল মেরাজ, ১/৫২৫।
২. কসীদায়ে বুরদা মাআ শরহুহা আচিদাতুশ শাহাদাতি, ২৪০ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

নামাযে আকসা মে থা এহি সিররি, ইয়াঁ হুঁ মা'নি আউয়াল আখের
কেহ দস্ত বস্তা হে পিছে হাযির, জু সালতানাত আগে কর গেয়ে থে[১]

দুধ ও শরাবের পাত্র

বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী এখানে **নবী করিম, রউফুর রহিম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে দুধ ও শরাবের দুটি পাত্র আনা হলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা দেখলেন অতঃপর দুধের পাত্র গ্রহণ করলেন। এতে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বলতে লাগলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ অর্থাৎ সকল প্রশংসা **আল্লাহ পাকে**র জন্য, **যিনি আপনার** স্বভাবের প্রতি নির্দেশনা দিয়েছেন, যদি **আপনি** শরাবের পাত্র গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো।"[২]

আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام খুতবা

বায়তুল মুকাদ্দাসের সেই নুরানী ও রহমতপূর্ণ পরিবেশে কয়েকজন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام খুতবাও প্রদান করেছেন, যাতে **আল্লাহ পাকে**র প্রশংসা এবং নিজের উপর **তাঁর** অগণিত দয়া ও নেয়ামতের আলোচনা করেছেন। যেমনটি সর্বপ্রথম হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: " اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا وَّاَعْطَانِیْ مُلْكًا عَظِيْمًا وَجَعَلَنِیْ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ يُؤْتَمُّ بِیْ وَاَنْقَذَنِیْ مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا عَلَیَّ بَرْدًا وَّسَلَامًا অর্থাৎ সকল প্রশংসা **আল্লাহ পাকে**র জন্য, **যিনি** আমাকে খলিল বানিয়েছেন, আমাকে মহান বাদশাহী দান করেছেন, আমাকে ইমাম ও নিজের

১. হাদায়িখে বখশীশ, ১ম অংশ, ২৩২ পৃষ্ঠা।
২. সহীহ বুখারী, ১১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৭০৯।

www.dawateislami.net

অনুগত বান্দা বানিয়েছেন, আমার অনুসরণ করা হয়, আমাকে আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তা আমার জন্য শীতল ও নিরাপদ করে দিয়েছেন।"

অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ كَلَّمَنِیْ تَكْلِیْمًا وَّاصْطَفَانِیْ بِرِسَالَتِهٖ وَكَلِمَاتِهٖ وَقَرَّبَنِیْ اِلَیْهِ نَجِیًّا وَاَنْزَلَ عَلَیَّ التَّوْرَاةَ وَجَعَلَ هَلَاكَ آلِ فَرْعَوْنَ عَلٰی یَدِیْ وَنَجّٰی بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ عَلٰی یَدِیْ অর্থাৎ সকল প্রশংসা **আল্লাহ পাকে**র জন্য, **যিনি** আমার সাথে কথা বলেছেন, আমাকে আপন রিসালাত ও বাণী প্রচারের জন্য নির্বাচন করেছেন, আমাকে রহস্য বলার জন্য নৈকট্য দান করেছেন, আমার উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, আমার হাতে ফেরআউনকে ধংস করেছেন এবং আমার হাতে বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিয়েছেন।"

এরপর হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَوَّلَنِیْ مُلْكًا وَّاَنْزَلَ عَلَیَّ الزَّبُوْرَ وَاَلَانَ الْحَدِیْدَ وَسَخَّرَ لِیَ الطَّیْرَ وَالْجِبَالَ وَاٰتَانِیَ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ অর্থাৎ সকল প্রশংসা **আল্লাহ পাকে**র জন্য, যিনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন, আমার উপর যাবুর অবতীর্ণ করেছেন, লোহাকে আমার জন্য নরম করে দিয়েছেন, আমার জন্য পাখি ও পর্বমালাকে অনুগত করে দিয়েছেন আমাকে প্রজ্ঞা এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান দান করেছেন।"

হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ سَخَّرَ لِیَ الرِّیَاحَ وَالْجِنَّ وَالْاِنْسَ وَسَخَّرَ لِیَ الشَّیَاطِیْنَ یَعْمَلُوْنَ مَا شِئْتُ مِنْ مَّحَارِیْبَ وَتَمَاثِیْلَ وَعَلَّمَنِیْ مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَكُلَّ شَیْءٍ وَّاَسَالَ لِیْ عَیْنَ الْقِطْرِ وَاَعْطَانِیْ مُلْكًا عَظِیْمًا لَّا یَنْۢبَغِیْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِیْ

www.dawateislami.net

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ পাকে**র জন্য, **যিনি** আমার জন্য বাতাস, জিন এবং মানুষকে অনুগত করে দিয়েছেন, শয়তানকেও অনুগত করে দিয়েছেন এবং এখন তারা সেই কাজ করে, আমি তাদের নিকট যা চাই, যেমন; সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করা এবং কারুকার্য করা, আমাকে পাখিদের ভাষা এবং সবকিছু শিখিয়েছেন, আমার জন্য গলিত তামার কূপ প্রবাহিত করেছেন এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করেছেন যা আমার পরে কারো জন্য নেই।"

অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَلَّمَنِیَ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِیْلَ وَجَعَلَنِیْ اُبْرِئُ الْاَکْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْیِیَ الْمَوْتٰی بِاِذْنِهٖ وَرَفَعَنِیْ وَطَهَّرَنِیْ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَاَعَاذَنِیْ وَاُمِّیْ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ فَلَمْ یَکُنْ لِّلشَّیْطٰنِ عَلَیْهَا السَّبِیْلُ অর্থাৎ সকল প্রশংসা **আল্লাহ পাকে**র জন্য, **যিনি** আমাকে তাওরাত ও ইঞ্জিল শিখিয়েছেন, আমাকে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দানকারী এবং আপন অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবিতকারী বানিয়েছেন, আমাকে আসমানে উত্তোলন করেছেন, আমাকে কাফেরদের থেকে পবিত্র করেছেন, আমাকে এবং আমার মাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন, যার ফলে আমার মায়ের উপর তার কিছু করার ছিলো না।"

যখন তাঁরা সকলে **আল্লাহ পাকে**র প্রশংসা এবং নিজের উপর **তাঁর** দানকৃত অসংখ্য রহমতের বর্ণনা করা শেষ হলো, তখন সবার শেষে সকল **নবীদের সর্দার, আহমদে মুখতার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুতবা প্রদান করলেন, খুতবার পূর্বে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام ইরশাদ করলেন: আপনারা সবাই আপন **প্রতিপালকের** প্রশংসা ও সানা বর্ণনা করেছেন আর এবার আমি

www.dawateislami.net

প্রতিপালকের প্রশংসা ও সানা বর্ণনা করছি, অতঃপর **প্রিয় নবী, রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এভাবে খুতবা পাঠ করলেন: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَرْسَلَنِیْ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ وَكَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیْرًا وَّنَذِیْرًا وَّاَنْزَلَ عَلَیَّ الْفُرْقَانَ فِیْهِ تِبْیَانُ كُلِّ شَیْءٍ وَّجَعَلَ اُمَّتِیْ خَیْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَجَعَلَ اُمَّتِیْ اُمَّةً وَّسَطًا وَّجَعَلَ اُمَّتِیْ هُمُ الْاَوَّلُوْنَ وَهُمُ الْاٰخِرُوْنَ وَشَرَحَ صَدْرِیْ وَوَضَعَ عَنِّیْ وِزْرِیْ وَرَفَعَ لِیْ ذِكْرِیْ وَجَعَلَنِیْ فَاتِحًا وَّخَاتِمًا অর্থাৎ সকল প্রশংসা **আল্লাহ পাকের** জন্য, **যিনি** আমাকে সমগ্র জাহানের জন্য রহমত ও সকল মানুষের সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমার প্রতি সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে প্রত্যেক কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, আমার উম্মতকে মানুষের মাঝে প্রকাশ হওয়া সকল উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম উম্মত বানিয়েছেন, মধ্যম উম্মত বানিয়েছেন এবং তাদের প্রথমও বানিয়েছেন আর শেষও বানিয়েছেন, আমার জন্য আমার অন্তরকে প্রশস্ত করেছেন, আমার উপর থেকে বোঝা দূর করেছেন, আমার আলোচনা সমুন্নত করেছেন এবং আমাকে উদ্বোধক ও সমাপ্তকারী বানিয়েছেন।" এটা শুনে হযরত **ইব্রাহিম** عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: "بِهٰذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ" অর্থাৎ একারনেই **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদের উপর মর্যাদা পেয়েছেন।[১]

سُبْحٰنَ الله! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা এতই উচ্চ যে, হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা বর্ণনা করছেন এবং সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام উপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা করেছেন, তাই আমরাই বা কেন বলবো না যে,

১. দালায়িলুন নবুয়ত লিল বায়হাকী, জামাআ আবওয়াবুল মাবউস, ২/৪০০ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

সবছে আউলা ও আ'লা হামারা নবী.
সবছে বা'লা ও আ'লা হামারা নবী।
খলকছে আউলিয়া, আউলিয়া সে রুসুল,
আউ রাসুলো সে আ'লা হামারা নবী।[১]

আসমানে আরোহন

প্রথম আসমান

বায়তুল মুকাদ্দাসের কার্যাদি শেষ হওয়ার পর **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসমানের দিকে যাত্রা শুরু করলেন এবং সকল উচ্চতাকে অতিক্রম করে দ্রুত গতিতে আসমানের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন, মুহূর্তেই প্রথম আসমানে এসে গেলেন। বর্ণিত আছে, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি দরজায় তাশরীফ আনলেন, যাকে **বাবুল হাফাযা** বলা হয়, এতে ঈসমাইল নামক একজন ফিরিশতা নিযুক্ত ছিলেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام দরজা খুলতে চাইলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: কে? হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام উত্তর দিলেন: আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার সাথে কে? উত্তর দিলেন: **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। জিজ্ঞাসা করা হলো: তাকে কি ডাকা হয়েছে? উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। অতঃপর বলা হলো: "مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ অর্থাৎ সু-স্বাগতম। আগন্তুক কতই না উত্তম।" অতঃপর দরজা খুলে দিলেন। যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরজা অতিক্রম করে আসমানের উপরে তাশরিফ নিলেন তখন দেখলেন যে, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام উপবিষ্ট আছেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন:

১. হাদায়িখে বখশীশ, ১ম অংশ, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

ইনি আপনার পিতা আদম عَلَيْهِ السَّلَام, তাঁকে সালাম প্রদান করুন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালাম প্রদান করলেন, তিনি সালামের উত্তর দিলেন আর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগত জানিয়ে বলতে লাগলেন: "مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ অর্থাৎ নেককার সন্তান ও পরহেযগার নবীকে স্বাগতম।"(১)

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের রুহ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর ডানে-বামে কিছু লোক দেখলেন, যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام নিজের ডান পাশে তাকাতেন তখন হাসতেন আর যখন বাম পাশে তাকাতেন তখন কাদঁতেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: তাঁর ডানে ও বামে যে আকৃতি সমূহ রয়েছে তারা তাঁর সন্তান, ডান পাশের লোকেরা জান্নাতী আর বাম পাশের লোকেরা জাহান্নামী।(২)

দ্বিতীয় আসমান

এরপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বিতীয় আসমানের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। মুহুর্তেই দ্বিতীয় আসমানেও চলে আসলেন এবং এখানেও একই ঘটনার সম্মুখীন হলেন, হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام দরজা খুলতে চাইলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: কে? হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام উত্তর দিলেন: আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার সাথে কে? উত্তর দিলেন: **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। জিজ্ঞাসা

১. সহীহ বুখারী, বাবুল মেরাজ, ৯৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৮৭।
উমদাতুল কারী, বাবুল মেরাজ, ১১/৬০৩, ৩৮৮৭নং হাদীসের পাদটিকা।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, ১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৪৯।

www.dawateislami.net

করা হলো: তাকে কি ডাকা হয়েছে? উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। অতঃপর বলা হলো: "مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِیْءُ جَاءَ অর্থাৎ সু-স্বাগতম। আগন্তুক কতই না উত্তম।" অতঃপর দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরজা অতিক্রম করে আসমানের উপরে তাশরিফ আনলেন, তখন হযরত ইয়াহিয়া ও হযরত ঈসা عَلَيْهِمَا السَّلَام কে দেখলেন, তাঁরা উভয়ে খালাতো ভাই। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: তাঁরা হযরত ইয়াহিয়া ও হযরত ঈসা عَلَيْهِمَا السَّلَام। তাঁদেরকে সালাম দিন। **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালাম দিলেন। তাঁরা সালামের উত্তর দিলেন, অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগত জানিয়ে বললেন: "مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِیِّ الصَّالِحِ অর্থাৎ নেককার ভাই ও পরহেযগার নবীকে স্বাগতম।"[১]

তৃতীয় আসমান

অতঃপর তৃতীয় আসমানের দিকে যাত্রা শুরু হলো, যখন ওখানে পৌছলেন তখন হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام দরজা খুলতে চাইলে জিজ্ঞাসা করা হলো: কে? উত্তর দিলেন: জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার সাথে কে? উত্তর দিলেন: **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। প্রশ্ন করা হলো: তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। এরপর বলা হলো: "مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِیْءُ جَاءَ অর্থাৎ সু-স্বাগতম। আগন্তুক কতই না উত্তম।" তারপর দরজা খুলে দেওয়া হলো। দরজা অতিক্রম করে যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসমানের উপরে গমন করলেন তখন হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখলেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام

১. সহীহ বুখারী, বাবুল মেরাজ, ৯৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৮৬।

www.dawateislami.net

বললেন: ইনি হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁকে সালাম করুন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে **তাঁকে** স্বাগতম জানিয়ে বললেন: "مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ অর্থাৎ নেককার ভাই ও পরহেযগার নবীকে স্বাগতম।"(১)

চতুর্থ আসমান

অতঃপর চতুর্থ আসমানের দিকে যাত্রা শুরু হলো। সেখানে পৌঁছেও একই ঘটনা ঘটলো। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞাসা করা হলো: কে? তিনি বললেন: আমি জিব্রাঈল। পূনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার সাথে কে? উত্তরে বললেন: **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। জিজ্ঞাসা করা হলো: তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। এরপর বলা হলো: "مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ অর্থাৎ সু-স্বাগতম। আগন্তুক কতই না উত্তম।" অতঃপর দরজা খোলা হলো। তা অতিক্রম করে যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসমানের উপরে গমন করলেন তখন হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখলেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: ইনি হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام তাঁকে সালাম করুন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সালাম করলেন। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগত জানিয়ে বললেন: "مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ অর্থাৎ নেককার ভাই ও পরহেযগার নবীকে স্বাগতম।"(২)

১. সহীহ বুখারী, বাবুল মেরাজ, ৯৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৮৭।
২. সহীহ বুখারী, বাবুল মেরাজ, ৯৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৮৭।

www.dawateislami.net

পঞ্চম আসমান

অতঃপর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পঞ্চম আসমানের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। সেখানে পৌঁছেও হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِمُ السَّلَام দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞাসা করা হলো: কে? হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমি জিব্রাইল। জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার সাথে কে? হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام উত্তর দিলেন: **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। জিজ্ঞাসা করা হলো: তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? বললেন: হ্যাঁ। অতঃপর বলা হলো: "مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِیْءُ جَاءَ অর্থাৎ সু-স্বাগতম। আগন্তুক কতই না উত্তম।" দরজা খোলা হলো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরজা অতিক্রম করে আসমানের উপরে তাশরিফ নিলেন এবং হযরত হারুন عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখলেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: ইনি হযরত হারুন عَلَيْهِ السَّلَام তাঁকে সালাম প্রদান করুন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام সালামের উত্তর দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বললেন: "مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِیِّ الصَّالِحِ অর্থাৎ নেককার ভাই ও পরহেযগার নবীকে স্বাগতম।"[১]

ষষ্ঠ আসমান

পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাতের পর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ষষ্ঠ আসমানে তাশরিফ নিলেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞাসা করা হলো: কে? বললেন: আমি জিব্রাঈল। অতঃপর বলা হলো: আপনার সাথে কে?

১. সহীহ বুখারী, বাবুল মেরাজ ৯৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৮৭।

www.dawateislami.net

বললেন: **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم । এরপর বলা হলো: তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। অতঃপর বলা হলো: "مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ অর্থাৎ সু-স্বাগতম। আগন্তুক কতই না উত্তম।" এরপর দরজা খুলে দেওয়া হলো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরজা অতিক্রম করে আসমানের উপর তাশরিফ নিলেন এবং সেখানে হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখলেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: ইনি হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাঁকে সালাম প্রদান করুন। **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সালাম দিলেন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সালামের উত্তর দিয়ে স্বাগত জানিয়ে বললেন: "مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ অর্থাৎ নেককার ভাই ও পরহেযগার নবীকে স্বাগতম।" হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাতের পর **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন সামনে অগ্রসর হলেন তখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام ক্রন্দন করতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনাকে কোন বিষয়টি কাঁদিয়েছে? বললেন: আমাকে এই বিষয়টিই কাঁদিয়েছে যে, এক যুবক যিনি আমার পর প্রেরিত হয়েছেন, তার উম্মতের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী লোকদের সংখ্যা আমার উম্মতের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারীদের চেয়ে বেশি হবে।[১]

সপ্তম আসমান

অতঃপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সপ্তম আসমানে তাশরিফ নিয়ে গেলেন, সেখানেও হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام দরজা খুলতে চাইলে জিজ্ঞাসা করা হলো: কে? বললেন: আমি জিব্রাঈল। পূনরায় বলা হলো:

১. সহীহ বুখারী, বাবুল মেরাজ, ৯৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৮৭।

www.dawateislami.net

আপনার সাথে কে? বললেন: **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। পূনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো: তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? বললেন: হ্যাঁ। এরপর বলা হলো: "مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ অর্থাৎ সু-স্বাগতম। আগন্তুক কতই না উত্তম।" অতঃপর দরজা খুলে দেওয়া হলো। যখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরজা অতিক্রম করে আসমানের উপর তাশরিফ নিলেন তখন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখলেন। তিনি **বায়তুল মামুরে**✪ হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: ইনি আপনার পিতা, তাঁকে সালাম প্রদান করুন। অতঃপর **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সালাম প্রদান করলেন। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام সালামের উত্তর দিয়ে স্বাগত জানিয়ে বললেন: "مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ অর্থাৎ নেককার সন্তান ও পরহেযগার নবীকে স্বাগতম।"[১]

সিদরাতুল মুনতাহা

সপ্তম আসমানে ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাতের পর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **সিদরাতুল মুনতাহায়** তাশরিফ নিয়ে গেলেন। এটা একটি নুরানী কুল বৃক্ষ (বড়ই গাছ)। যার শিকড় ষষ্ঠ আসমানে আর ডালপালা সপ্তম আসমানের উপর, এর ফল হিজর নামক স্থানের বড় বড় মটকার ন্যায় আর পাতা হাতির কানের ন্যায়। হযরত জিব্রাঈল

✪ বায়তুল মামুর ফিরিশতাদের কিবলা যা কাবা শরীফের সোজাসুজি সপ্তম আসমানের উপরে রয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে ফিরিশতাদের নামায পড়িয়েছেন, যেভাবে বায়তুল মুকাদ্দসে নবীদের পড়িয়েছেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৪৪)

১. সহীহ বুখারী, বাবুল মেরাজ, ৯৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৮৭।
সহীহ মুসলিম, ৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬২।

www.dawateislami.net

عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: এটা **সিদরাতুল মুনতাহা**। **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে চারটি নদী দেখলেন, যা **সিদরাতুল মুনতাহা**র শিকড় থেকে প্রবাহিত হতো, এর মধ্যে দু'টি প্রকাশ্য ছিলো আর দু'টি ছিলো গোপন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল? এই নদী সমূহ কেমন? আরয করলেন: গোপন নদীসমূহ জান্নাতের✪ এবং প্রকাশ্য নদীসমূহ হলো নীল ও ফোরাত নদী।(১)

মকামে মুস্তাওয়া

যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **সিদরাতুল মুনতাহা** থেকে অগ্রসর হলেন, তখন হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام সেখানেই রয়ে গেলেন আর সামনে অগ্রসর হতে অপারগতা প্রকাশ করলেন।(২) অতঃপর **নবী করিম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সামনে অগ্রসর হলেন আর উপরের দিকে যাত্রা করে একটি স্থানে তাশরিফ নিলেন। যাকে মুস্তাওয়া বলা হয়, সেখানে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কলমের আওয়াজ শুনতে পেলেন।(৩) এটা ঐ কলম ছিলো, যা দ্বারা ফিরিশতারা দৈনিক **আল্লাহ পাকে**র বিধানাবলী লিখেন এবং লওহে মাহফুজ থেকে এক বছরের ঘটনাবলী পৃথক পৃথক পান্ডুলিপিতে উদ্ধৃত করেন, অতঃপর এই পান্ডুলিপি শাবান মাসের ১৫

✪ এই জান্নাতী নদী কাওসার এবং সালসাবিল অথবা কাউসার ও নহরে রহমত।
(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৪৪)

১. সহীহ বুখারী, বাবুল মেরাজ, ৯৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৮৭।
সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৪।
মিরাতুল মানাজিহ, মেরাজের বর্ণনা, ১ম অধ্যায়, ৮/১৪৩।
২. আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, মাকসিদুল হামিস, ২/৩৮১।
৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, ১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৪৯।

www.dawateislami.net

তারিখ রজনীতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরত ফিরিশতাদের অর্পণ করে দেয়া হয়।[১]

মহান আরশেরও উর্ধ্বে

অতঃপর মুস্তাওয়া থেকে অগ্রসর হয়ে আরশে আসলেন, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও উপরে তাশরিফ নিলেন, অতঃপর সেখানে পৌঁছলেন, যেখানে স্বয়ং "কোথায়" এবং "কখন"ও শেষ হয়ে গেলো। কেননা এই শব্দাবলী স্থান ও কালের জন্য বলা হয় আর সেখানে না স্থান ছিলো, না ছিলো কাল। এই কারণে একে লা'মকান বলা হয়।

সিরাগে আয়ন ও মাতা কাহাঁ থা, নিশানে কেয়ফ ও ইলা কাহাঁ থা
না কোয়ি রাহি না কোয়ি সাথী না সঙ্গে মনজিল না মরহলে থে[২]

এখানে **আল্লাহ পাক** আপন **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঐ বিশেষ নৈকট্য দান করেছেন, যা অন্য কেউ পায়নি বা পাবে না। হাদীস শরীফে তা বর্ণনার জন্য **কাবা কাউসাইন** শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়েছে।[৩] যা তখনই ব্যবহার করা হয়, যখন চূড়ান্ত ও সর্বশেষ নৈকট্য বুঝানো উদ্দেশ্য হয়।

দিদারে ইলাহী ও পরস্পর কথোপকথনের মর্যাদা

হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাগ্রত অবস্থায় আপন চোখে (কপালের চোখে) আপন **প্রতিপালকে**র দীদার লাভ করেছেন, যাতে কোন পর্দা ছিলো না, ছিলো না কোন প্রতিবন্ধকতা, কোন কাল ছিলো

১. মিরাতুল মানাজিহ, মেরাজের বর্ণনা, ১ম অধ্যায়, ৮/১৫৫।
২. হাদায়িখে বখশীশ, ১, অংশ, ২৩৫ পৃষ্ঠা।
৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, ১৮১১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৭৫১৭।

www.dawateislami.net

না, ছিলো না কোন স্থান, কোন ফিরিশতা ছিলো না, ছিলো না কোন মানুষ এবং কোন মাধ্যম ছাড়া কথা বলার মর্যাদাও লাভ করেছেন।✪

লা'মকানের ওহী

সেই ওহী কি ছিলো, যা **আল্লাহ পাক তাঁর** বিশেষ নৈকট্যে **তাঁর** বিশেষ বান্দাকে দিয়েছেন আর কি রহস্য সংঘটিত হয়েছে, বুখারী শরীফের হাদীসে তা এই শব্দাবলী দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে:

فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ﴿۱۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ প্রতিপালক আপন বান্দার প্রতি যা ওহী প্রেরণ করার তা করেছেন।"

অধিকাংশ বিজ্ঞদের মতে, এই ওহীর বিষয়বস্তু কারো জানা নেই। প্রিয় ও প্রিয়তমের গোপন রহস্য কারো নিকট প্রকাশ করা হয়না, যদি **আল্লাহ পাকে**র তা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হতো, তবে নিজেই বর্ণনা করে দিতেন। যখন **তিনি** তা বর্ণনা করেননি, ইরশাদ করেন: ওহী প্রদান করেছি আপন বান্দার প্রতি যা ওহী করার, তবে কার পক্ষে সম্ভব তা জানার।[১]

অতএব সংক্ষেপে এটা বলা যায় যে, দ্বীন ও দুনিয়ার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক, জাহেরী ও বাতেনী নেয়ামত সমূহ এবং জ্ঞান ও পরিচয় যা কিছুই **আল্লাহ পাক আপন প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আপন প্রজ্ঞা অনুসারে দান করতে চেয়েছেন তা সবই দান করে দিয়েছেন।

✪ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরশের উপরে তাশরীফ নেয়া ও প্রতিপালকের সরাসরি দীদার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে 'ফতোওয়ায়ে রযবীয়া' ৩০তম খন্ড, ৬৩৭ পৃষ্ঠায় "মুনাব্বিহুল মুনয়াতি বি উসুলিল হাবীবি ইলাল আরশি ওয়ার রুয়াতি" অধ্যয়ন করুন।

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, ১৮১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৫১৭।

www.dawateislami.net

অবশ্য প্রত্যেক নেয়ামত এবং প্রত্যেক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রকাশ আপন আপন সময়ে হয়েছে এবং হবে।[১]

পঞ্চাশ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায

আল্লাহ পাক আপন প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রতি দিন-রাতে ৫০ ওয়াক্ত নামাযের উপহার (ও) দান করেছেন। ফিরে আসার সময় যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট পৌঁছালেন, তখন হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? ইরশাদ করলেন: ৫০ ওয়াক্ত নামায। এতে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: " اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَايُطِيْقُوْنَ ذٰلِكَ فَاِنِّيْ قَدْ بَلَوْتُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَخَبَرْتُهُمْ অর্থাৎ পূনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান আর তা কাছ থেকে কমানোর আবেদন করুন, কেননা আপনার উম্মত তা করতে পারবে না, আমি বনী ইসরাইলকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং তাদের অভিজ্ঞতা করে নিয়েছি।" সুতরাং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুনরায় **প্রতিপালকের** দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: "يَارَبِّ خَفِّفْ عَلٰى اُمَّتِيْ অর্থাৎ হে **আমার প্রতিপালক**! আমার উম্মতের জন্য সহজ করো।" **আল্লাহ পাক** পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূনরায় হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট তাশরিফ নিলেন এবং ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিয়েছেন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام পূনরায় তা আরয

১. মাকালাতে কাজেমী, ১/১৯৫।

www.dawateislami.net

করলেন: আপনার উম্মত তা আদায় করতে পারবে না, পূনরায় আপনার **প্রতিপালকে**র নিকট যান এবং তা থেকে কমানোর আবেদন করুন। এভাবেই চলতে থাকলো, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **প্রতিপালকে**র দরবারে উপস্থিত হতেন আর **তিনি** পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিতেন, অতঃপর মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট তাশরিফ আনতেন আর তিনি কমানোর কথা বলে পূনরায় **প্রতিপালকে**র নিকট পাঠিয়ে দিতেন। এক পর্যায়ে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: **হে মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! দিন ও রাতে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আর প্রতিটি নামাযের সাওয়াব দশগুণ, এভাবে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায হবে। যে ব্যক্তি নেকীর ইচ্ছা করে আর তা আদায় করে না, তবে তার জন্য একটি নেকী লিখা হবে আর যদি আদায় করে নেয় তবে দশটি নেকী লিখা হবে এবং যারা মন্দ কাজের ইচ্ছা করে আর তা থেকে বিরত থাকে তবে তার আমলনামায় কোন গুনাহ লিখা হবে না আর যদি মন্দ কাজ করে নেয় তবে একটি মন্দ লিখা হবে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট তাশরিফ নিয়ে আসলেন আর তাঁকে এই বিষয়ে অবহিত করলেন, তখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আবারো একই আরয করলেন যে, পূনরায় আপন **প্রতিপালকে**র নিকট যান এবং তা থেকে কমানোর আবেদন করুন। এতে **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি আপন **প্রতিপালকে**র নিকট এতবার গিয়েছি যে, এখন আমার লজ্জা হচ্ছে।[১]

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৪।

www.dawateislami.net

জান্নাতের পরিভ্রমণ

অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **সিদরাতুন মুনতাহায়** তাশরিফ আনলেন, এখন এতে বিভিন্ন রং ছেয়ে গেছে। বর্ণনায় রয়েছে যে, ফিরিশতারা **আল্লাহ পাকের** নিকট **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে **আল্লাহ পাক** তাঁদের অনুমতি প্রদান করলেন। অতএব সেই ফিরিশতারা **সিদরাতুল মুনতাহায়** ছেয়ে গেলো, যেনো তারা **নবীয়ে রহমত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। সেখান থেকে **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হলো। তাতে মুক্তার প্রাসাদ ছিলো এবং এর মাটি মুশকের ছিলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে চার ধরনের নদী দেখলেন: একটি পানির, যা পরিবর্তন হয়না, দ্বিতীয়টি দুধের, যার স্বাদ পরিবর্তন হয়না, তৃতীয়টি শরাব (জান্নাতী শরবত) যাতে পানকারীর জন্য শুধুমাত্র স্বাদ রয়েছে (নেশা একেবারেই নেই) এবং চতুর্থটি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন মধুর।

এর ডালিম (আনার) আকৃতিতে বালতির মতো ও পাখি সমূহ উটের মতো ছিলো, এতে **আল্লাহ পাক তাঁর** নেক বান্দাদের জন্য এমন এমন নেয়ামতরাজি প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে এর ধারণাই আসেনি।[১]

কাউসারে আগমন

জান্নাতে পরিভ্রমণের সময় **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি ঝর্ণার পাশে গমন করলেন, যার পাদদেশে ভেতরে খালি মুক্তার

১. দালায়িলুন নবুয়া লিল বায়হাকি, জিমাআ আবওয়াবুল মাবউস, ২/৩৯৪।

www.dawateislami.net

তাবু ছিলো এবং এর মাটি খাঁটি মুশকের ছিলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এটা কি? আরয করলেন: এটা কাউসার, যা আপনার **প্রতিপালক** আপনাকে দান করেছেন।(১)

জাহান্নাম পরিদর্শন

জান্নাত পরিভ্রমণের পর **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জাহান্নাম পরিদর্শন করানো হলো, তা এভাবে যে, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতেই বিদ্যমান ছিলেন এবং জাহান্নামের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়েছে, ফলে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা প্রত্যক্ষ করে নিলেন। অতঃপর **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে তা বন্ধ করে দেওয়া হলো অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **সিদরাতুল মুনতাহা**র তাশরিফ নিয়ে আসলেন।(২)

প্রত্যাবর্তনের যাত্রা

এরপর প্রত্যাবর্তনের যাত্রা শুরু হলো, ফিরে আসতেই যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ার আসমানে তাশরিফ নিয়ে আসলেন এবং এর নিচের দিকে তাকালেন তখন সেখানে ধূলো-বালি, হৈ চৈ এবং ধোঁয়া ছিলো। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এগুলো কি? আরয করলেন: এরা শয়তান, যারা আদম সন্তানের চোখে প্রলোভন দেখায়

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবু ফিল হাউস, ১৬১২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫৮১।
২. দালায়িলুল নবুয়া লিল বায়হাকি, ২/৩৯৫। হাশিয়াতুদ দরদির আলা কিচ্চাতিল মেরাজ, ২২ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

যেন তারা জমিন আসমানের রাজত্বে চিন্তা-ভাবনা করতে না পারে, যদি এই ধূলো-বালি ইত্যাদি না হতো, তবে লোকেরা সৃষ্টির আশ্চর্য রহস্যাবলী দেখতো।[১]

মক্কায়ে মুকাররমার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا পথে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরাইশের তিনটি ব্যবসায়ী কাফেলা ও দেখেছেন।✪

মেরাজের ঘটনার ঘোষণা

আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ কুদরত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা **আল্লাহ পাকে**র কুদরত যে, **তিনি** রাতের স্বল্প সময়ে **আপন প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সপ্ত আসমান তাছাড়া আরশ-কুরসীরও উপর লা'মকানের পরিভ্রমণ করিয়েছেন। কিছু অপদার্থ যারা প্রতিটি বিষয়কে বিবেকের পাল্লায় ওজন করে তারা এমন ব্যাপারেও নিজের অসম্পূর্ণ বিবেককে প্রবেশ করায়, যখন কিছুই হয়না, তখন মনগড়া এবং ভুল ব্যাখ্যা ও কলা কৌশলে সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা **আল্লাহ পাকে**র কুদরতকেই অস্বীকার করতে থাকে। (مَعَاذَ الله)

মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাক** সর্ব শক্তিমান, **তিনি** সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। এই জমিন ও আসমান, এই পাহাড় ও সাগর, এই চন্দ্র ও সূর্য, এই দূরত্ব এবং এই সফরের মঞ্জিল সব কিছুই **তাঁর** সৃষ্টি। **তিনি** যার জন্য ইচ্ছা দূরত্বকে কমিয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা দূরত্ব বাড়িয়ে দেন। বিবেক তা আয়ত্ব করতে অক্ষম, তাছাড়া **তিনি** আপন

১. মুসনাদে আহমদ, ৪/৩৭৮, হাদীসঃ ৮৮৭২।
✪ এই কাফেলা সমূহের বর্ণনা সামনে আসছে।

www.dawateislami.net

পরিপূর্ণ কুদরতে আপন নবী-রাসূলগণকে عَلَيۡهِمُ السَّلَام এমন অনেক কিছু দান করেছেন, যা বাস্তবে কঠিন ও অসম্ভব, এরূপ বিষয়কে মুজিযা বলা হয়, যেমন; হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর লাঠি মুবারক সাপ হয়ে যাওয়া, হযরত ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর মৃতকে জীবিত করা এবং জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়া ইত্যাদি। আর সর্বশ্রেষ্ট নবী ও রাসূল **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সবচেয়ে বেশি মুজিযা দান করেছেন। অতএব আমাদের **তাঁর** কুদরতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উচিৎ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হেদায়তের আকাশের উজ্জল নক্ষত্র সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আমল আমাদের জন্য উত্তম পথ নির্দেশনা, এই উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তিত্বরা প্রায় জীবনের প্রতিটি স্তরে উদাহরনিয় ভুমিকা আদায় করেছেন এবং তাঁদের পরবর্তীদের জন্য একটি উত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন যে, যতই আশ্চর্যজনক বিষয় হোক এবং যতই আশ্চর্যজনক ঘটনা হোক না কেন **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর প্রতি সত্য অন্তরে ঈমান আনা উচিৎ। আসুন! এবার মেরাজের ঘটনা সত্যায়নে সর্বোত্তম সাহাবা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর মুবারক আমল লক্ষ্য করি, কিন্তু এর পূর্বে সেই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যখন মক্কায়ে মুকাররমার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا সদা বসন্তময় পরিবেশে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজ শরীফের ঘোষনা করেছেন কিন্তু কুফর ও শিরকের অপবিত্রতায় কলুষিত কাফের ও মুশরিকরা নিজেদের নিয়ম অনুযায়ী মেরাজের দিন সকালে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবার থেকে আলাদা অবস্থায় কোন এক জায়গায় অবস্থান করলেন এবং খুবই

www.dawateislami.net

চিন্তিত ছিলেন যে, লোকেরা মেরাজের ঘটনা শুনে বিশ্বাস করবে না। এমতাবস্থায় আবু জাহেল সেখান দিয়ে গমন করলো, যখন সে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সবার থেকে আলাদা এবং চিন্তিত অবস্থায় বসে থাকতে দেখলো তখন পাশে গিয়ে বসে গেলো এবং (مَعَاذَ الله) ঠাট্টা করে বলতে লাগলো: নতুন কিছু হয়েছি কি? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলো: তা কী? **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমাকে রাতে পরিভ্রমণ করানো হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলো: কোথায়? ইরশাদ করলেন: বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত।

একথা শুনে দুশমনে রাসূল লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত থেকে বিরত রাখতে এবং কিছু দূর্বল ঈমানের মুসলমানদেরকে দ্বীন ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার নতুন পন্থা খুঁজে নিলো, কিন্তু সাথে সাথেই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রত্যাখ্যান করলো না এবং মানুষকে এ বিষয়ে বলেনি যে, (مَعَاذَ الله) হয়তো মানুষের সামনে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই কথা অস্বীকার করবেন। বর্ণিত আছে, সে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলো: আমি যদি মানুষকে আপনার নিকট ডেকে আনি, তবে আপনি কি তাদেরকেও তা বর্ণনা করবেন, যা আমাকে বলেছেন? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ। অতঃপর আবু জাহেল মানুষদেরকে ডেকে যখন জড়ো করলো এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকেও একই বিষয় বর্ণনা করলেন, তখন (مَعَاذَ الله) তা মিথ্যা মনে করে কেউ হাত তালি দিলো আর কেউ অবাক হয়ে আপন হাত মাথায় রাখলো।[১]

১. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, কিতাবুল ফাযায়িল, ৭/৪২২, হাদীস: ৬২।

www.dawateislami.net

মুতঈম বললো: আপনার আজকের এই কথা ব্যতীত পূর্বের সকল কথা সুস্পষ্ট ছিলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (مَعَاذَ الله) আপনি মিথ্যুক, কেননা আমরা বায়তুল মুকাদ্দাস আসতে যেতে এক মাস সফর করি আর আপনার ধারণা যে, আপনি রাতারাতি সেখান থেকে চলেও এসেছেন, লাত ও ওজ্জার শপথ! আমি আপনাকে সত্যায়ন করবো না।[১]

বায়তুল মুকাদ্দাস সামনে উপস্থাপিত হওয়া

লোকদের মধ্যে কিছু এমনও ছিলো, যারা বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেছিলো, তারা **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বায়তুল মুকাদ্দাসের নিদর্শন সমূহ জানতে চাইলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করতে লাগলেন, এক পর্যায়ে কিছু ব্যাপারে সন্দেহ হলে বায়তুল মুকাদ্দাসকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে এনে দারে আকীলের নিকট রেখে দেয়া হলো এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা দেখে দেখে সকল নিদর্শনাবলী বর্ণনা করলেন। এতে লোকেরা চিৎকার করে উঠলো: নিদর্শনের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, **আল্লাহ পাকের** শপথ! তা একেবারেই সঠিক।[২]

কাফেলার সংবাদ

কেউ কেউ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট নিজেদের কাফেলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো, যারা অন্য দেশ থেকে ব্যবসা করে ফিরে আসছিলো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে কাফেলা

১. দুররে মনসুর, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১, ৯/১৯১।
২. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, কিতাবুল ফাযায়িল, ৭/৪২২, হাদীস: ৬১।

www.dawateislami.net

সম্পর্কে জানালেন এবং তাদের আগমনের সময় ও স্থান সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। সবকিছু **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ অনুযায়ীই সংঘটিত হলো, এতদসত্ত্বেও তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়ত ও রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে **তাঁকে** যাদুকরের অপবাদ দিতে লাগলো। (مَعَاذَ الله)[১]

সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সত্যায়ন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকদের মেরাজের সংবাদ দিলেন, তখন বস্তুবাদী কাফের ও মুশরিকদের একথা বুঝে আসলো না যে, কোন ব্যক্তি রাতের সংক্ষিপ্ত সময়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের ভ্রমণ কিভাবে করতে পারে, যার ফলে তারা **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রত্যাখ্যান করার একটি নতুন পথ খুঁজে পেলো এবং তারা বেয়াদবি শুরু করে দিলো, যার ফলে কিছু দূর্বল ঈমানদার লোকের পদস্খলনও হলো এবং তাদের ফাঁদে ফেঁসে গিয়ে নিজের ঈমানের প্রদীপ নিভিয়ে বসেছে। যেমনটি বর্ণিত আছে যে, মেরাজের দিন সকালে যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই ঘটনা লোকদের নিকট বর্ণনা করলেন, তখন **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্যায়নকারী কিছু লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো।[২]

অপরদিকে পরিপূর্ণ ঈমানদারদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেলো, **আল্লাহ পাকে**র কুদরতের উপর তাঁদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো এবং

১. খাসায়িসুল কুবরা, বাবু খুচুচিয়াতি বিল আসরা, ১/২৮০ ও ২৯৪।
২. মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন লিল হাকেম, কিতাবু মারিফতিস সাহাবা, ৪/৫, হাদীস: ৪৪৬৩।

www.dawateislami.net

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যবাদীতার বিশ্বাস আরো শক্তিশালী হলো।[১] যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজের ঘোষনার পর কিছু লোক দৌঁড়ে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট পৌঁছলো আর বলতে লাগলো: আপনি কি এই বিষয়টি সত্যায়ন করেন, যা আপনার বন্ধু বলেছেন যে, **তিনি** রাতেই মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা ভ্রমণ করেছেন? সম্ভবত তাদের ধারণা ছিলো যে, এই বিবেক বহির্ভূত কথা শুনে হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ ছেড়ে দিবে (مَعَاذَ الله) কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান, সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সিদ্দিকিয়তের (সত্যবাদীতার) প্রতি যে, যখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই অতি আশ্চর্যজনক সংবাদ শুনলেন, যাতে বিবেকের মানদন্ড কোন ভাবেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, তখন কোনরূপ প্রত্যাখ্যান ও চিন্তা ভাবনা ব্যতীত সাথে সাথেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্যায়ন করলেন। বর্ণিত আছে; লোকদের থেকে এ কথা শুনে হযরত আবু বকর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জিজ্ঞাসা করলেন: اَوَ قَالَ ذٰالِكَ؟ আসলেই কি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরূপ বলেছেন? বললো: জি হ্যাঁ। বললেন: لَئِنْ كَانَ قَالَ ذٰالِكَ لَقَدْ صَدَقَ অর্থাৎ যদি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরূপ ইরশাদ করেন, তবে নিঃসন্দেহে সত্য বলেছেন। লোকেরা বললো: আপনি কি একথা সত্যায়ন করছেন যে, তিনি রাতে বায়তুল মুকাদ্দাসে গেছেন এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই ফিরে এসেছেন? বললেন: " نَعَمْ! اِنِّیْ لَاُصَدِّقُهٗ فِيْمَا هُوَ اَبْعَدُ مِنْ ذٰلِكَ اُصَدِّقُهٗ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِیْ غُدْوَةٍ اَوْ رَوْحَةٍ অর্থাৎ জি হ্যাঁ! আমিতো

১. সিরাতুন নববীয়া ওয়াল আসারিল মুহাম্মদীয়া, বাবু যিকিরিল আসরার ওয়াল মেরাজ, ১/২৮১।

www.dawateislami.net

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আসমানী সংবাদ সমূহ সকাল-সন্ধ্যা সত্যায়ন করছি এবং নিশ্চয় তা তো এর চেয়েও আরো অধিক আশ্চর্য্যজনক সংবাদ।"[১]

সেদিন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ اللهَ قَدْ سَمَّاكَ الصِّدِّيْقَ অর্থাৎ হে আবু বকর! **আল্লাহ পাক** তোমার নাম সিদ্দিক দিয়েছেন।" বর্ণনায় রয়েছে: এরপর থেকে হযরত আবু বকর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'সিদ্দিক' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।[২]

মেরাজের ঘটনা থেকে গৃহীত কিছু অমূল্য মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক আপন হাবীব আহমদে মুজতবা, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এতো অসংখ্য মুজিযা দান করেছেন যা, গণনা করা সম্ভব নয়, যেসব মুজিযা অন্যান্য নবীগণকে عَلَيْهِمُ السَّلَام পৃথক পৃথক ভাবে দান করা হয়েছে, তা সবই বরং এর চেয়েও অধিক **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান সত্তায় একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান তো এমন যে,

দিয়ে মুজিযে আম্বিয়া কো খোদানে
হামারা নবী মুজিযা বনকে আয়া

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই হাজারো মুজিযা থেকে একটি প্রসিদ্ধ মুজিযা ও সৃষ্টির সবচেয়ে দূর্লভ ঘটনা হলো মেরাজ শরীফ। এই

১. মুস্তাদরিক লিল হাকেম, কিতাবু মারিফাতিস সাহাবাতি, ৪/২৫, হাদীস: ৪৫১৫।
২. খাসায়িসুল কুবরা, বাবু খুচুচিয়াতুহু বিল আসরা, ১/২৯৪।
মুস্তাদরিক লিল হাকেম, কিতাবু মারিফাতিস সাহাবাতি, ৪/২৫, হাদীস: ৪৫১৫।

www.dawateislami.net

একটি মুজিযার মাঝে অনেক গুলো মুজিযার সংমিশ্রণ ঘটেছে, যেমন; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বক্ষ মুবারক খুলে পবিত্র হৃদপিণ্ডকে বের করে আনা, কিন্তু এতদসত্ত্বেও **তাঁর** কোনরূপ ক্ষতি না হওয়া বরং সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় সবকিছু পর্যবেক্ষণ করা, অনুরূপভাবে আলোর চেয়েও বেশি দ্রুত বাহন বোরাকে আরোহন করা ইত্যাদি এই মেরাজের সফরে সংঘটিত ঘটনাবলী এবং স্বয়ং নিজেই মুজিযার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। বস্তুত মেরাজের সফর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেই মহান মুজিযা, যা ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না আর এর দ্বারা **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শান ও মহত্ব এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে **তাঁর** প্রতি ভালবাসা সূর্যের চেয়েও অধিক উজ্জল ও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আসুন! এখন **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজের সফর থেকে অর্জিত কিছু সুগন্ধিময় মাদানী ফুল লক্ষ্য করি:

❁...মক্কায়ে মুকাররমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে গমন কালে পথিমধ্যে হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তিনটি স্থানে নামায পড়ার জন্য বলেছেন আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায আদায় করেছেন: (১)... মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا পবিত্র ভূমিতে, যেদিকে মুসলমানরা হিজরত করবে। (২)...তুর পর্বতে, যেখানে **আল্লাহ পাক** হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে কথা বলেছেন। (৩)...বায়তে লাহম, যেখানে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام শুভাগমন করেছেন।

www.dawateislami.net

এ থেকে বুঝা গেলো, এসব স্থান খুবই মর্যাদাপূর্ণ আর কেনই বা হবে না, তা **আল্লাহ পাকের** সম্মানিত নবীগণের عَلَيۡهِمُ السَّلَام সাথে সম্পর্কীত। প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: যে বস্তু নেককারদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়, সেই বস্তু মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে যায়।[১] তাছাড়া এথেকে বুযুর্গানে দ্বীনের তাবারুকাত থেকে বরকত অর্জন করার প্রমাণও পাওয়া যায়। যেমনটি **হাশিয়ায়ে সিন্দিতে** রয়েছে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মুবারক আমল নেককারদের নিদর্শনকে অন্বেষণ করা, তা থেকে বরকত অর্জন করা এবং তাঁদের নৈকট্যে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করার বিষয়ে অনেক বড় দলীল।[২]

❁...তাছাড়া এই মুবারক সফরে **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام কে তাঁর কবর মুবারকে নামায পড়তে দেখেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام আপন আপন মুবারক কবরে জীবিত। **আল্লাহ পাকের** অঙ্গিকার (كُلُّ نَفۡسٍ ذَآئِقَةُ الۡمَوۡتِ ؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।)[৩] এর সত্যয়নে শুধুমাত্র ক্ষণিকের জন্য তাঁদের ওফাত শরীফ হয়ে থাকে, অতঃপর পূর্বের ন্যায় জীবন দান করা হয়। সায়্যিদি আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন:

---

১. নুরুল ইরফান, পারা ২, সূরা বাকারা, ১৫৮নং আয়াতের পাদটিকা, ৭৩৩ পৃষ্ঠা।
২. হাশিয়াতুস সিন্দী আলান নাসায়ী, কিতাবুস সালাত, ১/২৪১, ৪৪৯নং হাদীসের পাদটিকা।
৩. পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫।

www.dawateislami.net

আম্বিয়া কো ভী আজল আ'নি হে
মগর এ্যায়সী কেহ ফকত আ'নি হে
ফির উস আ'ন কে বাদ উনকী হায়াত
মিসলে সাবিক ওহী জিসমানী হে[১]

জমিন তাঁদের শরীর মুবারককে ভক্ষন করে না, তাদের জীবন শহীদের জীবন থেকেও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। একারণেই যে, তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন হয়না এবং প্রকাশ্য দুনিয়া থেকে পর্দা করার পর তাঁদের বিবিগণকে বিবাহ করা নিষেধ।[২]

❁...এথেকে এটাও জানা গেলো, এই সম্মানিত ব্যক্তিত্বগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** অনুমতি ও দানক্রমে যেখানে ইচ্ছা আসা যাওয়া করেন আর **আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে এমন ব্যাপক ক্ষমতা ও সামর্থ্য দান করেছেন যে, যা জগতে কেউ অর্জন করেনি।

❁...যখন অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ السَّلَام এই শান যে, বায়তুল মুকাদ্দাসে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইক্তিদায় নামায আদায় করেছেন অতঃপর মুহূর্তেই আসমানের উপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হয়ে যান। তবে স্বয়ং **নবীদের সর্দার, আল্লাহর প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্ব ও শান, শক্তি ও ক্ষমতার অবস্থা কেমন হবে? এ থেকে বুঝা যায়, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে বোরাককে উপস্থিত করা আর **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর আরোহন করে বায়তুল মুকাদ্দাস ও নভোমন্ডলের পরিভ্রমণে তাশরীফ নিয়ে

১. হাদায়িকে বখশীশ, ২য় অংশ, ৩৭২ পৃষ্ঠা।
২. বাহারে শরীয়ত, ১ম অধ্যায়, নবুয়ত সম্পর্কে আক্বীদা, ১/৫৮।

www.dawateislami.net

যাওয়া শুধুমাত্র **তাঁর** সম্মান ও মর্যাদা এবং শান প্রকাশের জন্যই ছিলো। এর দ্বারা কখনোই এরূপ বুঝায় না যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই ভ্রমণের জন্য বোরাকের মুখাপেক্ষী ছিলেন। এটা হতেই পারে না যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কোন ব্যাপারে কোন সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** সর্বোত্তম প্রতিনিধি, যে যা পেয়েছে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলাতেই পেয়েছে।

লা ওয়া রাব্বিল আরশ জিসকো জু মিলা উনছে মিলা
বাটতিহে কাউনাইন মে নেয়মতে রাসূলুল্লাহ কি
ওহ জাহান্নাম মে গেয়া জু উনসে মুস্তাগনা হুয়া
হে খলীলুল্লাহ কো হাজত রাসুলুল্লাহ কি[১]

সকলেরই **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রয়োজন আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাক** ছাড়া কারো মুখাপেক্ষী নন। **বুখারী শরীফের** হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَّاللهُ يُعْطِيْ অর্থাৎ আমি বন্টনকারী আর **আল্লাহ পাক** দান করেন।"[২]

হাকিমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বোরাকে আরোহন করা মর্যাদা প্রকাশের জন্য ছিলো, যেমনটি দুলহা (বর) ঘোড়ার উপর থাকে আর বয়যাত্রী পায়ে হেটে যায় এবং ঘোড়া ধীর গতিতে চলে। বোরাকের এই গতিও ছিলো ধীরে অন্যথায় সেদিন স্বয়ং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আপন গতি বোরাকের

১. হাদায়িখে বখশীশ, ১ম অংশ, ১৫২ পৃষ্ঠা।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, ৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭১।

www.dawateislami.net

চেয়েও বেশি দ্রুত হতো। দেখুন! আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام বায়তুল মুকাদ্দাসে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে নামায পড়েছিলেন এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বিদায় জানিয়েছেন কিন্তু আসমানে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বে পৌঁছে যান। আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অভ্যর্থনা জানান, কেননা আজ তাঁদের عَلَيۡهِمُ السَّلَام কর্মদক্ষতা প্রদর্শনের দিন ছিলো, **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুলহা (বর) সাজার দিন ছিলো। এটাই হলো নবীদের গতি।[১]

❁...মেরাজের ঘটনা থেকে এ বিষয়টিও জানা যায়, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকে**র দরবারে এমন মর্যাদা অর্জিত যে, বারবার উপস্থিত হতে পারবেন, আর হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর নামায কমানোর ব্যাপারে আবেদন শুনে সেখান থেকেই দোয়া করে দেননি বরং বারবার হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এবং **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আসা যাওয়ায় মশগুল ছিলেন।[২]

❁...এর দ্বারা নামাযের মহত্বও বুঝা গেলো যে, তা **আল্লাহ পাক আপন প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সপ্ত আসামানে বরং আরশ ও কুরসিরও উপরে লা'মকানে ডেকে দান করেছেন।

❀-❀-❀-❀-❀

১. মিরাতুল মানাজিহ, মেরাজের বর্ণনা, ১ম অধ্যায়, ৮/১৩৭।
২. মিরাতুল মানাজিহ, মেরাজের বর্ণনা, ১ম অধ্যায়, ৮/১৪৫

www.dawateislami.net

উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রাসূলগণ

নবীদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, কোন নবী অন্য কোন নবীর উপর মর্যাদাবান আর সর্বোত্তম হলেন, আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান হলেন হযরত ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام, অতঃপর হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام, এরপর হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এবং হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام, তাঁদেরকে **মুরসালিনে উলুল আযম** (উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল) বলা হয়। (বাহারে শরীয়াত, নবুয়ত সম্পর্কে আক্বীদা, ১ম অংশ, ১/৫২)

কোরআনে মেরাজের বর্ণনা

আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে তিনটি স্থানে মেরাজের ঘটনা উল্লেখ করেছেন।[১]

প্রথম স্থান

সূরা বনী ইসরাঈলে ইরশাদ হচ্ছে:

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝۱

(পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পবিত্রতা তারই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতা-রাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার আশে পাশে আমি বরকত রেখেছি, যাতে আমি তাকে আপন মহান নিদর্শন সমূহ দেখাই, নিশ্চয় তিনি শুনেন, দেখেন।

১. মাকালাতে কাজেমী, ১/১৭৪।

www.dawateislami.net

মাদানী ফুল

মুফাসসীরিনে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: যখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজ রজনীতে উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চ স্তরে সমাসীন হন তখন **আল্লাহ পাক** সম্বোধন করেন: **হে মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! এই ফযীলত ও সম্মান আমি আপনাকে কেন দান করেছি? **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আরয করলেন? এই জন্য যে, তুমি আমাকে ইবাদত সহকারে নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছো, অতঃপর এই আয়াতে করিমা অবতীর্ণ হয়।[১] এই আয়াতে মুবারাকায় **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পৃথিবীতে ভ্রমণ সম্পর্কে (মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত) উল্লেখ রয়েছে। এতে কিছু মাদানী ফুল অর্জিত হয়:

❁... আয়াতকে سُبْحٰنَ শব্দ দ্বারা শুরু করার রহস্য

আল্লাহ পাক এই আয়াতের শুরুতে سُبْحٰنَ الَّذِیْ বলে নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করেন। এই শব্দটি আশ্চর্যজনক ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, ওলামারা বলেন: যেহেতু মেরাজের ঘটনাটি খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা এবং মানুষের বিবেকের উর্ধ্বে। তাই ইরশাদ করেছেন যে, سُبْحٰنَ الَّذِیْ অর্থাৎ এই ঘটনা **তাঁরই** ইচ্ছায় হয়েছে, **যিনি** অক্ষমতা থেকে পবিত্র এবং প্রত্যেক কিছুতেই সক্ষম। **নবী করীম** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পবিত্র শরীর উপরের দিকে যাওয়া, উষ্ণমন্ডল ও হিমমন্ডল দিয়ে নিরাপদে গমন করা, আসমানে প্রবেশ করা, জান্নাত ও জাহান্নাম

১. খাযাইনুল ইরফান, পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাইল, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ৫২৫ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

পরিভ্রমণ করা, অতঃপর অতি দ্রুত ফিরে আসা যদিও খুবই কঠিন মনে হয় কিন্তু সর্বশক্তিমান **আল্লাহ**র নিকট কোন কঠিন কিছু নয়।[১]

গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থাপত্র

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**রই এই মহান নামের ওযীফা পাঠ করে অর্থাৎ يَا سُبْحٰنُ . يَا سُبْحٰنُ পাঠ করে **আল্লাহ পাক** তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে দিবেন। **আল্লাহ পাকের** প্রত্যেক গুণবাচক নাম মুবারকের প্রভাব আমলকারীর উপর পড়বে, যে يَا غَنِيّ এর ওযীফা পাঠ করবে, সে ধনী ও সম্পদশালী হয়ে যাবে।[২]

❁... আল্লাহ পাকের কুদরতের বর্ণনা

سُبْحٰنَ الَّذِىْ বলে নিজ পবিত্রতা বর্ণনা করার পর اَسْرٰى শব্দ ইরশাদ করেছেন, যার অর্থ হলো: নিয়ে গিয়েছেন। চিন্তা করুন! **আল্লাহ পাক হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গমনকারী বলেননি বরং আপন পবিত্র সত্তাকে নিয়ে যাওয়া এমন সত্তা হিসাবে ব্যক্ত করেছেন। ওলামায়ে কিরাম বলেন: **আল্লাহ পাক** سُبْحٰنَ الَّذِىْ ও اَسْرٰى শব্দ বলে স্বশরীরে মেরাজ হওয়ার ব্যাপারে সকল আপত্তিকারীদের প্রতিত্তোর দিয়েছেন। এমনি বলা হয়েছে যে, হে অস্বীকারকারী! সাবধান! মেরাজের ঘটনায় আমার **হাবীব** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর আপত্তি করার তোমাদের কোন অধিকার নেই। তাই **তিনি** মেরাজ যাওয়া এবং মসজিদে আকসা বা আসমানের উপর নিজে যাওয়ার দাবী করেননি।

---

১. শানে হাবীবুর রহমান, ১১২ পৃষ্ঠা।
২. নুরুল ইরফান, ১৫তম পারা, সূরা বনী ইসরাইল, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ৩৩৯ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

এঅবস্থায় তোমাদের **তাঁর** প্রতি আপত্তি করার কি অধিকার রয়েছে? এই দাবি তো আমার যে, আমি আমার **হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিয়ে গিয়েছি। এখন যদি আমার নিয়ে যাওয়ার মধ্যে আপত্তি হয় যে, **আল্লাহ পাক** কিভাবে নিয়ে গেলেন? এই নিয়ে যাওয়ার এবং এই অল্প সময়ে আসমান সমূহ ভ্রমণ করিয়ে পূনরায় নিয়ে আসাতো সম্ভব নয়, তবে মনে রাখো যে, আমি سُبْحٰنَ (সকল অক্ষমতা থেকে পবিত্র)। যে বিষয় সৃষ্টির জন্য স্বভাবত অসম্ভব, যদি আমার জন্যও অনুরুপভাবে অসম্ভব হয় তবে আমি অক্ষম এবং দূর্বল হবো, অক্ষম ও দূর্বলতা হলো দোষ আর আমি সর্বপ্রকার দোষ থেকে পবিত্র।[১]

❁... স্বশরীরে মেরাজের প্রমাণ

এই আয়াত দ্বারা এটা বুঝা গেলো, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মেরাজ শুধুমাত্র রুহানী ছিলো না বরং শরীর ও আত্মা উভয়ের সমন্বয়ে ছিলো। যেমনটি আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মেরাজ শরীফ নিঃসেন্দেহে ও নিশ্চয় স্বশরীরে হয়েছে, শুধুমাত্র রুহানীভাবে হয়নি, যা **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে **তাঁর** গোলামদেরও হয়ে থাকে, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ

(পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পবিত্রতা তারই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতা-রাতি নিয়ে গেছেন।

এটা বলেননি যে, নিয়ে গিয়েছেন আপন বান্দার রুহকে।[২]

১. মাকালাতে কাযেমী, ১/১২৪।
২. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৭৪।

www.dawateislami.net

বিশেষ দ্রষ্টব্য

মনে রাখবেন, মেরাজ শরীফ জাগ্রত অবস্থায় শরীর ও আত্মা উভয়ের সমন্বয়ে সংগঠিত হয়েছে, এটাই সমস্ত আহলে ইসলামের আকিদা এবং সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশ ও **নবী করীম, রউফুর রহিম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদাময় সাহাবিদের এটাই আকিদা ও বিশ্বাস।[১]

দ্বিতীয় স্থান

সূরা বনী ইসরাঈলেই অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِیْۤ اَرَیْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

(পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছিলাম তা শুধু মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি।

মেরাজ শরীফের দিন সকালে যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকজনকে এসম্পর্কে বললেন, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনয়নকারী কিছু লোক মুরতাদ হয়ে গেলো, আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে পরীক্ষায় অর্পিত করা সম্পর্কে বলা হয়েছে।[২] এই আয়াত থেকে এটাও বুঝা যায় যে, মেরাজ শরীফ শুধুমাত্র রুহানী ভাবে হয়নি বরং শরীর ও রূহ উভয়ের সমন্বয়ে হয়েছে, কেননা যদি স্বপ্নযোগে শুধুমাত্র রুহানীভাবে মেরাজ সংগঠিত হতো, তবে কারো আপত্তি ছিলো না।

১. খাযায়িনুল ইরফান, পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাইল, ১নং আয়াতের পাদটিকা, ৫২৫ পৃষ্ঠা।
২. তাফসীরে কুরতুবী, সূরা বনী ইসরাঈল, ৬০নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/১৭৫।

www.dawateislami.net

তৃতীয় স্থান

সূরা নাজমে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ﴿۱﴾
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ﴿۲﴾
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ؕ﴿۳﴾
اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ۙ﴿۴﴾
عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۙ﴿۵﴾
ذُوْ مِرَّةٍ ؕ فَاسْتَوٰى ۙ﴿۶﴾
وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ؕ﴿۷﴾
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ﴿۸﴾
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ﴿۹﴾
فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ؕ﴿۱۰﴾
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ؕ﴿۱۱﴾
اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ﴿۱۲﴾
وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۙ﴿۱۳﴾
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۚ﴿۱۴﴾
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ؕ﴿۱۵﴾
اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۙ﴿۱۶﴾
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿۱۷﴾
لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿۱۸﴾

(পারা: ২৭, সূরা: নাজম, আয়াত: ১-১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ প্রিয় উজ্জল নক্ষত্র মুহাম্মদের শপথ, যখন তিনি মেরাজ থেকে অবতরন করেন। তোমাদের 'সাহিব' না পথভ্রষ্ট হয়েছেন, না বিপদে চলেছেন এবং তিনি কোন কথা প্রবৃত্তি থেকে বলেন না। তা তো অহীই, যা তার প্রতি (নাযিল) করা হয়। তাকে শিক্ষা দিয়েছেন প্রবলশক্তি সমূহের অধিকারী, শক্তিমান। অতঃপর ঐ জ্যোতি ইচ্ছা করলেন, আর তিনি উচ্চাকাশের সর্বোচ্চ দিগন্তে ছিলেন। অতঃপর ঐ জ্যোতি নিকটবর্তী হলো, অতঃপর খুব নেমে আসলো। অতঃপর ঐ জ্যোতি ও এ মাহবুবের মধ্যে দুই হাতের ব্যবধান রইলো, বরং তদাপেক্ষাও কম। তখন অহী করলেন আপন বান্দাদের প্রতি যা অহী করার ছিলো। অন্তর মিথ্যা বলেনি যা দেখেছে। তবে কি তোমরা তার সাথে তিনি যা দেখেছে তাতে বিতর্ক করছো? এবং তিনি তো ঐ জ্যোতি দুইবার দেখেছেন, সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। সেটার নিকট রয়েছে 'জান্নাতুল মাওয়া', যখন সিদরার উপর আচ্ছন্ন করেছিলো যা আচ্ছন্ন করার ছিলো, চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে, না সীমাতিক্রম করেছে। নিশ্চয় আপন প্রতিপালকের বহু বড় নিদর্শন দেখেছেন।

www.dawateislami.net

আলোচ্য আয়াত সমূহে নাজম (নক্ষত্র) দ্বারা কি উদ্দেশ্য এর তাফসীরে মুফাসসীর গণের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অনেক অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ নক্ষত্র বলেছেন, কেউ কেউ নক্ষত্রের বিশেষ একটি প্রকার 'সুরাইয়া' দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন এবং কেউ কেউ এর দ্বারা কোরআনকে বুঝিয়েছেন। সর্বজন গৃহিত অভিমত হলো, এর দ্বারা **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। যেমনটি উপরে বর্ণিত আলা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনুবাদ থেকে সুস্পষ্ট।[১] সুতরাং এই আয়াত সমূহে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আসমানী সফরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

মেরাজ সম্পর্কিত উপকারী তথ্য

❁... মেরাজ শরীফ অস্বীকার করা কেমন?

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ২৭শে রজবেই মেরাজ সংঘটিত হয়েছে। মক্কায়ে মুকাররমা থেকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাতের সংক্ষিপ্ত অংশে তাশরিফ নিয়ে যাওয়া কোরআনের নস (সুস্পষ্ট আয়াত) দ্বারা প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী কাফের এবং আসমান সমূহের পরিভ্রমণ ও নৈকট্যের স্তর সমূহে পৌঁছা বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত যা মুতাওয়াতিরের নিকটে পৌঁছে গেছে, এর অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট।[২] **নবী করীম, রউফুর**

১. তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, পারা ২৭, সূরা নাজম, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ৯৬৯ পৃষ্ঠা।
২. খাযায়িনুল ইরফান, পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ৫২৫ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কপালের চোখে **আল্লাহ পাকের** দীদার করা এবং আরশেরও উপরে যাওয়াকে অস্বীকারকারী গুনাহগার।[১]

মেরাজ শরীফের বিভিন্ন হিকমত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের কোন কাজই হিকমত শূন্য হয়না, এই প্রজ্ঞাময় **আল্লাহ পাকের** প্রতিটি কাজে অসংখ্য হিকমত থাকে, যদিও আমাদের বিবেক তা বুঝতে অক্ষম। নিশ্চয় **আপন প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেরাজ করানোতেও **তাঁর** অসংখ্য হিকমত থাকতে পারে, এখানে একেবারে প্রকাশ্য চারটি হিকমত (রহস্য) বর্ণনা হলো, যেমনটি প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

(১)...সকল মুজিযা ও স্তর সমূহ, যা আম্বিয়ায়ে কিরামকে পৃথক পৃথক ভাবে দান করা হয়েছে, তা সবই বরং এর চেয়েও বেশি মুজিযা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করেছেন। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে: হযরত মূসা কলীমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এই মর্যাদা লাভ করেছেন যে, তিনি তুর পর্বতে **আল্লাহ পাকের** সাথে কথা বলতেন, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে চতুর্থ আসমানে ডেকে নেয়া হয়েছে এবং হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام কে জান্নাতে ডেকে নেয়া হয়েছে আর **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেরাজ দেয়া হয়েছে, যাতে **আল্লাহ পাকের** সাথে কথাও হয়েছে, আসমানের পরিভ্রমণও হয়েছে, জান্নাত ও জাহান্নামের দর্শনও হয়েছে,

১. কুফরিয়া কালিমাত কে বারে সাওয়াল জাওয়াব, ২২৭ পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

মূলকথা ঐ সকল মর্যাদা এক মেরাজেই প্রদান করিয়ে দেয়া হয়েছে।

(২)... সকল আম্বিয়াগণ **আল্লাহ পাকের** এবং জান্নাত ও দোযখের সাক্ষ্য দিয়েছেন, আর তাঁরা সকলে নিজ নিজ উম্মতদের اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ও পাঠ করিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের (আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) মধ্যে কারো সাক্ষ্য দেখা ছিলো না এবং সাক্ষ্যের দৃঢ়তা দেখার উপরই নির্ভর করে, তাই আবশ্যক ছিলো যে, সেই আম্বিয়ায়ে কিরামের (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) পবিত্র দলের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিত্বও থাকুক যে, যিনি সেই সকল বিষয়াদী দেখে সাক্ষ্য দিবে, **তাঁর** সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এই সাক্ষ্যের পূর্ণতা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তা দ্বারা হলো।

(৩)...**আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ

(পারা: ১১, সূরা: তাওবা, আয়াত: ১১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় **আল্লাহ** মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ ও জীবন খরিদ করে নিয়েছেন এর বিনিময় এ যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

আল্লাহ পাক মুসলমানদের জান ও মালের ক্রেতা, মুসলমানগণ বিক্রেতা এবং এই বেচাকেনা হয়েছে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিচয়ের মাধ্যম আর পরিচয়ের মাধ্যমে বেচাকেনা হলো তিনি মালও দেখবেন এবং মূল্যও দেখবেন। ইরশাদ করা হলো:

www.dawateislami.net

হে **মাহবুব**! আপনি মুসলমানদের জান ও মাল তো দেখেছেন। আসুন! জান্নাতও দেখে নিন এবং গোলামদের প্রাসাদ এবং বাগানসমূহও দেখে নিন, বরং ক্রেতাকেও দেখে নিন অর্থাৎ স্বয়ং **আল্লাহ পাকে**র সত্তাকেও।

(৪)... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে **তাঁর** সমস্ত রাজত্বের মালিক, তাই জান্নাতের প্রতিটি পাতায় পাতায়, বরং জান্নাতের প্রতিটি জায়গায় لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) লিখা রয়েছে, অর্থাৎ এসব কিছু **আল্লাহ পাকের** বানানো আর **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেয়া হয়েছে:

মে তো মালিক হি কহুঙ্গা কেহ হু মালিক কে হাবীব
ইয়ানী মাহবুব ও মুহিব মে নেহী মেরা তেরা[১]

আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এটা ছিলো যে, মালিককে তার মালিকানা দেখানো।[২]

মেরাজ শরীফ কতবার হয়েছে?

মেরাজ শরীফ জাগ্রত অবস্থায়, শরীর ও রূহ সহকারে একবার হয়েছে, হ্যাঁ! রুহানীভাবে অনেকবার হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ কাস্তালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন, কতিপয় আরেফীনের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মতে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩৪বার মেরাজ হয়েছে, তন্মধ্যে একবার স্বশরীরে আর অবশিষ্টগুলো রুহানীভাবে স্বপ্ন আকারে হয়েছে।[৩]

---

১. হাদায়িকে বখশীশ, প্রথম অংশ, ১৬ পৃষ্ঠা।
২. শানে হাবীবুর রহমান, ১০৬ পৃষ্ঠা।
৩. আল মাওয়াহিবু লাদুনিয়া, আল মাকাসিদুল হামেস, ২/৩৪১।

www.dawateislami.net

অন্যান্য নবীদেরও عَلَيْهِمُ السَّلَام কি মেরাজ হয়েছে?

যেমনিভাবে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেরাজ করানো হয়েছে এবং এতে যেসকল বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে, তা **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জন্যই নির্ধারিত, অন্য কারো এ ধরনের মেরাজ হয়নি। কতিপয় ওলামার মতে: সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী মেরাজ করানো হয়েছে। যেমনটি কোরআনে করিমে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام সম্পর্কে রয়েছে:

وَكَذٰلِكَ نُرِیْۤ اِبْرٰهِیْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِیَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِیْنَ ﴿۷۵﴾

(পারা: ৭, সূরা: আনআম, আয়াত: ৭৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এভাবে আমি ইব্রাহিমকে দেখাচ্ছি সমগ্র বাদশাহী আসমান সমূহের ও যমীনের এবং এজন্য যে, তিনি স্বচক্ষে দেখা নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।

উক্ত আয়াতে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর মেরাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসিরে কিরামগণ كَثَّرَهُمُ اللهُ বলেন: হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে মরুভূমিতে দাঁড় করানো হলো এবং তাঁর জন্য আসমান সমূহ খুলে দেয়া হয়েছে, এখান থেকেই তিনি আরশ, কুরসি, আসমান সমূহের সকল আশ্চর্য বিষয়াবলী এবং জান্নাতে আপন স্থান দর্শন করেন, তাঁর জন্য জমিন খুলে দেয়া হলো, তিনি সর্বনিম্ন জমিন পর্যন্ত দেখে নিলেন এবং জমিনের সকল আশ্চর্য বিষয়াবলী দেখে নিলেন।[১]

১. কিতাবুল মিরাজ, বাবু যিকরিল আসআলতু ফিল মেরাজ, ৭৪ পৃষ্ঠা।
খাযায়িনুল ইরফান, পারা ৭, সূরা আনআম, ৭৫নং আয়াতের পাদটিকা, ২৬৩ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

অন্যান্য আম্বিয়াগণও عَلَيۡهِمُ السَّلَام কি বোরাকে আরোহন করেছেন?

যদিও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামগণও عَلَيۡهِمُ السَّلَام বোরাকে আরোহন করেছেন, যেমনটি বর্ণিত আছে, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام মক্কায়ে মুকাররমায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا আপন শাহজাদা হযরত ইসমাইল عَلَيۡهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বোরাকে আরোহন করে গমন করতেন।[১] এতদসত্ত্বেও এতেও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

❀...হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা নুর উদ্দীন আলী বিন ইব্রাহিম হালবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই বাহনের উপর আরোহনের সময় চোখের দৃষ্টি সমপরিমাণ দূরত্বে নিজ কদম রাখতো আর পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام যখন আরোহন করেছিলো তখন এর গতি এতদ্রুত ছিলো না।

❀...এক বর্ণনা অনুযায়ী হাশরে শুধুমাত্র **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বোরাকের উপর আরোহন করবেন। যেমনটি বর্ণিত আছে, একদা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হযরত সালেহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর জন্য সামুদ গোত্রের উট✪ উত্তোলন করা হবে, তিনি তাঁর কবর থেকে এর উপর আরোহন হয়ে হাশরের ময়দানে আসবেন।

---

১. ফতহুল বারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবুল মেরাজ, ৭/২৫৯, ৩৮৮৭ নং হাদীসের পাদটিকা।

✪ সামুদ গোত্রের উট দ্বারা ঐ উটকে বুঝানো হয়েছে, যা হযরত সায়্যিদুনা সালেহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর দোয়ায় মুজিযা স্বরূপ একটি পাথর থেকে সৃষ্টি হয়েছিলো। সামুদ গোত্রকে ঐ উটকে মারতে বারণ করা হয়েছিলো, কিন্তু তারা নির্দেশ অমান্য করে তার পা কেটে দিয়েছিলো, যার ফলে তাদের উপর আল্লাহ পাকের আযাব অবতীর্ণ হয়েছিলো।

(খাযায়িনুল ইরফান, পারা ৮, সূরা আনআম, ৭৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৩০২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

এতে হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি কি আপনার পবিত্র উটে আরোহন করবেন? ইরশাদ করলেন: না। এর উপর তো আমার শাহজাদী আরোহন করবে আর আমি বোরাকের উপর আরোহন করবো, যা সেদিন সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আমাকেই দান করা হবে।[১]

জমিন থেকে সিদরাতুল মুনতাহার দূরত্ব

সায়্যিদি আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "জমিন থেকে সিদরাতুল মুনতাহার দূরত্ব হলো পঞ্চাশ হাজার বছরের রাস্তা, এরপর রয়েছে মুস্তাওয়া নামক স্থান, এর পরবর্তী অবস্থান সম্পর্কে **আল্লাহ পাকই** জানেন! এরপর আরশের সত্তর হাজার পর্দা রয়েছে, এক পর্দা থেকে অপর পর্দার দূরত্ব পাচঁশত বৎসরের রাস্তা এবং এরপর আরশ আর এই সকল দূরত্বে (গ্যাপ) ফিরিশতা দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে।[২]

আল্লাহ পাকের দিদার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মেরাজের রজনীতে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দীদারও করেছেন, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। মনে রাখবেন! দুনিয়ায় কপালের চোখে **আল্লাহ পাকের** দীদার শুধুমাত্র **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্যই বিশেষায়িত, অন্য কারো হতে পারে না। যেমনটি শায়খে

১. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/২১৪।
২. মালফুযাতে আলা হযরত, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর জগদ্বীখ্যাত কিতাব **"কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** এ বলেন: দুনিয়ায় জাগ্রত চোখে **আল্লাহ পাকে**র দীদার শুধুমাত্র **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই বৈশিষ্ট্য। তাই যদি কেউ দুনিয়ায় জাগ্রত অবস্থায় **আল্লাহ পাকে**র দীদার লাভের দাবী করে, তার উপর **কুফরী**র হুকুম বার্তাবে আর একটি মত এসম্পর্কে পথভ্রষ্টতাও এসেছে। অতএব সায়্যিদুনা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **মিনাহুর রউযে** লিখেন: যদি কেউ বলে: "আমি **আল্লাহ পাক**কে দুনিয়াতে নিজের চোখে দেখি।" এরূপ বলা **কুফরী**। তিনি আরো লিখেন: যে ব্যক্তি নিজের জন্য **আল্লাহ পাকে**র দীদারের দাবী করলো এবং এই বিষয়টি একেবারে স্পষ্টভাবে করলো আর কোন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখলো না, তবে তার এই আকিদা বাতিল এবং দাবী ভূল, সে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত এবং অপরকে পথভ্রষ্ট করছে।[১] হ্যাঁ! স্বপ্নে **আল্লাহ পাকে**র দীদার হওয়া সম্ভব। যেমনটি বর্ণিত আছে: আমাদের ইমামে আযম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে একশতবার **আল্লাহ পাকে**র দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।[২]

❀-❀-❀-❀-❀

১. কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২২৮ পৃষ্ঠা। মিনহুর রউয, ৩৫৪ ও ৩৫৬ পৃষ্ঠা।
২. আল খাইরাতুল হাসান, ৯৫ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

মেরাজ রজনীর পরিদর্শনাবলী

মেরাজ রজনীতে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র সৃষ্টিজগৎ পরিভ্রমণ করে কুদরতের অসংখ্য আশ্চর্য বিষয়াবলী প্রত্যক্ষ করেছেন, জান্নাতে তাশরীফ নিয়ে গিয়ে আপন গোলামদের জান্নাতী প্রাসাদ এবং স্থানসমূহও প্রত্যক্ষ করেছেন, তাছাড়া জাহান্নামও পরিদর্শন করে জাহান্নামীদের যন্ত্রণাদায়ক আযাবও দেখেছেন এবং তা থেকে অনেক কিছু উম্মতের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য বর্ণনা করেছেন, যাতে নেক ও উত্তম আমল করার মাধ্যমে মানুষ জাহান্নাম থেকে বাচাঁর চেষ্টা করে এবং জান্নাতের স্থায়ী নেয়ামত সম্পর্কে শুনে তা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য সচেষ্ট হয়। আসুন! তন্মধ্যে থেকে কয়েকটি ঘটনাবলী ও পর্যবেক্ষন করি।

আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত সম্পর্কিত

❁... জান্নাতের দরজায় কি লিখা ছিলো...?

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, **রাসুলে করিম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে রাতে আমি মেরাজে যাই, আমি জান্নাতের দরজায় এটা লিখা দেখেছি, **সদকার সাওয়াব দশগুণ ও ঋণদানের সাওয়াব ১৮ গুণ**। আমি জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলাম: ঋণের মর্যাদা সদকা থেকে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন: ভিক্ষুকের কাছে সম্পদ থাকে, তবুও সে ভিক্ষা করে, পক্ষান্তরে ঋণ গ্রহিতা প্রয়োজনের কারণেই ঋণ নেয়।[১]

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সাদাকাত, বাবুল করয, ৩৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৩১।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীন ইসলাম আমাদের মুসলমানের কল্যাণ কামনার শিক্ষা দিচ্ছে, পরস্পর প্রতি সহমর্মিতার বার্তা দিচ্ছে আর এই বিষয়ের প্রতি আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছে যে, যদি কখনো কোন মুসলমান কোন দুঃখ ও বিপদের সম্মুখীন হয়ে যায়, তবে তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিবর্তে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে তাকে সাহায্য করা উচিত এবং যদি আর্থিকভাবে কেউ পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তবে উপহার স্বরূপ কিংবা কর্জে হাসানা (বিনা শর্তে ঋণ) দিয়ে তাকে তা থেকে উদ্ধার করা উচিৎ। অতঃপর এই উত্তম আমলের জন্য অসংখ্য প্রতিদান ও সাওয়াবের সুসংবাদও দান করেছেন, যাতে মুসলমানরা এতে অধিকহারে আগ্রহী হয় এবং সেই পরকালীন সাওয়াবের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রত্যেক বিপদ-আপদে আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গ দিবে। কিন্তু হায়! বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে পরস্পরের কল্যাণ কামনার মনমানসিকতা একেবারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, ধন সম্পদের প্রতি তারা এমনভাবে আসক্ত হয়ে গেছে যে, একে অপরকে সহযোগিতার প্রেরণাও শেষ হয়ে যাচ্ছে। হায়! যদি আমরা সত্যিকারার্থে ইসলামী শিক্ষার উপর আমলকারী হয়ে যেতাম এবং প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে দূর করার চেষ্টা চালাতাম। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুনিয়াবী সমস্যাবলী থেকে একটি সমস্যা দূর করে দেয়, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তার সমস্যাবলী থেকে একটি সমস্যা দূর করে দিবেন, যে ব্যক্তি অভাবীর প্রতি দুনিয়ায় সহজতা করে, **আল্লাহ পাক** দুনিয়া ও

www.dawateislami.net

আখিরাতে তার উপর সহজতা করবেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, **আল্লাহ পাক** দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন আর **আল্লাহ পাক** বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।[১]

❁... মুক্তা দ্বারা নির্মিত গম্বুজ আকৃতির তাবু

জান্নাতে **নবী করিম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুক্তা দ্বারা নির্মিত গম্বুজ আকৃতির তাবু দেখেছেন, যার মাটি ছিলো মুশকের। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন: "لِمَنْ هٰذَا يَا جِبْرِيْل" অর্থাৎ হে জিব্রাঈল! এটা কার জন্য? আরয করলেন: হে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা আপনার উম্মতের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের জন্য।[২]

سُبْحٰنَ الله! **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য আযান দেয়া এবং ইমামতি করার অসংখ্য ফযিলত রয়েছে, **আল্লাহ পাক** তাদের জন্য মুক্তার নির্মিত তাবু প্রস্তুত করে রেখেছেন, **আল্লাহ পাক** আমাদেরও তাওফিক দান করুক। আসুন! এ সম্পর্কে আরো কিছু বর্ণনা লক্ষ্য করুন।

❁...**হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আযান প্রদানকারী ঐ শহীদের মতো, যে রক্তে রঞ্জিত হয়েছে আর যখন মৃত্যুবরণ করবে, কবরে তার শরীর পোকা-মাকড় খাবে না।[৩]

---

১. সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৪৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৩০।
২. আল মুসনাদু লিশ শাশী, মুসনাদে ইবাদাতি বিন আস সামত, ৩/৩২১, হাদীস: ১৪২৮।
৩. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুস সালাত, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪।

www.dawateislami.net

❀...**রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত সাওয়াবের নিয়্যতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান দিলো, তার ইতিপূর্বে যা গুনাহ হয়েছে, ক্ষমা হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত সাওয়াবের নিয়্যতে আপন সঙ্গীদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করবে, তার জন্য পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[১]

❀... সুউচ্চ প্রাসাদ সমূহ

বর্ণিত আছে, জান্নাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু সুউচ্চ প্রাসাদ দেখেছেন, যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: এগুলো রাগ সংবরণকারী ও মানুষদের ক্ষমা ও মার্জনাকারীদের জন্য আর **আল্লাহ পাক** অনুগ্রহশীলদের পছন্দ করেন।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাগ ইচ্ছাধীন বিষয় নয়, এটা নফসের ঐ উত্তেজনাকে বলে, যা প্রতিশোধ নেয়ার প্রতি উৎসাহিত করে এবং এতে অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকে। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি নিজেকে আয়ত্বে রাখে এবং ক্ষমা ও মার্জনার মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করে, হাদীস শরীফে এর অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি ফযিলত তো এখনি বর্ণিত হয়েছে, আসুন! এবার আরো কয়েকটি ফযিলত লক্ষ্য করি, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাগকে সংবরণ করলো, অথচ সে তা বাস্তবায়নে সক্ষম ছিলো

১. কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সালাত, কসমুল আকওয়াল, ৭/২৮৯, হাদীস: ২০৯০২।
২. মুসানাদুল ফিরদৌস, বাবুর রাআ, ২/২৫৫, হাদীস: ৩১৮৮।

www.dawateislami.net

তবে **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডাকবেন এবং স্বাধীনতা দিবেন যে, যেই হুর ইচ্ছা নিয়ে নাও।[১]

অন্যত্র ইরশাদ করেন: আমার উম্মতের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যখন রাগ তার এসে যায়, তখন সাথেসাথেই তা সংবরণ করে নেয়।[২]

রাগ একেবারেই না আসলে তবে...?

মনে রাখবেন! রাগ বস্তুত স্বয়ং মন্দ নয়, তবে হ্যাঁ! রাগের বশিভূত হয়ে শরীয়াতের অবাধ্য হওয়া নিন্দনীয় ও নাজায়িয। সঠিক ক্ষেত্রে রাগ আসাটাও প্রয়োজন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ ইবনে হাজর মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রাগের শিথিলতা অর্থাৎ এমন কম রাগ আসা যে, একেবারে শেষ হয়ে যায় অথবা প্রবণতাই দূর্বল হয়ে যায়, তবে এটা নিন্দনীয় গুণ। কেননা এক্ষেত্রে বান্দার মনুষ্যত্ব এবং মর্যাদাবোধ শেষ হয়ে যায় আর যার মাঝে মনুষ্যত্ব এবং মর্যাদাবোধ থাকবেনা, সে কোন প্রকারের পূর্ণতার উপযুক্ত হবে না, কেননা এধরনের ব্যক্তি মহিলা বরং মাটির কীট প্রতঙ্গের ন্যায় হয়ে যায়। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যাকে রাগান্বিত করা হলো আর সে রাগান্বিত হয়না, তবে সে গাধা এবং যাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হলো আর সে সন্তুষ্ট হলো না, তবে সে হলো শয়তান।[৩]

১. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু মান কাযামা গাইযা, ৭৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৭৭৭।
২. মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী, বাবুল মীম, মান ইসমুহু মুহাম্মদ, ৪/২২৪, হাদীস: ৫৭৯৩।
৩. আয যাওয়াজির, আল বাবুল আউয়াল, আল কবীরাতুস সালিসা, ১/১০৩

www.dawateislami.net

❁... সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শান

মেরাজের বরকতময় রজনীতে যখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জান্নাতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন রেশমী পর্দা দ্বারা আবৃত একটি প্রাসাদ দেখলেন। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এটা কার জন্য? আরয করলেন: হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্য।[১]

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শানই বা কিরূপ। মনে রাখবেন! নবী ও রাসূলগণের عَلَیۡہِمُ السَّلَام পর তিনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি। তাঁর অসংখ্য ফযিলত রয়েছে, **রাসুলে করিম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ই ঈমান এনেছেন, সফরে ও অবস্থানে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকতেন, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথেই হিজরত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং ফানাফির রাসুলের ঐ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন যে, আপন সম্পদ, প্রাণ, সন্তান-সন্ততি ও শরীর মোটকথা প্রত্যেক কিছুই **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি উৎসর্গ করে দেন। এই কারণেই **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন এবং **আল্লাহ পাকের** অসংখ্য নেয়ামতের অধিকারী হন।

বয়ান হু কিস যবাঁ সে মরতবায়ে সিদ্দিকে আকবর কা
হে ইয়ারে গার, মাহবুবে খোদা সিদ্দিকে আকবর কা

১. আর রিয়াযুল নদ্বরা, আল বাবুল আউয়াল ফি মানাকিবি আবী বকর, ২/১১০।

www.dawateislami.net

রাসূল অউর আম্বিয়া কে বা'দ জু আফযল হো আ'লম সে
ইয়ে আ'লম মে হে কিস কা মরতবা, সিদ্দিকে আকবর কা[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

❁... হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পদধ্বনি

জান্নাতে পরিভ্রমণ করার সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারো পদধ্বনি শুনতে পেলেন, যা সম্পর্কে **তাঁকে** অবহিত করা হলো যে, এটা হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পদধ্বনি।[২]

উৎসর্গীত হোন! কিরূপ শান **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুয়াজ্জিন হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর! **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর পদধ্বনি জান্নাতে শুনছেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই মর্যাদা কিভাবে অর্জন করলেন, আসুন! শ্রবণ করি: হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; একদা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফজরের সময় হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: হে বিলাল! আমাকে বলো, তুমি ইসলামে এমন কোন আমল করেছো, যাতে সাওয়াবের আশা সবচেয়ে বেশি করো, কেননা আমি জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার পদধ্বনি শুনেছি। আরয করলেন: আমি আমার দৃষ্টিতে তেমন কোন আশানুরূপ কাজ করিনি। হ্যাঁ! তবে আমি দিনে-রাতে যখনই অযু কিংবা গোসল করি, তখন এমনভাবে নামায পড়ি, যা **আল্লাহ পাক** আমার ভাগ্যে লিখেছেন।[৩]

---

১. যওকে নাত, ৫৭ পৃষ্ঠা।
২. মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবে ওমর, ২/৪১৮, হাদীস: ৬০৩৭।
৩. সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলে সাহাবাতি, ৯৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৫৮।

www.dawateislami.net

হাদীসের ব্যাখ্যা

উপরোক্ত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাকিমূল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রবল ধারনা এটাই যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন এক রাতে স্বপ্নে মেরাজ হয়েছিলো, তখন সেই দিন সকালে হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে এই প্রশ্ন করেছিলেন, কেননা স্বশরীরে মেরাজের দিন ভোরে ফজরের নামায জামাআত সহকারে পড়েননি কিংবা এসব **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বশরীরে মেরাজে দেখেছিলেন কিন্তু এই প্রশ্ন অন্য কোন দিন ফজরের নামাযের পর করেছিলেন। এই অর্থটিই অধিক স্পষ্ট। তিনি আরো বলেন: হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগে আগে যাওয়াটা এমন যে, যেমনিভাবে বাদশাহর চাকররা বাদশাহর আগে অবস্থান করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। উদ্দেশ্য এটা যে, হে বিলাল! তুমি এমন কি আমল করেছো, যার কারণে তোমার আমার এই খেদমত করার সুযোগ হলো? মনে রাখবেন! মেরাজ রজনীতে হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে জান্নাতে গমন করেননি, তাঁর মেরাজও হয়নি বরং **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ রাতে তা প্রত্যক্ষ করেছেন, যা কিয়ামতের পর হবে, কেননা সকল সৃষ্টির পূর্বে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতে প্রবেশ করবেন, এমনভাবে যে, হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সেবক হিসেবে আগে আগে থাকবেন। এর থেকে কিছু মাসআলা বুঝা গেলো যে, প্রথমতঃ **আল্লাহ পাক নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মানুষের পরিণতি সম্পর্কে অবগত করেছেন যে, কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী এবং কে কোন স্তরের জান্নাতী এবং কোন স্তরের জাহান্নামী। এটি

www.dawateislami.net

পঞ্চজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কান ও চোখ লক্ষাধিক বৎসর পর অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলী দেখেন এবং শুনেন, এই ঘটনাটি সেই তারিখের লক্ষাধিক বছর পর হবে, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান ঐ কানের প্রতি, যা আজই শ্রবণ করে নিচ্ছে। তৃতীয়তঃ মানুষ যে অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করবে, সে অবস্থায় সেখানে অবস্থান করবে, হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের জীবন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে অতিবাহিত করেছেন, সেখানেও খাদিম হয়েই উঠবেন।

আর হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উক্তি আমি দিনে-রাতে যখনই অযু কিংবা গোসল করি, তখন এমনভাবে নামায পড়ি, যা **আল্লাহ পাক** আমার ভাগ্যে লিখেছেন" এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুফতি সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ দিনে রাতে যখনই আমি অযু বা গোসল করি তবে দুই রাকাত তাহ্যিয়াতুল অযুর নফল আদায় করি। কিন্তু এখানে মাকরুহ নয় এমন ওয়াক্তে পড়াই উদ্দেশ্য। যেনো এই হাদীস নিষিদ্ধের হাদীসের বিপরীত না হয়। মনে রাখবেন! **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে এজন্যই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যেনো তিনি এই উত্তর দেন এবং উম্মত এর উপর আমল করে। অন্যথায় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সকল মানুষের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল আমল সম্পর্কে অবগত, তাছাড়া এই মর্যাদা শুধুমাত্র হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঐ নফল সমূহের বিনিময়ে, যা হাজারো মানুষ এই নফল নিয়মিত পড়লেও তাদের এই খেদমত নসীব হবে না।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. মিরাতুল মানাজীহ, নাওয়াফিল অধ্যায়, ১ম অংশ, ২/৩০০।

www.dawateislami.net

❁... পান্না ও পদ্মরাগ পাথরের তাবু

জান্নাতের সৌন্দর্য এবং সুন্দর উপত্যকা সমূহ ভ্রমণ করে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি নদীর পাশে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যাকে "বায়যাখ" বলা হয়। যেখানে মুক্তা ও সবুজ পান্না এবং লাল পদ্মরাগ পাথরের তাবু ছিলো। এমতবস্থায় একটি আওয়াজ আসলো: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কার আওয়াজ? আরয করলেন: এটা তাবু সমূহে পর্দাশীলা হুরদের, তারা আপন **প্রতিপালকে**র কাছ থেকে **আপনাকে** সালাম দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলো আর **আল্লাহ পাক** তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তারা (হুরগণ) বলতে লাগলো: আমি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকি, কখনো অপছন্দ ও ঘৃণার কারণ হবো না এবং আমরা সর্বদা থাকবো, কখনো নিঃশেষ হবো না।[১]

মুদ্দত সে জু আরমান থা ওহ আজ নিকালা
হুরোঁ নে কিয়া খুব নাযারা শবে মেরাজ[২]

❁... নূরে লুকায়িত মানুষ

মেরাজের সফরের সুন্দর রজনীতে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করলেন, যে আরশের নূরে লুকায়িত ছিলো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটা কে, সে কি কোন ফিরিশতা? বলা হলো: না। ইরশাদ

১. আদ দুররুল মনসুর, সূরা আর রহমান, ৭২নং আয়াতের পাদটিকা, ১৪/১৬১।
২. কাবালায়ে বখশিশ, ৮৪ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

করলেন: তবে কি কোন নবী? বলা হলো: না। জিজ্ঞাসা করলেন: তবে কে? বলা হলো: তিনি ঐ ব্যক্তি, দুনিয়ায় যার মুখে সর্বদা **আল্লাহ পাকের** যিকির থাকতো, এর অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকতো এবং এই ব্যক্তি কখনো আপন মাতাপিতাকে মন্দ বলার বা অসম্মান করার কারণ হয়নি।[১]

سُبْحٰنَ الله! এই বর্ণনা থেকে বুঝা গেলো, অধিকহারে **আল্লাহ পাকের** যিকির, মসজিদের প্রতি ভালবাসা এবং পিতামাতার জন্য মন্দের মাধ্যম হওয়া থেকে বেঁচে থাকা, এ তিনটি আমল **আল্লাহ পাকের** দরবারে খুবই পছন্দনীয়। এ বর্ণনায় এই বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, মানুষ গালি-গালাজ, লড়াই, ঝগড়া বিবাদ, নেশা, জুয়া প্রভৃতি এমন কোন কাজ কখনো না করা, যা তার মাতাপিতার জন্য বিদ্রুপ ও অপমান ডেকে আনে এবং হাশরের ময়দানে নিজেও লজ্জিত হবে।

❁... আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ

মেরাজ রজনীতে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে গমন করেন, যারা একদিন চাষাবাদ করতো এবং পরের দিন ফসল কাটতো, যখনই তারা ফসল কাটতো তখন পূর্বের মতোই ফিরে আসতো। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: এরা **আল্লাহর** রাস্তায় জিহাদকারী, তাদের নেক কাজ সমূহে ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে এবং তারা যা কিছুই ব্যয় করেছে **আল্লাহ পাক** তাদেরকে এর বিনিময় দান করবেন।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. মওসুআতু ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল আউলিয়া, ২/৪১৫, হাদীস: ৯৫।
২. মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল ঈমান, বাবু মিনহু ফিল ইসরার, ১/৯১, হাদীস: ২৩৫।

www.dawateislami.net

আল্লাহর আযাব সম্পর্কিত

মেরাজ রজনীতে আসমান ও যমিনে ভ্রমণকালে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেমন অনুগত ও আদেশমান্যকারী বান্দাদেরকে প্রদানকৃত **আল্লাহ পাকের** নেয়ামত সমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি অবাধ্যদের **আল্লাহ পাকের** আযাবে গ্রেফতারও দেখেছেন, যারা নিজ নিজ গুনাহের শাস্তিতে চূড়ান্ত কষ্টদায়ক আযাব ভোগ করছিলো। এই সকল আযাবের মধ্যে কয়েকটি আযাব গীবতেরও ছিলো।

গীবতের চারটি শাস্তি

❁... আপন মাংস ভক্ষণকারী ব্যক্তি

বর্ণিত আছে: মেরাজ রজনীতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে গমন করেছিলেন, যাদের উপর কিছু ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলো, তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি তাদের চোয়াল খুলে রেখেছে আর কিছু ব্যক্তি তাদের মাংস কাটতো এবং রক্তসহ তাদের মুখে পুড়ে দিচ্ছিলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করলেন: এরা মানুষের গীবতকারী এবং তাদের দোষ অন্বেষণকারী।[১]

❁... মৃত ভক্ষণকারী জাহান্নামী

এক বর্ণনায় রয়েছে: যখন **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহান্নামে তাকালেন, তখন সেখানে কিছু লোককে মৃতদের খেতে দেখলেন। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে

১. মুসনাদুল হাদীস, কিতাবুল ঈমান, বাবু মাযাআ ফিল আসরার, ১/১৭২, হাদীস: ২৭।

www.dawateislami.net

জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করলেন: এরা ঐ সকল ব্যক্তি যারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করতো (অর্থাৎ গীবত করতো)।[১]

❁... বুকের সাথে ঝুলন্ত মানুষ

এক বর্ণনায় রয়েছে: মেরাজ রজনীতে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন কিছু নারী-পুরুষের পাশ দিয়ে গমন করলেন, যারা আপন বুকের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করলেন: এরা মুখের উপর দোষক্রটি বলে বেড়াতো আর পেছনে নিন্দা করতো। তাদের সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** ইরাশাদ করেন:[২]

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ

(পারা: ৩০, সূরা: হুমাযাহ, আয়াত: ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে লোক সম্মুখে বদনাম করে ও অগোচরে নিন্দা করে।

❁... তামার নখ

আবু দাউদ শরীফে রয়েছে: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি মেরাজ রজনীতে এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে গমন করেছি, যারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষকে তামার নখ দ্বারা আঁচড়াচ্ছিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? বললেন: এরা মানুষের মাংস খেতো (অর্থাৎ গীবত করতো) এবং তাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করতো।[৩]

---

১. মুসনাদে আহমদ, মুসনাতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস..., ২/১৪৪, হাদীস: ২৩৬৬।
২. শুয়াবুল ঈমান, আর রাবেয়ে ওয়াল আরবাউনা মিন শুয়াবুল ঈমান, ৫/৩০৯, হাদীস: ৬৭৫০।
৩. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফিল গীবাতি, ৭৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৭৮।

www.dawateislami.net

নারীরা অধিক গীবত করে

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকিমূল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: তাদেরকে চুলকানির আযাবে লিপ্ত করে দেয়া হলো এবং নখ তামার ধারালো ও তীক্ষ্ণ ছিলো, তাদ্বারা বুক ও চেহারা চুলকাতো এবং ক্ষত করতো। **আল্লাহ**র পানাহ! এটা খুবই কঠিন আযাব, এই ঘটনা কিয়ামতের পর সংঘটিত হবে, যা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ চোখে দেখেছেন। তিনি আরো বলেন: অর্থাৎ এরা মুসলমানের গীবত করতো, তাদের সম্মান ক্ষুন্ন করতো, এ কাজ মহিলারা বেশি করে, তাদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গীবতের পরিণাম কতই না ধংসাত্মক, কিয়ামতের দিন গীবত কারীদের কিরুপ কষ্টদায়ক আযাবের সম্মুখীন হতে হবে, তার ধারনাই কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। চিন্তা করুন! যদি গীবত করে তাওবা করা ব্যতীত মারা যায় এবং এর থেকে কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাবে লিপ্ত করে দেয়া হয়, তবে কিভাবে সহ্য করবে। এইজন্য গীবত, চুগলখোরী এবং অন্যান্য গুনাহে ভরা বিষয় সমূহের সাথে সম্পৃক্ততা ভেঙ্গে হামদ ও নাতের সাথে সম্পর্ক গড়ুন, প্রতিটি মুহুর্তে প্রতিটি ক্ষনে **আল্লাহ**র স্বরণে মগ্ন থাকুন এবং **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ প্রেরণ করুন।

গুনাহোঁ সে মুঝকো বাঁচা ইয়া ইলাহী!
বুরী আদতেঁ ভী ছুড়া ইয়া ইলাহী !

১. মিরাতুল মানাজীহ, বাবু আচ্ছি উয়ুব কি তালাশ..., ১ম অধ্যায়, ৬/৬১৯।

www.dawateislami.net

মুঝে গীবত ও চুগলী ও বদ গুমানী,
কি আফত সে তু বাঁচা ইয়া ইলাহী !
তুঝে ওয়াস্তা সারে নবীয়ুঁ কা মওলা,
মেরী বখশ দে হার খাতা ইয়া ইলাহী![১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুদখোরের দু'টি আযাব

গীবতের মতো সুদ খাওয়াও চরম বিধ্বংসী ও প্রাণ হরণকারী রোগ, যা মানুষের অন্তরে মুসলমানের কল্যাণ কামনার মানসিকতাকে নষ্ট করে দেয়। মেরাজের রজনীতে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাদেরকে লিপ্ত দেখেছেন, তাদের মধ্যে ঐ লোকেরাও ছিলো, যারা সুদ খাওয়ার কারণে আযাবে লিপ্ত ছিলো।

❁... পাথর ভক্ষণকারী মানুষ

হযরত সায়্যিদুনা সামুরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মেরাজ রজনীতে আমি একজন ব্যক্তিকে দেখলাম নদীতে সাঁতার কেটে কেটে পাথর গিলছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এ কে? বলা হলো: এই ব্যক্তি সুদখোর।[২]

❁... পেটে সাপ

ইবনে মাজাহ শরীফে রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মেরাজ রজনীতে আমি কিছু লোকের নিকট গিয়েছি, যাদের

১. ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৯ পৃষ্ঠা।
২. শুয়াবুল ঈমান, আস সামিন ওয়াস সালাসুন মিন শুয়াবিল ঈমান, ৪/৩৯১, হাদীস: ৫১২১।

www.dawateislami.net

পেট বড় বড় আকৃতির ছিলো আর এর ভেতরে সাপগুলো বাহির থেকে দেখা যাচ্ছিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? বললেন: এরা সুদখোর।[১]

হাদীসের ব্যাখ্যা

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকিমূল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: "যেহেতু সুদখোর লোভী হয় তাই খায় কম, লোভ করে বেশি, এইজন্য তাদের পেট বাস্তবিকই বড় হয়ে যায়, মানুষের যে সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতো, তা পেটে সাপ-বিচ্ছুর আকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হবে। আজ যদি সামান্য একটি কীট সৃষ্টি হয়ে যায় তবে সুস্থতায় বিঘ্নতা ঘটে, মানুষ অস্থির হয়ে যায়, তখন বুঝে নিন যে, যখন তার পেট বিচ্ছুতে ভরে যায় তখন তার কষ্ট ও অস্থিরতার অবস্থা কেমন হবে? مَعَاذَاللهِ"[২]

শিক্ষনীয় বিষয়

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে ঐ সকল ব্যক্তির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ, যারা সুদের লেনদেন করে। একটু চিন্তা করুন! যদি এই অবাধ্যতার কারণে **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হয়ে যান, হাশরের দিন সুদখোরদের এই যন্ত্রণাদায়ক আযাবে লিপ্ত করে দিবেন, পেটে সাপ ও বিচ্ছু পূর্ণ করে দেয়া হয়, তবে কি হবে...? তখন এই সুদের লাভ কোন উপকারে আসবে না। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, পার্থিব সামান্য ক্ষণস্থায়ী

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, বাবুত তাগলিয ফির রিবা, ৩৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৭৩।
২. মিরাতুল মানাজীহ, সূদের বর্ণনা, ৩য় অধ্যায়, ৪/২৫৯।

www.dawateislami.net

উপকারের জন্য নিজেকে কবর ও আখিরাতের ভয়াবহ আযাবের উপযুক্ত না বানানো।

❁...মাথা পিষ্ট হওয়ার শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে করীম ও হাদীস শরীফে নামাযের অনেক গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে: প্রত্যেক নামায সময়মত নিয়মিত আদায় করার অসংখ্য ফযিলত এবং শরয়ী অযুহাত ব্যতীত অলসতা করার কঠিন শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। মেরাজে রজনীতে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন কিছু লোকও দেখেছেন, যারা নামাযে অলসতা করার কারণে আযাবের সম্মুখিন হয়েছে। আসুন! তা লক্ষ্য করি এবং নিয়মিত নামায আদায় করার মানসিকতা তৈরি করি। বর্ণিত আছে, **নবী পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন কিছু লোকের নিকট গমন করেন, যাদের মাথা পাথর দ্বারা পিষ্ট করা হচ্ছিলো, প্রতিবার পিষ্ট হওয়ার পর তা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যেতো এবং (পূনরায় পিষ্ট করা হতো), এ ক্ষেত্রে কোন অলসতা করা হতো না। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করলেন: এরা হলো ঐ লোক, যাদের মাথা নামাযের কারণে বোঝা হয়ে থাকতো।[১]

❁...আগুনের কাঁচি

মেরাজ রজনীতে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরো কিছু লোকের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি

১. মুজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল ঈমান, বাবু মিনহু ফিল আসরার, ১/৯২, হাদীস: ২৩৫।

www.dawateislami.net

দ্বারা কাঁটা হচ্ছিলো আর প্রতিবার কাঁটার পর তা পূণরায় ঠিক হয়ে যেতো। **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাস করলেন: হে জিব্রাঈল: এরা কারা? আরয করলেন: এরা আপনার উম্মতের বক্তা, যারা নিজেদের কথার উপর আমল করতো না এবং কোরআন পড়তো কিন্তু এর উপর আমল করতো না।(১)

উক্ত বর্ণনা থেকে ঐ সকল মুবাল্লিগ ও বক্তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা অন্যদের তো নেকীর দাওয়াত দিতো, নামায, রোযা যাকাত ও হজ্বের প্রতি উৎসাহিত করতো কিন্তু মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী, হিংসা এবং অহংকার প্রভৃতি নাজায়িজ ও হারাম কাজ থেকে নিষেধ করতো কিন্তু নিজে ভুলে থাকতো। তাদের এ বিষয়ে অনুভূতিও হতো না যে, কিয়ামতের দিন তাদেরও হিসাব নিকাশ হবে, তাদেরকেও তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর এক শাগরিদকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: হে প্রিয় বৎস! ইলম ব্যতীত আমল পাগলামী ও উম্মাদনার চেয়ে কম নয় আর আমল ইলম ব্যতীত সম্ভব নয়, যে ইলম আজ আমাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে পারেনা এবং **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্যের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে না, তবে মনে রেখো! তা কাল কিয়ামতের দিন তোমাকে জাহান্নামের (উত্তপ্ত) আগুন থেকেও বাঁচাতে পারবে না। যদি আজ তুমি নেক আমল না করো এবং অতিবাহিত হওয়া সময়ের প্রতিকার না করো তবে কাল কিয়ামতে তোমার এটাই আর্তনাদ হবে:

১. শুয়াবুল ঈমান, আস সামিন ওয়াস সালাসুন মিন শুয়াবিল ঈমান, ২/২৮৩, হাদীস: ৫১২১।

www.dawateislami.net

فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿۱۲﴾

(পারা: ২১, সূরা: সিজদা, আয়াত: ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমাদের পূনরায় প্রেরণ করো, যাতে আমরা সৎকাজ করি, আমাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস এসে গেছে।

তখন তোমাকে উত্তর দেয়া হবে: হে বোকা ও মূর্খ! তুমিতো সেখান থেকেই আসছো। আত্মায় সাহস সৃষ্টি করো, নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং মৃত্যুকে নিজের নিকটতম জানো, কেননা তোমার ঠিকানা হলো কবর এবং কবরবাসী প্রতিটি মুহূর্তে তোমার জন্য অপেক্ষামান যে, তুমি কখন তাদের নিকট পোঁছাবে? সাবধান! সাবধান! ভয় করো এ বিষয়ে যে, পাথেয় ব্যতীত তুমি তার নিকট পোঁছে যাবে।[১]

❋...আমলহীন বক্তার পরিণতি

আমলহীন বক্তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কিত আরেকটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন! **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে এবং তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, যার ফলে তার নাড়িভূড়ি বাইরে চলে আসবে, তা তাদের চতুর্পাশে এমনভাবে চক্কর দিবে, যেমনিভাবে গাধা চাক্কির চারপাশে চক্কর দেয়। জাহান্নামীরা তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করবে: হে অমুক! তোমার কি হলো? তুমি কি লোকদের নেকীর দাওয়াত দিতে না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে না? সে বলবে: হ্যাঁ, কেনই বা নয়! আমি নেকীর আদেশ দিতাম কিন্তু নিজে আমল করতাম না, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে করতাম।[২]

১. আবহাল ওলদ, ১২ পৃষ্ঠা।
২. সহীহ মুসলিম. কিতাবুয যুহুদ..., ১১৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯৮৯।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে সকল মুবাল্লিগ উৎসাহ প্রদানের জন্য নিজেকে অপাদমস্তক আমল দ্বারা সাজিয়ে নেয়না, অন্যকে আমলকারী বানানোর নিজেকে আমলহীনতার অন্ধকার খাঁচা থেকে বের করেনা, এরূপ লোকদের নেকীর দাওয়াতে প্রভাবও হয়না। পক্ষান্তরে আমলদার মুবাল্লিগের মুখ হতে নির্গত কথা প্রভাবকারী তীর হয়ে সম্বোধিত ব্যক্তির অন্তরে বিদ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে সুন্নাতের আমলি প্রতিচ্ছবি হতে বাধ্য করে দেয়। আসুন! এমনই একজন আমলদার মুবাল্লিগের নেকীর দাওয়াত সম্বলিত বয়ানের ঈমান সতেজকারী মাদানী বাহার পড়ুন এবং নিজের মধ্যে আমলের প্রেরণা জাগ্রত করুন।

কাদিয়ানী প্রফেসারের তাওবা

দা'ওয়াত ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৪৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত"** নামক পুস্তিকার ১০ম পৃষ্ঠায় রয়েছে: আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে সম্ভবত ২০০৩ সালে একটি চিঠি আসে, যেখানে জনৈক প্রফেসার কিছুটা এরূপ লিখেন: আমি কাদিয়ানী মতাদর্শে বিশ্বাসী ও একটি বড় পদে সমাসীন রয়েছি, এই পর্যন্ত আমি ৭০জন মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করে কাদিয়ানী বানিয়েছি। সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ) এলাকায় অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমায় যাচাই-বাছায়ের উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করি, কিন্তু আপনার বয়ান শুনে অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেলো, অতঃপর জনৈক মুবাল্লিগ আপনার বয়ানের ক্যাসেট উপহার স্বরূপ দিয়েছে। অন্তরের অবস্থা তো একটি বয়ান শ্রবণ করেই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু যখন

www.dawateislami.net

অন্যান্য ক্যাসেট শুনলাম তখন কেঁপে উঠলাম এবং সারারাত কাঁদলাম, এখন আমার কি করা উচিত? আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ইনফিরাদি কৌশিশ করে কালবিলম্ব না করে চিঠি প্রেরণ করলেন: এখনই তাওবা করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিন আর যে সকল মুসলমানকে (مَعَاذَ الله) মুরতাদ করেছেন, তাদেরকে মুসলমান বানানোর কোন পন্থা বের করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! যখন এই প্রতিত্তোরমূলক চিঠি পেলো, তখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আহবানে সাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলো। এতে প্রফেসর ইসলামী ভাইয়ের পিতা ও আত্মীয়-স্বজন তার উপর খুবই কঠোরতা প্রদর্শন করে কিন্তু তিনি অটল ছিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ান শুনার বরকতে পরিশেষে তার পুরো পরিবারই কাদিয়ানী মতাদর্শ থেকে মুক্তি লাভ করেলো এবং তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলো।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

❁...আগুনের ডালে ঝুলন্ত লোক

মেরাজ রজনীতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহান্নামে এমন কিছু লোককে দেখেছেন, যারা আগুনের ডালে ঝুলন্ত ছিলো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল এরা কারা? আরয করলেন: এরা ঐসব লোক যারা আপন পিতা-মাতাকে গালি দিতো।[২]

১. তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, প্রথম পর্ব, ১০ পৃষ্ঠা।
২. আয যাওয়জির, কিতাবুন নাফাকাত আলায যাওজাত..., ২/১২৫।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! মাতাপিতাকে কষ্ট দেয়া ও তাদেরকে বিরক্ত করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **আল্লাহ পাক** কোরআনে করীমে মাতাপিতাকে ধমকানো এবং তাদেরকে উফ শব্দও উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছেন। যেমনটি ইরশাদ করেন:

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿۲۳﴾

(পারা: ১৫, বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে তাদেরকে উফ বলো না এবং তাদেরকে তিরষ্কার করো না আর তাদের সাথে সম্মান সূচক কথা বলবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাতাপিতার অবাধ্যতা ও কষ্টদানের পরকালীন শাস্তি তো রয়েছেই, দুনিয়াতেও শিক্ষনীয় শাস্তি ভোগ করতে হয়, প্রায় দেখা গেছে যে, যারা নিজ মাতাপিতাকে বিরক্ত করে এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়, স্বয়ং নিজেই সন্তানদের হাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জীবন অতিবাহিত করে। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রতিটি গুনাহ **আল্লাহ পাক** যাকে চান ক্ষমা করে দেন কিন্তু মাতাপিতার অবাধ্য ও কষ্টদানকারীকে ক্ষমা করেন না বরং এমন ব্যক্তিদের মৃত্যুর পূর্বে পার্থিব জীবনেই দ্রুত শাস্তি দেন।[১]

দিল দুখানা ছোড়দে মাঁ বাপ কা, ওয়ারনা হে উস মে খাসারা আপ কা।[২]
করলে তাওবা রব কি রহমত বড়ী, কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ী।[৩]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. শুয়াবুল ঈমান, আল খামিস ওয়াল হামসুনা মিন শুয়াবিল ঈমান, ৬/১৯৭ হাদীস ৭৮৯০।
২. ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৮ পৃষ্ঠা।
৩. ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৭ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

যেনাকারীর তিনটি আযাব

যেনা একটি (অপকর্ম) মারাত্মক গুনাহ এবং ঘৃণিত কাজ। কোরআনে করীম ও হাদীসে শরীফে তা থেকে বেঁচে থাকার প্রতি কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর যে এই কাজে লিপ্ত হবে তার জন্য কঠিন শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। কোরআনে করীমে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا ﴿۳۲﴾

(পারা: ১৫, বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর অবৈধ যৌন-সম্ভোগের নিকটে যেও না। নিশ্চয় সেটা অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমূল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ যেনার মাধ্যম সমূহ থেকেও বিরত থাকো, সুতরাং কুদৃষ্টি, পরনারীর সাথে নির্জনবাস, নারীদের বেপর্দা হওয়া সবকিছুই হারাম।[১]

যেনাকারী লোক দুনিয়াতেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত এবং আখিরাতেও মারাত্মক লাঞ্ছনাময় আযাবের শিকার হবে। মেরাজ রজনীতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের আযাবও প্রত্যক্ষ করেছেন।

❁...দূর্গন্ধময় মাংস ভক্ষণকারী লোক

বর্ণিত আছে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন কিছু লোকদের পাশ দিয়ে গমন করেছেন, যাদের সামনে (কিছু) পাত্রে রান্নাকৃত উন্নতমানের এবং (কিছু পাত্রে) দূর্গন্ধময়, কাঁচা এবং পঁচা মাংস রাখা

১. নুরুল ইরফান, পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাইল, ৩২নং আয়াতের পাদটিকা, ৭৫২ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

ছিলো। তারা রান্নাকৃত উন্নত মানের মাংস রেখে কাঁচা মাংস ভক্ষণ করছিলো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করলেন: এরা **আপনার** উম্মতের ঐসকল লোক, যাদের নিকট বৈধ স্ত্রী ছিলো, কিন্তু তারা তাদের ছেড়ে খারাপ নারীদের নিকট যেতো এবং রাত্রি যাপন করতো আর এই নারীরা হলো, যারা হালাল ও পবিত্র পুরুষের বিবাহে থাকার পরও খারাপ পুরুষের নিকট যেতো এবং রাত্রি যাপন করতো।[১]

❁...উল্টো হয়ে ঝুলন্ত লোক

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেনাকারীর শাস্তির একটি দৃশ্য এমনও দেখেছেন যে, কিছু নারীকে বুকের সাথে এবং কিছু নারী পায়ের সাথে ঝুলে আছে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করলেন: এরা ঐসকল মহিলা, যারা যেনা করতো এবং সন্তানকে হত্যা করতো।[২]

❁...মুখে আগুনের পাথর

মেরাজ রজনীতে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন লোকও দেখেছেন যাদের ঠোঁট উটের ঠোটের মতো (বড় বড়) ছিলো, তাদের উপর এমন লোক নিযুক্ত ছিলো, যারা তাদের ঠোঁট ধরে আগুনের বড় বড় পাথর তাদের মুখে ঢালতো এবং তা তাদের নিচ দিয়ে বের হয়ে যেতো। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল!

১. তাফসীরে তাবারী, সূরা বনী ইসরাইল, ১নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/৮, হাদীস: ২২০২১।
২. প্রাগুক্ত, ১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২০২৩।

www.dawateislami.net

এরা কারা? আরয করলেন: এরা ঐসকল লোক (এরপর নিম্মোক্ত আয়াত পাঠ করলেন):[১]

اَلَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ

(পারা: ৪, সূরা: নিসা, আয়াত: ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যারা এতিমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারাতো তাদের পেটের মধ্যে আগুনই ভর্তি করে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতিমের ধন-সম্পদ, আসবাবপত্র, জায়গা-জমি মোটকথা যেকোন ধরনের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করার পরিণতি খুবই কঠিন। কোরআন ও হাদীসে পাকে এর কঠিন শাস্তির বর্ণনা এসেছে, যেমনটি আপনার লক্ষ্য করেছেন। মনে রাখবেন! যেখানে অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পদ ভোগ করা এবং তাদের সাথে মন্দ আচরণ করার কারণে জাহান্নামে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যেমনি যদি তাদের সাথে নম্র ব্যবহার ও দয়া করা হয় এবং মায়া-মমতার সাথে ব্যবহার করা হয় তবে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ রয়েছে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ সত্তার শপথ! যিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! যে ব্যক্তি কোন এতিমের প্রতি দয়া করলো, তার সাথে নম্রভাবে কথা বললো, তার এতিম হওয়া এবং দূর্বলতার প্রতি সমবেদনা জানালো এবং **আল্লাহ পাকে**র দেয়া (ধন-সম্পদ) এর ফযিলতের কারণে আপন প্রতিবেশীর উপর অহংকার করবে না, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে কিয়ামতের দিন আযাব দিবেন না।[২]

১. আশ শরীয়াতুল আখির, বাবা.... ইন্নাহু আসরা বিহী..., ৩/১৫৩২, হাদীস: ১০২৭।
২. আল মু'জামুল আওসাত. মিন ইসমুহু মুকাদ্দামা, ৬/২৯৬, হাদীস: ৮৮২৮।

www.dawateislami.net

❋...কাটাযুক্ত ঘাস ও যাক্কুম বৃক্ষ খাওয়ার আযাব

ঐ রাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন কিছু লোকের নিকটও গমন করেন, যাদের অগ্রভাগ ও পশ্চাদ ছিন্নভিন্ন হয়ে ঝুলছিলো এবং তারা চতুস্পদ প্রাণীর ন্যায় বিচরণ করে কাটাযুক্ত ঘাস, যাক্কুম✪(বৃক্ষ) এবং জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর গিলছিলো। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করলেন: এরা ঐ লোক, যারা নিজের সম্পদের যাকাত দিতো না, **আল্লাহ পাক** তাদের উপর অত্যাচার করেননি আর **আল্লাহ পাক** বান্দার উপর অত্যাচার করেন না।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও আদায় না করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। কোরআনে করীম ও হাদীসে পাকে এর খুবই ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা এসেছে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যাকে **আল্লাহ পাক** সম্পদ দান করেছেন আর সে এর যাকাত আদায় করলো না, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টাকলা অজগর সাপের আকৃতি দেয়া হবে, যার চোখে কালো দু'টি বিন্দু থাকবে এবং সেই অজগর তার গলার বেড়ী বানিয়ে দেয়া হবে, যা নিজের চোয়াল দ্বারা তাকে ধরে বলবে: আমি তোমার সম্পদ, তোমার ধন ভান্ডার।[২]

✪ এক প্রকার কাঁটাযুক্ত এবং বিষাক্ত চারাগাছ, যার পাতা সবুজ এবং ফুল রঙ বেরঙের হয়ে থাকে। এর প্রায় ১০০টি প্রকার আছে।

১. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুস সাদাকাত, ২৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫।

২. সহীহ বুখারী, কিতাবুয যিকির, আয়িম্মা মানিইয যাকাত, ৩৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪০৩।

www.dawateislami.net

যাকাত অনাদায়কারীর ভয়াবহ শাস্তি

চিন্তা করুন! কে আছে এমন, যে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ শাস্তি সহ্য করতে পারবে, **আল্লাহ পাকের** শপথ! সেই ভয়াবহ শাস্তি সহ্য করার শক্তি কারো নেই। এতটুকুতেই শেষ নয় বরং হাদীসে পাকে এছাড়াও আরো অনেক শাস্তির আলোচনা এসেছে। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যাকাত অনাদায়কারীর শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন: যার সারমর্ম হলো, যেই স্বর্ণ রুপার যাকাত আদায় করা হবে না, কিয়ামতের দিন তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের কপালে, কাঁধে, পিঠে দাগ দেয়া হবে, তাদের মাথা, বুকের উপর জাহান্নামের গরম পাথর রাখা হবে, তা বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে কাঁধ দিয়ে বের হয়ে যাবে আর যখন কাঁধের হাঁড়ের উপর রাখা হবে, তখন তা কাঁধের হাঁড় বিদীর্ণ করে বুক দিয়ে বের হবে, পিঠ ভেঙ্গে পার্শ্ব দিয়ে বের হবে। যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয়না কিয়ামতের দিন প্রাচীন ভয়ংকর রক্ত পিপাসু অজগর সাপ হয়ে তার পেছনে দৌঁড়বে, সে হাত দ্বারা বাধা দিবে অজগর সাপ হাত চিবিয়ে খাবে, অতঃপর গলায় বেড়ী হয়ে পড়বে। তার মুখ নিজের মুখে নিয়ে চিবিয়ে খাবে আর (বলবে) আমি তোমার সম্পদ, তোমার ধন ভান্ডার। অতঃপর তার সারা শরীর চিবিয়ে খাবে। وَالْعِيَاذُ بِاللهِ [১]

তাওবা করে নাও....!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই শাস্তির বিষয়ে একটু চিন্তা করুন! অতঃপর নিজের দূর্বলতা ও অক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি দিন! হায়! আমাদের

১. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০/১৫৩।

www.dawateislami.net

দূর্বলতার অবস্থা তো এমন যে, সামান্য মাথা ব্যথা বা জ্বর অস্থির করে তুলে, তবে আখিরাতের এই যন্ত্রণায়ক শাস্তি কিভাবে সহ্য করবে, তাই এখনই সময়, ভীত হোন এবং যারা যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও আদায় করে না, দ্রুত তা থেকে তাওবা করে নিন এবং যত বছরের যাকাত বাকী আছে হিসাব করে দ্রুত আদায় করে দিন, অন্যথায় যদি এই সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং তাওবা করার পূর্বে মৃত্যু এসে যায়, তখন আর সুযোগ হবে না।

করলে তাওবা রব কি রহমত বড়ী,
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ী।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

১. ওয়াসায়েলে বখশীশ, ৬৬৭ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

মেরাজ শরীফ সম্পর্কিত কিছু কাব্যিক কালাম

ওহ সরওয়ারে কিশওয়ারে রিসালাত

লিখকঃ আলা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত
মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

ওহ সরওয়ারে কিশওয়ারে রিসালাত, জু আরশ পর জলওয়া গর হুয়ে থে।
নয়ে নিরালে তরব কে সামাঁ, আরব কে মেহমান কে লিয়ে থে।

বাহার হে শাদীয়াঁ মুবারক, চমন কো আবাদিয়াঁ মুবারক,
মালাক ফালাক আপনি আপনি লে মে, ইয়ে ঘর এনাদিল কা বলুতে থে।

ওহাঁ ফালাক পর ইহাঁ যমীঁ মে, রচী থি শাদী মাচী থী ধুমে,
উধার সে আনওয়ার হাসতে আতে, ইধার সে মাফহাত উঠ রাহে থে।

ইয়ে ছুট পরতি থী উনকে রুখ কি, কেহ আরশ তক চাঁদনী থী চুপকি,
ওহ রাত কিয়া জগমগা রাহী থি, জাগা জাগা নসব আয়নে থে।

নয়ী দুলহান কি ভাবান মে কাবা, নিখার কে সানওয়ারা সানওয়া কে নিখারা,
হাজর কে সদকে কমর কে ই তিল, মে রঙ লাখোঁ বানাও কে থে।

নজর মে দুলহা কে পেয়ারে জলওয়ে, হায়া সে মেহরাব সর ঝুকায়ে,
সিয়াহ পরদে কে মুহ পে আনচল, তাজাল্লী যাতে বাহতে সে থে।

খুশি কে বাদল উমন্ড কে আয়ে, দিলোঁ কে তাউস রঙ লায়ে,
ওহ নাগমায়ে নাত কা সামাঁ থা, হারাম কো খোদ ওজদ আ'রহে থে।

ইয়ে ঝুমা মিযাবে যরকা ঝুমর, কেহ আ'রাহা কান পর ঢলক কর,
ফু হার বরসী তু মোতি ঝড় কর, হাতীম কি গোদ মে ভরে থে ।

দুলহান কে খোশবু সে মাচত কাপড়ে, নসীম গুস্তাখ আ"ছঁলো সে,
গীলাফে মুশকে জু উড় রাহা থা, গাযাল নাপে বাসা রাহে থে।

পাহাড়িউঁ কা ওহ হুসনে তযিয়েঁ, ওহ উঁচি চুটি ওহ নায ও তমকেঁ!
সাবা সে সবযে মে লেহরেঁ আ'তিঁ, দু পাট্টে ধানি চুনে হুয়ে থে।

www.dawateislami.net

নাহা কে নাহারোঁ নে ওহ চমকতা, লিবাস আ'বে রাওয়াঁ কা পেহনা,
কেহ মৌজেঁ ছাড়ীয়াঁ থী, ধার লাকচা, হাবাবে তাবাঁ কে থল টকে থে।
পুরানা চেরাগ মিলিগজা থা, উঠা দিয়া ফরশ চাঁদনী কা,
হুজুম তারে নিগা সে কোচাঁ, কদম কদম ফরশ বদলে থে।
গুবার বন কর নিসারে জায়েঁ, কাহাঁ আব উস রাহ গুযার কো পায়েঁ,
হামারে দিল হুরিয়োঁ কি আখেঁ, ফিরিশতোঁ কে পর জাহাঁ বাচ্ছে থে।
খোদা হি দেয় সবর জানে পুর গম, দিখাওঁ কিয়ুঁ কর তুঝে ওহ আলম,
জব উনকো ঝুরমট মে লে কে কুদসী, জিনাঁ কা দুলহা বনা রহে থে।
উতার কর উনকে রুখ কা সদকা, ইয়ে নূর কা বাট রাহা থা বাড়া,
কেহ চান্দ সুরজ মচল মছল কর, জবীঁ কি খয়রাত মাঙ্গে থে।
ওহি তো আবতক ছলক রাহা হে, ওহি তো জুবন টপক রাহা হে,
নাহানে মে জু গিরা থা পানি, কোটরে তারোঁ নে ভর লিয়ে থে।
বাচা জু তলওয়োঁ কা উন কে ধাওয়ান, বানা ওহ জান্নাত কা রঙ ও রুগন,
জিনহোঁ নে দুলহা কি পায়ী উতরন, ওহ ফুল গুলজারে নূর কে থে।
খবর ইয়ে তাহভিলে মেহের কি থি, কেহ সুহানী গাড়ি ফেরে গি,
ওহা কি পোষাক যেয়ব তন কি, ইহাঁ কা জোড়া বাড়া চুকে থে।
তাজাল্লী হক কা সেহরা সর পর, সালাত ও তাসলিম কি নিচাওয়ার,
দু রুইয়া কুদসি পারে জামা কর, কাড়ে সালামি কে ওয়াসতে থে।
জু হাম ভি ওয়াঁ হোতে খাকে গুলশান, লেপট কে কদমো সে লেতে উতরন,
মগর করেঁ কিয়া নসিব মে তো, ইয়ে না মুরদি কে দিন লিখে থে।
আভি না আয়ে থে পুশতে যিঁ তক, কেহ সর হোয়ি মাগফিরত কি শিল্লিক,
সদা শাফাআত নে দি মোবারক! গুনাহ মাসতানা ঝুমথে থে।
আজব না থা রখশ কা চমকনা, গাযালে দম খুরদা সা বড়কনা,
শা'আয়েঁ বুকে উড়া রাহি থি, তড়পতে আখোঁ পে সা'য়েকে থে।
হুজুমে উমিদ হে গাটাও, মুরাদেঁ দেয় কর উনহে হটাও,
আদব কি বাগি লিয়ে বাড়াও, মালায়িকা মে ইয়ে গুলগুলে থে।

www.dawateislami.net

উটি জু গিরদে রাহে মুনাওয়ার, ওহ নূর বরসা কেহ রাস্তে ভর,
গিরে থে বাদল ভরে থে জল তল, উমন্ড কে জংগল উবল রাহে থে।
ছিতাম কিয়া কিছি মাত কাটি থে, ক্বমর! ওহ খাক উনকে রাহ গুযার কি,
উঠা না লায়া কেহ মিলতে মিলতে, ইয়ে দাগ সব দেখতা মিটে থে।
বোরাক কে নকশে সুম কে সদকে, ওহ গুল কিলায়ে কেহ সারে রাস্তে,
মেহেকতে গুলবান লাহকেতে গুলশান, হারে ভরে লেহলেহা রাহে থে।
নামাযে আকসা মে থা ইয়েহি সিতর, ই'য়াঁ হোঁ মা'নি আওয়াল আখির,
কেহ দস্ত বাসতাহ হে পিছে হাযির, জু সালতানাত আগে কর গায়ি থে।
ইয়ে উন কি আমদ কা দবদবাহ থা, নিখার হার শেয় কা হো রাহা থা,
নুজুম ও আফলাক জাম ও মি'না, উজালতে থে কানগা লেতে থে।
নিকাব উলটে ওহ মেহরে আনওয়ার, জালালে রুখসার গরমিয়োঁ পর,
ফলক কো হায়বত সে তপ ছড়ি থি, তপকতে আনজাম কে আ'বলে থে।
ইয়ে জু শেশে নূর কা আসর থা, কেহ আ'বে গুহর কমর কমর থা,
ছফায়ে রাহ সে পিচল পিচল কর, সিতারে কদমোঁ পে লুটতে থে।
বড়া ইয়ে লেহরা কে বহরে ওয়াহদাত, কেহ ধুল গিয়া নাম রেগে কসরত,
ফলক কে টেয়লুঁ কি কিয়া হাকিকত, ইয়ে আরশ ও কুরসি দু'বুলবুলে থে।
ওহ যিল্লে রহমত ওহ রুখ কে জালওয়ে, কেহ তারে ছুপতে না কিলনে পাতে,
সনেহরী যার বাফত উদি আতলাস, ইযে থান সব ধুপ চুপাও কে থে।
চালা ওহ সারবে চামা খিরামাঁ, না রুক সাকা সিদরাহ সে বি দামাঁ,
ফালাক ঝুপকতি রাহি ওহ কব কে, সব ইন ও আঁ সে গুযার চুকে থে।
ঝলক সি ইক কুদছিয়োঁ পর আ'য়ি, হো ভি দামন কি পির না পায়ি,
সুয়ারী দুলহা কি দু'র কি পুঁহছি, বারাত মে হোশ হি গেয়ে থে।
থাকে থে রুহুল আমিন কে বাযো, ছুটা ওহ দামন কাহা ওহ পেহলু,
রিকাব ছুটি উমিদ টুটি, নিগাহে হাসরত কে ওয়ালু লে থে।
রাবিশ কি গরমি কো জিস নে সোছা, দিমাগ সে ইক বাবুকা পুটা,
খিরাদ কে জঙ্গল মে ফুল চমকা, দাহর দাহর পেট জল রেহে থে।

www.dawateislami.net

জিলু মে জু মুরগে আকল উড়ে থে, আজব বুগে হালোঁ গিরতে পড়তে,
ওহ সদরাহ হি পর রাহে থে থক কর, চড়া থা দম তায়ওয়ার আ গেয়ে থে।
কওমি থে মুরগানে ওয়াহাম কে পর, উড়ে তো উড়নে কো আওয়ার দম ভর,
উটায়ি সিনে কি এ্যয়সি টু'কর, কেহ খুনে আনদেশাহ থুকতে থে।
সানায়ে ইতনে মে আরশে হকনে, কেহ লে মুবারক হো তাজে ওয়ালে,
ওয়াহি কদম খেয়র সে পির আ'য়ে, জু পেহলে তাজে শরফ তেরে থে।
ইয়ে সুন কে বে'খুদ পুকার উঠা, নিচারে জাওঁ কাহাঁ হে আক্বা,
পির উনকে তালওয়ুঁ কা পা'ও বুসাহ, ইয়ে মেরি আখোঁ কে দিন ফেরে থে।
ঝুকা থা মুজরে কো আরশ আ'লা, গিরে থে সিজদে মে বযমে বালা,
ইয়ে আখেঁ কদমোঁ সে মাল রাহা থা, ওহ গিরদ কুরবান হো রাহে থে।
যিয়ায়ে কুছ আরশ পর ইয়ে আয়েঁ, কেহ সারে কিনদিলেঁ ঝলমালায়ী,
হুযুরে খুরশিদ কিয়া চমকতে, ছেরাগ মুহ আপনা দেখথে থে।
এহি সামাঁ থা কেহ রহমত, খবর ইয়ে লায়া কেহ চলে হযরত,
তুমহারী খাতির কুশাদাহ হে জু কালিম পর বান্দ রাস্তা থে।
বড়ে এ্যয় মুহাম্মদ, করিঁ হো আহমদ, করিব আ সুরুরে মুহাম্মদ,
নিচারে জাওঁ ইয়ে কিয়া নিদা থি, ইয়ে কিয়া সামা থা, ইয়ে কিয়া মযে থে।
তাবারাকা আল্লাহ শান তেরী, তুঝিকো যেয়বা হে বে নিয়াযী,
কাহিঁ তো ওহ জোশ লান তারানি, কাহি তাকাযে বিচাল কে থে।
খিরদ সে কেহদো কেহ সার ঝুকা লে, গুমাঁ সে গুযরে গুযরনে ওয়ালে,
পড়ে হে ইয়াঁ খুদ জিহাত কো লালে, কেসে বাতায়ে কিধার গেয়ে থে।
সুরাগে আইন ও মাতা কাহাঁ থা, নিশানে কেয়ফ ও ইলা কাহাঁ থা,
না কোয়ি রাহি না কোয়ি সাথি, না সানগে মানযিল না মর হালে থে।
উদার সে পাহিম তাকাযে আ'না, ইধার থা মুশকিল কদম বাড়ানা,
জালাল ও হায়বত কা সামনা থা, জামাল ও রহমত উবার তে থে।
বড়ে তো লেকিন জাহজাহকতে ডরতে, হায়া সে ঝুকতে আদব সে রুকতে,
জু করিব উনহে কি রা'বিশ পে রাকতে, তো লাখোঁ মনযিল কে ফাচলে থে।

www.dawateislami.net

পর ইনকা বাড়না তো নাম কো থা, হাকিকাতান ফে'ল থা উধার কা,
তানায্যুলুঁ মে তরক্কি আফযা, দানা তাদাল্লা কে ছিলছিলে থে।
হুয়া না আখির কেহ এক বাজরা, তামাউজ বাজরে হু মে উবরা,
দানা কি গোদি মে উন কো লে কর, ফানা কে লনগর উটা দিয়ে থে।
কিছে মিলে ঘাট কা কিনারা, কিধার সে গুয়রা কাহা উতারা,
ভরা জু মিসলে নযর তারারা, ওহ আপনি আখোঁ সে খুদ চুপে থে।
উঠে জু কসরে দানা কে পরদে, কোয়ি খবর দেয় তু কিয়া খবর দেয়,
ওহাঁ তো জা হি নেহি দুয়ি কি না, কাহা কেহ ওহ ভি না থে আরে থে।
ওহ বাগ কুছ এ্যয়সা রঙ লায়া, কেহ গুনছাহ ও গুল কা ফরক উঠায়া,
গিরা মে কালিউঁ কি বাগ ফুলে, গুলোঁ কে তাকমে লাগে হোয়ে থে।
মুহিত ও মরকয মে ফরক মুশকিল, রাহে না ফাচিল খুতুতে ওয়াসিল,
কামানেঁ খেয়রত মে সার ঝুকায়ে, আজব চক্কর মে দায়েরে থে।
হিজাব উঠনে মে লাখোঁ পরদে, হার এক পর্দে মে লাখো জলওয়ে,
আজিব গড়ি থি কেহ ওয়াসাল ও ফুরকত, জনম কে বিচড়ে গলে মিলে থে।
যবানে সুকি দিখা কে মুওজেঁ, তড়প রাহি থি কেহ পানি পায়ে,
ভানুর কো ইয়ে যাআফে তাশাংগি থা, কেহ হলকে আখোঁ মে পড় গেয়ি থে।
ওয়াহি হে আওয়াল ওয়াহি হে আখির ওয়াহি হে বাতিন ওয়াহি হে যাহির,
উসি কে জালওয়ে উসি সে মিলনে, উসি সে উস কি তরফ গিয়ে থে।
কামানে ইমকাঁ কে ঝুটে নক্বতো! তুম আওয়াল আখির কে পেয়র মে হো,
মুহিত কি চাল সে তু পুচ্ছ, কিধার সে আয়ে কিধার গেয়ে থে।
ইধার সে থি নযরে শাহ নামাযে, ইধার সে ইনআমে হুসরভি মে,
সালাম ও রহমত কে হার গান্দাহ কর, গুলুয়ে পুর নুর মে পড়ে থে।
যবান কো ইন্তিযারে গুফতন, তো গোশ কো হাসরতে শুনিইদান,
ইহাঁ জু কেহনা থা কেহ লিয়া থা, জু বাত সুননি থি সুন চুকে থে।
ওহ বুরজে বাতহা কা মাহে পা'রা, বেহেশত কি সের কো সিধারা,
চমক পে থা খুলদ কা সিতারাহ, কেহ উস কমর কে কদম গেয়ি থে।

www.dawateislami.net

সুরুরে মুকাদ্দাম কি রৌশনি থে, কেহ তা'বিশুঁ সে মুহ আরব কি,
জিনাঁ কে গুলশান থে, জাড় ফরশি, জু ফুলো থে সব কানওল বনে থে।
তারাব কি নাযিশ কেহ ওহাঁ লিচকে, আদব ওহ বান্দিশ কেহ হিল না সাকে,
ইয়ে জোশে যিদ্দায়ন থা কেহ পৌদে, কাশাকিশ আর্‌রাহ কে থলে থে।
খোদা কি কুদরত কেহ চান্দ হক কে, করোরোঁ মনযিল মে জালওয়া কর কে,
আবি না তারোঁ কি চাও বদলি, কেহ নুর কে তড়কে আ'লিয়ে থে।
নবিয়ে রহমত শফিয়ে উম্মত! রযা পে লিল্লাহ হো ইনাআত,
উসে ভি উন খলআতোঁ সে হিচ্ছা, জু খাস রহমত কে ওয়া বাটে থে।
ছানায়ে ছরকার হে ওয়াযিফা, কবুলে ছরকার হে তামান্না,
না শায়েরি কি হাওয়াস না পরওয়া, রাবি থি কিয়া কেছে কাফিয়ে থে।

❀-❀-❀-❀-❀

আরশ কে আকল ডঙ্গ হে

লিখকঃ আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত
মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

আরশ কি আকল দাগ হে, ছারখ মে আসমান হে,
জান মুরাদ আব কিদর, হায়ে তেরা মুকান হে।
বযমে ছানায়ে যুলফ মে, মেরি ওরুসে ফিকর কো,
সারি বাহার হোশত খুলদ, ছুটা সা ইতর দান হে।
আরশ পে জা কে মুরঘে আকল, তক কে গিরা গশ আ গিয়া,
অর আবি মনযিলো পারে, পেহলা হি আসতান হে।
আরশ পে তাযাহ ছেড় ছাড়, পারশ মে তুরফায়ে ধুম ধাম,
কান জিধার লাগায়ে, তেরি হি দাসতান হে।
এক তেরে রুখ কি রুশনি, ছেন হে দু জাহান কি,
ইনসে কা উনসে উসি সে হে, জান কি ওয়াহি জান হে।

www.dawateislami.net

ওহ জু না থে তু কুছ না থা, ওহ জু না হো তু কুছ না হো,
জান হে ওহ জাহান কি, জান হে তু জাহান হে।
গুদ মে আলম শাবাব, হালে শাবাব কুছ না পোছ!
গুলবুন বাগে নূর কি, ওর হি কুছ উটান হে।
তুজ সা ছিয়া কার কোন, উন সা শাফয়ি হে কাহা,
পের ওহ তুজি কো ভুল জায়ে, দিল! ইয়ে তেনা গুমান হে।
পেশ নাযর ওহ নু বাহার, সিজদে কো দিল হে বে করার,
রুকিয়ে সার কো রুকিয়ে, হা ইয়েহি ইমতিহান হে।
শান খুদা না সাথ দে, উন কে খিরাম কা ওহ বায,
সিদরাহ সে তা যমি জিছে, নরম ছি এক উটান হে।
বারে জালাল উটা লিয়া, গিরছে কলিজা শক হো,
ইউ তু ইয়ে মাহে সবয রঙ, নযরু মে দান পান হে।
খউফ না রাখ রেযা যরা, তু তো হে আবদে মুস্তফা,
তেরে লিয়ে আমান হে, তেরে লিয়ে আমান হে।

❀-❀-❀-❀-❀

আরশে বরীঁ পর জলওয়া ফেগন

লিখক: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হামেদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

আরশে বরী পর জলওয়া ফিগন, মাহবুবে খোদা سُبْحٰنَ الله!
এক বার হুয়া দীদার জিসে, ছেওয়া বার কাহা سُبْحٰنَ الله!
হয়রান হোয়ে বরক আওর নযর, এক আন হে আওর বরসু কা সফর,
রা'কিব নে কাহা আল্লাহ গনী, মরকব নে কাহা سُبْحٰنَ الله!
তালিব কা পাথা মতলুব কো হে, মতলুব হে তালিব সে ওয়াকিফ,
পরদে মে বুলা কর মিল বি লেয়ে, পরদাহ বি রাহা سُبْحٰنَ الله!

www.dawateislami.net

হে আবদ কাহা মা'বুদ কাহা, মেরাজ কি সব হে রাযে রিহা,
দু' নুর হিজাব নূর মে থে, খুদ রব নে কাহা سُبْحٰنَ الله!
সব সিজদে কি আখিরী হাদু তক, জা পোছা উবুদীয়্যত ওয়ালা,
খালিক নে কাহা مَاشَآءَالله, হযরত নে কাহা سُبْحٰنَ الله!
সামজে হামিদ ইনসান হি কিয়া, ইয়ি রায হে হুসনো উলফত কে,
খালিক কা হাবিবী কেহনা থা, খলকত নে কাহা سُبْحٰنَ الله!

❀-❀-❀-❀-❀

মে'রাজ কি ইয়ে রাত হে

লিখক: মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

সাকি কুছ আপনে বাদা কাশু কি খবর বি হে,
হাম বেসুকুন কে হাল পেহ তুজ কো নযর বি হে।
জুশে আতশ বি শিদ্দাত সুয জাগর বি হে,
কুজ তালখে কামিয়াব বি হে কুছ দেরদ সর বি হে।
এছা আতা হো জাম শরাবে তুহুর কা,
জিস কে খুমার মে বি মযাহ হো সুরুর কা।
আব দের কিয়া হে বাদ ইরফা কিওয়াব দে,
টানডে পড়ে কলিজা মে জিস সে ওহ জাম দে।
তাযা হো রুহ পিয়াছ বেজে লতফে তাম দে,
ইয়ে তাশনাহ কাম তুজ কো দু'য়ে মুদাম দে।
উটে সুরুর আয়ে মযে জুম জুক কর,
হো জাও বে খবর লব সাগির কো চুম কর।

www.dawateislami.net

ফিকর বুলন্দ সে হো ইয়া ইকদার আউয,
ছেহকে হাযার খানাহ ছির শাখসারে আউয।
টেপকে গুল কালাম হে রঙ্গে বাহরে আউয,
হো বাত বাত শানে উরুজ, ইফতিজান আউয।

ফিকর ওয়া খিয়াল নূর কে সানছু মে দাল ছলে,
মাযমু ফরাযে আরশ সে উচেঁ নিকাল ছলে।

ইছ শান ইছ আদা সে চানায়ে রাসুল হো,
হার শায়ের শাখে গুল হো হার লফযো ফুল হো।
হিচ্ছার পর সিহাবে করম কা নুযুল হো,
সরকার মে ইয়ে নযর মুহাক্কর কুবুল হো।
এইসি তাআল্লিও ছে হো মে রাজ কা বয়াঁ ,
সব হামিলানে আরশ চুনে আজ কা বয়াঁ।

মে'রাজ কি ইয়ে রাত হে রহমত কি রাত হে,
ফরহাত কি আজ শাম হে ইশরাত কি রাত হে।

হাম তেরে আখতারু কি শাফাআত কি রাত হে,
এ যাযে মাহে তাইবা কি রুয়াত কি রাত হে,
ইযাযে মাহে তয়বাহ কি রুইয়াত কি রাত হে।
পেলা হুয়া হে সুরমাহ তাসখির চরখে পর,
ইয়া যুলফ কোল লে পেরতি হে হুরে ইদর উদর।

দিল ছখতিউো কে দিল কা সুওয়াইদা কাহো উছে,
পের ফলক কি আখঁ কা তারা কাহো উছে।

দেখো জু ছশমে কা উজালা কা উলালা কাহো উছে,
আপনে আন্ধেরে ঘর কা উজালা কাহো উছে।
ইয়ে শব হে ইয়া সাওয়াদে ওতন আশকার হে,
মুশকে গিলাফে কা'বাহ পরওয়ারদিগার হে।

www.dawateislami.net

ইছ রাত মে নেহি ইয়ে আন্ধেরা জুকা হো,
কোয়ি গুলিম পুশ মুরাকেব হে, ইয়া খুদা!
মুশকে লিবাস ইয়া কোয়ি মাহবুবে দিলরু বা,
ইয়া আহুয়ে ছিয়া ইয়ে চুরতে হে জা বাজা।
আবরে ছিয়া মাসত উটা হালে ওজদ মে,
লায়লা নে বাল কুলে হে সাহরায়ে নজদ মে।
ইয়ে রুত কুস আওর হে ইয়ে হাওয়া হি কুস আওর হে,
আব কি বাহারে হুশ রুবা হি কুস আওর হে।
রুয়ে উরুসে গুল মে সাফাহি কুস আওর হে,
সুবতি হুয়ি দিলো মে আদা হি কুস আওর হে।
গুলশান কিলায়ে বাদে সাবা নে নায়ে নায়ে,
গাতে হে আনদালিব তেরানে নায়ে নায়ে।
হার হার কুল্লি হে মাশরিক খুরশিদা নুর ছে,
লেফটি হে হার নিগাহ তাজাল্লি তুর ছে।
রুহাত হে সব কে মুহ পে দিলু কে সুরুর ছে,
মুরদে হে বে করার হিজাব কবুর ছে।
মাহে আরব কে জালবে জু উচেঁ নিকাল আ'গায়ি,
খুরশিদে ওয়া মাহতাব মুকাবিল সে টাল গায়ি।
হার সামত সে বাহারে নু আখওয়ানিয়ো মে হে,
নায়ছানে জুদ রব,গেহের আফশানিয়ো মে হে।
চশমে কালিম জালবে কে কুরবানিয়ো মে হে,
গুল আমদ হুযুর কা রুহানীউ মে হে।
এক দুম হে হাবিব কো মুহমা বুলাতে হে,
বাহর বোরাক খুলদ কো জিবরায়িল জাতে হে।

www.dawateislami.net

পরদা রুখে আনওয়ার সে জু উঠা শবে মেরাজ

লিখকঃ মাদ্দাহে হাবিব হযরত মাওলানা জামিলুর রহমান কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

পরদাহ রুখ আনওয়ার সে জু উটা শবে মেরাজ,
জান্নাত কা হুয়া রঙ দুবালা শবে মেরাজ।
হুরুনে বি গায়া ইয়ে তারানাহ শবে মেরাজ,
খালিক নে মুহাম্মদ কো বুলায়া শবে মেরাজ।
গায়ছু কুলে গুনগুর গাটা উটি কেহ হাম পর,
বারান করম জুম কে বরসা শবে মেরাজ।
আয় রহমতে আলম তেরী রহমত কে তসদ্দুক,
হার এক নে পায়া তেরা সদকাহ শবে মেরাজ।
জিস ওয়াকত্ব চলি শাহে মাদানী কি সাওয়ার,
সিজদে মে বি জুকা আরশ মুআল্লী শবে মেরাজ।
খুরশিদ ওয়া কমর আরয ওয়া সামা আরয ওয়া মালায়িক,
কিসনে নেহি পায়া তেরা সদকা শবে মি"রাজ।
ওহ জুশ থা আনওয়ার কা আফলাক কে উপর,
মিলতা না থা নিযারে কো রাস্ত শবে মেরাজ।
মেহমান বুলানে কে লিয়ে আপনে নাবী কো,
আল্লাহ নে জিব্রাইল কো বেজা শবে মেরাজ।
ইয়ে শানে জালালত কেহ নিহায়াত হি আদব ছে,
জিবরায়িল নে আকা কো জাগায়া শবে' মেরাজ।
জিব্রাঈল বি খয়রান হুয়ে দেখ কে রুকবাহ,
সিদরাহ সে কদম জব কেহ পড়াইয়া শবে মেরাজ।
জিব্রাইল থকে হো গিয়ে সরকার রাওয়ানাহ ,
মুহ তকতা হুয়া রাহ গিয়া ছিদারাহ শবে মেরাজ।
হামরাহ সুয়ারী কে থে আফওয়াজ মালায়িক,
বান কর চলে ইস শান সে দুলিহা শবে মেরাজ।

www.dawateislami.net

ইউ মসজিদ আকসা মে নামায উসনে পড়ায়ী,
তালিব সে মিলে পড়ে কে দু'গানা শবে মেরাজ।

হার এক নবি বলকেহ সব আফলাক কে কুদসী,
পড়তে থে শাহিনশাহ কা খুতবে শবে মেরাজ।

জানে দো জাহা রিফআতে সরকার পে কুরবা,
কেহথা থা ইয়ে বড় বড় কে রফায়েনা শবে মেরাজ।

মুদ্দাত সে জু আরমান থা ওহ আজ নিকালা,
হুরু নে কিয়া খুব নাযারা শবে মেরাজ।

আরাস্তাহ হো খুলদ মুয়াদ্দব হো ফিরিশতে,
ইউ হাতিফে গয়বি নে পুকারা শবে মেরাজ।

বহিম চলি আথি থে দোআও কি সদায়ি,
হার রাত নবী কি হো খুদায়া শবে মি'রাজ।

থে রাস্তাহ ভর উন পে দুরুদো কি নিছাদর,
বান্দাহ গিয়া তাসলিম কা ছুহরা শবে মেরাজ।

দুলিহা থে মুহাম্মাদ তু বরাতি থে ফেরেশতে,
ইস শান সে পোহচে মুরে মাওলা শবে মেরাজ।

আল্লাহ কি রহমত ওহ মুহকা গুলে ওহদাত,
খুশবু সে বুছা আলমে বালা শবে মেরাজ।

রাওশন হুয়ে সব আরদু ও সামা নূর সে ইস কে,
জব মাহে আরব আরশ পে ছমকা শবে মেরাজ।

থা ছারখে চাহারুম পে কোয়ি তুর কে উপর,
সারকার গিয়া আরশ সে বালা শবে মেরাজ।

জব পোছে মুকামে ফাতাদাল্লাহ পে মুহাম্মদ,
হালিক সে রাহা কুস বি না পরদা শবে মেরাজ।

আয় সাল্লে আ'লা বাযমে তাদাল্লা মে পোছ কর,
উস যাতে মে গম হুয়ে গিয়ে আ'কা শবে মি'রা।

www.dawateislami.net

মুমকেন হি নেহি আকল কি দো আলম কি রসায়ী,
তহা দিয়া আল্লাহ নে রুতবা শবে মেরাজ।
আরশে মালাকো আরদো সামা জান্নাতো দোযখ,
উস শাহ নে হার চীজ কো দেখা শবে মেরাজ।
তাফসীল হে কি সাইর মগর ইচ পে ইয়ে তার্‌রাহ,
তফ ফল মে ইয়ে তয় হু গিয়া বাস্তা শবে মেরাজ।
যঞ্জির দরে পাক কি হিলতা হুয়ি পায়ি,
আউর গরম থা উহ বস্তর শবে মেরাজ।
আয় মুমিনো! মুজদা কেহ উহ আল্লাহ সে পায়ে,
বখশায়িকা উম্মত কা কিবলা কা শবে মেরাজ।
ভেজোগা মাই উম্মত কো তেরী খুলদ মে পেহলে,
হক নে কিয়া মাহবুব সে ওয়াদা শবে মেরাজ।
উস মে সে জমীল রেজভী কো ভী আতা হু,
রহমত কা বটা খাচ জু হিচ্চা শবে মেরাজ।

❀-❀-❀-❀-❀

এক ধুম হে আরশে আযম পর

লিখকঃ আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

হে ছফ আরা সব হুর মালাক আওর গিলমা খুলুদ সাজাতে হে,
এক ধুমহে আরশে আযম পর মেহমান খোদা কে আ'তে হে।
হে আজ ফলক রৌশন রৌশন, হে তা'রে ভী ঝগমগ ঝগমগ,
মাহবুবে খোদাকে আ'তে হে, মাহবুবে খোদাকে আ'তে হে।
কুরবান মে শান ও আযমত পর সুয়ে হে চেয়েন সে বিস্তর পর,
জিবরীল আর্মী হাযির হুঁ কর মেরাজ কা মুজদা সুনাতে হে।

www.dawateislami.net

জিবরীল আমীঁ বুরাক লিয়ে জান্নাত সে যমীঁ পর আ পৌঁহছে,
বারাত ফিরিশতোঁ কি আ'য়ি মেরাজ কো দুলহা জা'তে হে।
হে খুলুদ কা জোড়া যেয়বে বদন রহমত কা সাজা সেহরা সর পর,
কিয়া খুব সোহানা হে মনযর মেরাজ কো দুলহা জা'তে হে।
হে খুব ফাযা মেহকি মেহকি চলতি হে হাওয়া ঠান্ডি ঠান্ডি,
হার সমত সামা হে নুরানী মেরাজ কো দুলহা জা'তে হে।
ইয়ে ইযযো জালাল **আল্লাহ! আল্লাহ**! ইয়ে অ'জো কামাল **আল্লাহ! আল্লাহ**!
ইয়ে হুসন ও জামাল **আল্লাহ! আল্লাহ**! মেরাজ কো দুলহা জা'তে হে।
দিওয়ানো! তাচাওর মে দেখো! আসরা কে দুলহা কা জলওয়া,
ঝুরমট মে মালায়িক লেকর উনহে মেরাজ কা দুলহা বানাতে হে।
আকসা মে সাওয়ারী জব পৌঁছি জিবরীল বড় কে কহি তাকবীর,
নবীয়োঁ কি ইমামত আব বড়কর সুলতানে জাহাঁ ফরমাতে হে।
উহ কেয়সা হাসীঁ মানযার হোগা জব দুলহা বনা সরওয়ার হোগা,
উশশাক তাসাউর করকে ব্যস রোতে হি রেহ জা'তে হে।
ইয়ে শাহনে পায়ি সা'দাত হে খালিক নে আতা কি যিয়ারত হে,
জব এক তজল্লী পড়তী হে মূসা তো গশ খা জা'তে হে।
জিবরীল টেহের কর সিদরা পর বোলে জু বাড়ে হাম ইক কদম,
জ্বল জায়েঙ্গে সারে বালো পর, আব হাম তো এহি রেহ জা'তে হে।
আল্লাহ কি রহমত সে সরওয়ার জা পৌঁছে দানা কি মানযিল পর,
আল্লাহ কা জলওয়া ভী দেখা দীদার কি লজ্জত পা'তে হে।
মেরাজ কি শব তো ইয়াদ রাখা, ফির হাশর মে কেয়সে ভুলেঙ্গে,
আত্তার এহি উমিদ পে হাম দিন আপনে গুযারে জা'তে হে।[১]

১. ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৫৯ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব লিখকের নাম ও ওফাতের তারিখ	প্রকাশনা ও প্রকাশের সন
১	**কোরআনুল করীম** **আল্লাহ পাকের** বাণী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২ হিঃ
২	**কানযুল ঈমান কি তরজুমাতিল কোরআন** আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান, ওফাত ১৩৪০ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২ হিঃ
৩	**জামেউল বয়ান কি তবিলীল কোরআন (তাফসীরে তবরী) ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর তবরী, ওফাত ৩১০ হিঃ**	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ২০০৯ ইং
৪	**আল জামেউ লি আহকামিল কোরআন (তাফসীরে কুরতুবী) ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবী, ওফাত ৩৭১ হিজরী**	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২৯ হিঃ
৫	**আদ দুররুল মনসুর ফিত তাফসীর বিল মাসূর** ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সুয়ূতী, ওফাত ৯১১ হিঃ	মারকাজে হিজর লিল বহুছ ওয়াদিরাসাতি, ১৪২৪ হিঃ
৬	**তাফসীরে মাযহারী** কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, ওফাত ১১২৫ হিঃ	দারুল ইহইয়াইত তুরাসুল, আরবী, ১৪২৫ হিঃ
৭	**খাযাইনুল ইরফান** সদরুল আফাযিল মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী, ওফাত ১৩৬৭ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচি, ১৪৩২ হিঃ
৮	**নুরুল ইরফান** হাকিমূল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হিঃ	নঈমী কুতুবখানা, গুজরাট
৯	**শানে হাবীবুর রহমান** হাকিমূল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হিঃ	নঈমী কুতুবখানা, গুজরাট
১০	**সহীহ বুখারী** ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, ওফাত ২৬৫ হিঃ	দারুল শরীফা, বৈরুত, ১৪২৮ হিঃ

www.dawateislami.net

১১	**সহীহ মুসলিম** ইমাম আবু হোসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী, ওফাত ২৬১ হিঃ	দারুল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৮ ইং
১২	**সুনানে ইবনে মাজাহ** ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ বিন মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৮ ইং
১৩	**সুনানে আবু দাউদ** ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশয়াছ সিজিস্তানী, ওফাত ২৭৫ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২৮ হিঃ
১৪	**সুনানে তিরমিযী** **ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরিমিযী, ওফাত ২৭৯ হিঃ**	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৮ ইং
১৫	**সুনানে নাসায়ী** ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন শুয়াইব নাসায়ী, ওফাত ৩০৩ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৯ ইং
১৬	**মুয়াত্তা ইমাম মালেক** ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মালেক বিন আনাস বিন মালেক, ওফাত ১৭৯ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত ১৪৩৩ হিঃ
১৭	**সহীহ ইবনে হাব্বান** ইমাম আবু হাতেম মুহাম্মদ বিন হাব্বান বিন আহমদ তামীমী, ওফাত ৩৫৪ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত ১৪২৫ হিঃ
১৮	**আল মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন** ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী ৪০৫ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত ১৪২৭ হিঃ
১৯	**আল মুসান্নাফ লি ইবনে আবু শায়বা** হাফেয আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু আবু শায়বা, ওফাত ২৩৫ হিঃ	মদীনাতুল আউলিয়া, মূলতান, পাকিস্তান
২০	**মুসনাদে ইমাম আহমদ** ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ওফাত ২৪১ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৪২৯ হিঃ
২১	**আল মু'জামুল আউসাত** হাফেয সুলাইমান বিন আহমদ তবরানী, ওফাত ৩৬০ হিঃ	দারুল ফিকর, আম্মান ১৪২০ হিঃ

www.dawateislami.net

২২	**আল মুসনাদ লিশ শাফী** আবু সাইদুল হাইসাম বিন কুলাইব বিন সারী শাফী, ওফাত ৩৩৫ হিঃ	মাকতাবাতুল উলুম ও হিকমত, ১৪১০ হিঃ
২৩	**মুসনাদুল ফেরদৌস** আবু সুজা শিরাবীয়া বিন শহরদর দায়লামী, ওফাত ৫০৯ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪০৭ হিঃ
২৪	**বাগীরাতুল বাহেস আন যাওয়াদে মুসনাদুল হারেস** হাফেয নুরুদ্দীন আলী বিন সুলাইমান হাইসামী, ওফাত ৮০৭ হিঃ	মারকাজু খেদমাতুস সুন্নাহ ওয়াস সীরাতুল নববীয়া, ১৪১৩ হিঃ
২৫	**শুয়াবুল ঈমান** ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৯ হিঃ
২৬	**আস সুনানুল কুবরা** ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বায়হাকী ওফাত ৪৫৮ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত,
২৭	**আল জামেউস সগীর** ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সুয়ূতী, ওফাত ৯১১ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪৩৩ হিঃ
২৮	**আশ শরীয়াত** ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ বিন হোসাইন আজরী বাগদাদী, ওফাত ৩৬০ হিঃ	দারুল ওয়াতন, রিয়াদ ১৪১৬ হিঃ
২৯	**মাজমাউয যাওয়াইদ** হাফেয আবুল হাসান নুর উদ্দীন আলী বিন বকর হাইসামী, ওফাত ৮০৭ হিঃ	দারুল ওয়াতন, রিয়াদ ১৪২২ হিঃ
৩০	**মাউযুআতু ইমাম ইবনে আবু দুনিয়া** ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ করশী, ওফাত ২৮১ হিঃ	মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ১৪২৯ হিঃ
৩১	**মিশকাতুল মাসাবীহ** আবু আব্দুল্লাহ ওলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ তিবরীযি, ওফাত ৭৪১ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৮ হিঃ
৩২	**কানযুল উম্মাল** আলা উদ্দীন আলী মুত্তাকী বিন হুসামুদ্দিন হিন্দি, ওফাত ৯৭৫ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৪ হিঃ

www.dawateislami.net

৩৩	**দালায়িলুন নবুয়ত** ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৯ হিঃ
৩৪	**খাসায়িসুল কুবরা** ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সুয়ূতী, ওফাত ৯১১ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া ১৪২৮ হিঃ
৩৫	**আর রিয়াদুন নদরা** আবু জাফর আহমদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ তবরী, ওফাত ৬৯৪ হিঃ	দারুল গরবুল ইসলামী, ১৯৯৬ ইং
৩৬	**ফতহুল বারী** হাফেয আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী, ওফাত ৮৫২ হিঃ	দারুল ইসলাম, রিয়াদ, ১৪২১ হিঃ
৩৭	**উমদাতুল কারী** আল্লামা বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনী, ওফাত ৮৫৫ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪২৬ হিঃ
৩৮	**মিরাতুল মানাজিহ** হাকীমূল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নইমী, ওফাত ১৩৯১ হিঃ	নঈমী কুতুবুখানা, গুজরাট
৩৯	**আযযাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির** শিহাব উদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাজর হায়তামী, ওফাত ৯৭৪ হিঃ	দারুল হাদীস, কায়রো, ১৪২৩ হিঃ
৪০	**আত তারগীব ওয়াত তারহীব** ইমাম যকীউদ্দীন মুনযরী, ওফাত ৬৫৬ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪২৯ হিঃ
৪১	**আস সিরাতুন নববীয়া** আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালেক বিন হিশাম, ওফাত ২১৩ হিঃ	দারুল ফযর লিতত্বরাস, কায়রো, ১৪২৫ হিঃ
৪২	**আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া** শিহাব উদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ কুস্তালানী, ওফাত ৯২৩ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ২০০৯ ইং
৪৩	**শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব** মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী বিন ইউসুফ যুরকানী, ওফাত ১১২২ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৮ হিঃ

www.dawateislami.net

৪৪	**আসসিরাতুল হলবীয়া** ইমাম আবুল ফযর নুর উদ্দীন আলী বিন ইবরাহিম, ওফাত ১০৪৪ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ২০০৮ইং
৪৫	**আস সিরাতুন নববীয়া ওয়াল আসরিল মুহাম্মদীয়া** আবুল আব্বাস আহমদ বিন যিইনি দাহলান মক্কী শাফেয়ী, ওফাত ১৩০৪ হিঃ	দারুল কলমুল আরবী, হালব, ১৪১৮ হিঃ
৪৬	**আনওয়ারে জামালে মুস্তফা** মুফতি নকী আলী খাঁন, ওফাত ১২৯৭ হিঃ	শিব্বির ব্রাদার্স, লাহোর
৪৭	**কিতাবুল মেরাজ** ইমাম আবুল কাসেম আব্দুল করীম বিন হাওয়াযিন কুশাইরী, ওফাত ৪৬৫ হিঃ	দারুল বিলিয়ুন বারীস
৪৮	**হাশিয়াতুদ দরদীর আলা কিসসাতিল মেরাজ** আবুল বারাকাত সৈয়দ আহমদ দরদীর, ওফাত ১২০১ হিঃ	দারুল ইহয়াউল কুতুবুল আরবী
৪৯	**আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া** হাফেয ইমাম উদ্দীন বিন ইসমাঈল বিন উমর দামেস্কী, ওফাত ৭৭৪ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪২৬ হিঃ
৫০	**সূরাতুল আরদ** আবুল কাসেম মুহাম্মদ বিন হাউকল বাগদাদী, ওফাত ৩৬৭ হিঃ	দারুল মাকতাবাতুল হায়াত, ১৯৯২ইং
৫১	**আল খয়রাতুল হিসান** শিহাব উদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাজর মক্কী, ওফাত ৯৭৪ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৪০৩ হিঃ
৫২	**তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত** আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি
৫৩	**মিনহুর রওদুল আযহার** আল্লামা আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ আলকারী, ওফাত ১০১৪ হিঃ	দারুল বাশায়িরুল ইসলামী, ১৪১৯ হিঃ
৫৪	**আয়হাল ওলাদ** হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী, ওফাত ৫০৫ হিঃ	মাকতাবাতুল নিযামী গুজরাট, ১৪০৪ হিঃ
৫৫	**কিতাবুল কাবায়ির** শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী, ওফাত ৭৪৮ হিঃ	দারুন নদওয়াতুল জাদীদা, বৈরুত

www.dawateislami.net

৫৬	**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান, ওফাত ১৩৪০ হিঃ	রেযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
৫৭	**মালফুযাতে আলা হযরত** মাওলানা মুস্তফা রেযা খান, ওফাত ১৪০২ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচি ১৪৩০ হিঃ
৫৮	**বাহারে শরীয়াত** সদরুশ শরীয়া মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী, ওফাত ১৩৬৭ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচি ১৪৩২ হিঃ
৫৯	**মাকালাতে কাযেমী** আল্লামা সায়িদ আহমদ কাযেমী, ওফাত ১৪০৬ হিঃ	কাযেমী পাবলিকেশস, মূলতান
৬০	**কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব** আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি ১৪৩৪ হিঃ
৬১	**কসীদায়ে বুরদা মা শরহিহা আছিদাতুশ শুহাদা** আহমদ বিন আবু বকর বুসিরী, ওফাত ৮৪০ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি ১৪৩৪ হিঃ
৬২	**হাদায়িখে বখশীশ** আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান, ওফাত ১৩৪০ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি ১৪৩৩ হিঃ
৬৩	**যওকে নাত** শাহান শাহে সুখন মাওলানা হাসান রযা খান, ওফাত ১৩২৬ হিঃ	শিব্বির ব্রাদার্স, লাহোর, ১৪২৮ হিঃ
৬৪	**বিয়াযে পাক** হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হাসান রযা খান, ওফাত ১৩৬২ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি ১৪৩৪ হিঃ
৬৫	**কাবালায়ে বখশীশ** খলিফায়ে আলা হযরত, মাওলানা জমিলুর রহমান রযবী	আকবর বুক সেলস, লাহোর
৬৬	**ওয়াসায়িলে বখশীশ** আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি ১৪৩২ হিঃ
৬৭	**উর্দূ অভিধান** ইদারায়ে তরক্কী, উর্দূ বোর্ড	তরক্কী উর্দূ লূগাত বোর্ড, করাচি

www.dawateislami.net

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

রিসালা নং: ১১

কাফন ফেরত

রজব মাসের বাহার সম্বলিত

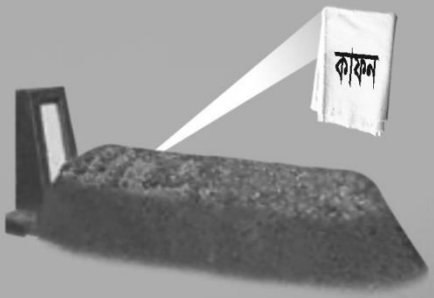

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনা
MAKTABA TUL MADINAH

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৮৩
WEEKLY BOOKLET:183

ফয়যানে রজব

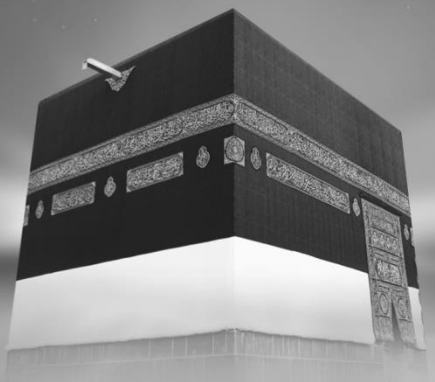

- দোয়া কবুল হয়ে থাকে
- কল্যাণের চাবি
- আল্লাহ পাকের মাস
- রজবের কুন্ডা

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

www.dawateislami.net

রিসালা নং ৮৩

ভয়ানক জাদুকর

সংশোধিত

এবং

খাজা গরীবে নেওয়াজ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ এর অন্যান্য ঘটনাবলী

(BANGLA) khofnak jadoogar

- পানির পাত্রে এক পুকুর পানি
- কবর আজাব থেকে মুক্তি
- অদৃশ্যের সংবাদ
- মৃতকে জীবিত করে দিলেন!
- অন্ধ (ব্যক্তি) চোখ পেয়ে গেল
- হত্যা করতে এসে মুসলমান হয়ে গেল
- দাতা গঞ্জেবখ্শ এর নূরানী মাজারে হাজেরী

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনা
MAKTABA TUL MADINAH

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৮৪
WEEKLY BOOKLET:184

খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
এর মাযার শরীফ

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
খাজা গরীবে নেওয়াজ এর কারামত

- গরীবে নেওয়াজের পরিচিতি
- কালামুল্লার প্রতি ভালবাসা
- হুযুর গাউসে পাক ও খাজা গরীবে নেওয়াজ
- আমীরে আহলে সুন্নাত খাজার দরবারে
- নামায সম্মান লাভের উপায়

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়্যা মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

www.dawateislami.net

রিসালা নং: ৭৬

সংশোধিত

(BANGLA) BAHAYA NOJAWAN

লজ্জাশীল যুবক

- লজ্জার বিধান
- দাইয়ুছ কাকে বলে?
- মহিলাদের সংশোধনের পদ্ধতি
- নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম আমল
- কুদৃষ্টির মাধ্যমে স্মৃতিশক্তি দূর্বল হয়ে যায়
- নোংরা মন-মানসিকতার কারণ সমূহ
- বুজুর্গদের দরবারে হাজিরীর পদ্ধতি

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

مکتبۃ المدینہ
MAKTABA TUL MADINAH

www.dawateislami.net

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

ফয়যানে রমযান

(সংশোধিত)

রমযান শরীফের ফযীলত

রোযার আহকাম

ফয়যানে তারাবিহ

ফয়যানে লাইলাতুল কদর

বিদায় মাহে রমযান

ফয়যানে ইতিকাফ

ফয়যানে ঈদুল ফিতর

নফল রোযার ফযীলত

রোযাদারদের ১২টি ঘটনা

ইতিকাফকারীদের ৪০টি মাদানী বাহার

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

01013217

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net